প্রথম অধ্যায়

বিবেকের দুয়ারে হানি আঘাত

কী লিখতে চাই!

বেশ কিছু দিন হল আমাদের প্রাণপ্রিয় দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার হবিগঞ্জ-শায়েস্তাগঞ্জ এলাকার এবং বাঁশখালী এলাকার জন কয়েক ছাত্র আমার কাছে তিনটি চটি পুস্তিকা নিয়ে আসে। নাম যথাক্রমে-

১. বিশ্ব যখন এগিয়ে চলছে (একটি বিদআতী প্রথা মিলাদ) লিখক, মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান নাদভী, সাং হরিরামপুর, ডাকঘর- দাউদপুর, জেলা-দিনাজপুর। পুস্তিকাটি বিজে প্রেস বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

২. 'সুন্নী নামের অন্তরালে', মাওলানা নূরুল ইসলামী ওলীপুরী লিখিত হাফেজ মুহাম্মদ আবু তাহের তাজ লাইব্রেরী টি.এ. রোড ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩. 'মাটি ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)' মাওলানা আহছান উল্লাহ্ কর্তৃক প্রণীত এবং মাওলানা নেছারুল হক ও মাঃ ছিদ্দিক আহমদ আযাদ সাহেবের প্রশংসাবাণী সম্বলিত পুস্তিকা খানা ফানাফিল্লাহ্ বিন আযাদ ও হাফেজ আলমগীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীস মঞ্জিল আন্দরকিল্লাহ্, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত।

এই তিনটি পুস্তিকাতেই ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বযুগে সর্বসম্মত আকীদা ও আমলসমূহের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়েছে। সুকৌশলে এগুলোকে বিতর্কিত বানাবার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে।

অপ্রিয় হলেও মজার কথাটা হচ্ছে, তিনটি পুস্তিকার তিনজন প্রণেতাই পৃথক পৃথক তিনটি বাতিল মতবাদের অনুসারী। ক্ষেত্র বিশেষে এরা একজন আরেকজনকে মুসলমান বলেও স্বীকার করেনা। প্রথম জন লা-মাযহাবী আহ্লে হাদীস, দ্বিতীয় ব্যক্তি দেওবন্দী ওহাবী আর তৃতীয় জন! তিনি হচ্ছেন সর্বাধুনিক মিকশ্চার পার্টি তথা পূর্বের অনেকগুলো বাতিল মতবাদের সংমিশ্রণ মি. আবুল আলা মওদূদীর প্রবর্তিত 'জামাতে ইসলামী'র অনুগামী। কিন্তু 'আল্ বাতালাতু ফিরকাতুন ওয়াহিদাতুন' অর্থাৎ 'রসূনের কোয়া অনেকগুলো হলেও গোড়াতো একটাই' প্রবাদের মতই সকল বাতিল ফির্কার উৎস ও উদ্দেশ্য অভিন্ন।

বর্ণচুরির নির্লজ্জ প্রদর্শন, মূর্খপান্ডিত্যের ফুলঝুড়ি, ভাওতাবাজি, কপটতা আর প্রতারণার সাধ্যমত প্রয়াস এবং অমানুষিক পরিশ্রম করে কিতাবাদির উদ্ধৃতি দিয়ে দিস্তার পর দিস্তা কাগজের শ্রাদ্ধ দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মূল্যবান সময় নষ্ট করে একটি অসৎ উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে।

তা হচ্ছে খালিক ও মালিকে কুল রব্বুল আলামীন জাল্লা জালালুহূ ওয়া আম্মা নাওয়ালুহূ কর্তৃক তাঁর সর্বাধিক প্রিয় হাবীব, স্রষ্টার সৃজন-শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মহান আল্লাহর স্বত্ত্বা ও তাঁর সামগ্রিক গুণাবলীর একমাত্র অখন্ডনীয় ও অকাট্য প্রমাণ রহমাতুল্লিল আলামীন আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত মান-সম্মান ও মর্যাদাবলীকে খাটো করা কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে অস্বীকার করা।

কিন্তু হায়! পোড়া কপালের পুকুর নাকি ভাদ্র মাসেও শুকায়! কথা বানাতে বানাতেই ভেঙ্গে যায়। সুপ্রিয় পাঠক এখানে মহান আশেকে রসূল আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক দয়ালু নবীর শানে নিবেদিত দু'টো অমিয়বাণী আন্তরিকতার সাথে পড়ুন আর নবীপ্রেম সিন্ধুতে অবগাহন করে নিজেকে ধন্য করুন। তিনি বলেন-

فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانے
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

হে কুল মাখলূকাতের বাদশাহ্! আপনার মহান স্রষ্টা প্রদত্ত সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে মর্ত্যবাসী কীই বা জানে, আপনার সম্মানের পতাকাতো আর্শোপরি ওড়ছে।

تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے
جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا

হে প্রিয় রসূল! মান-মর্যাদায় আঘাতকারী কারো দ্বারা আপনার সুমহান মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়নি, আর হবেওনা কোন দিন। কারণ, এ মর্যাদা প্রদানকারী স্বয়ং আপনার মহান রব আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন।

শেষোক্ত পুস্তিকা দু'টোতে দেওবন্দী এবং মওদূদীপন্থী লেখকদ্বয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সৃষ্টির মূল হুজূর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূরানিয়্যত, ইল্‌মে গায়ব, হাজির-নাজির এবং অনুপম ও অতুলনীয় সত্ত্বা হওয়াকে অস্বীকার ও বিতর্কিত বানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। আর প্রথমোক্ত

পুঁথিগন্ধময় বস্তাপঁচা পুস্তিকায় আদ্যোপান্ত মসি চালনা করা হয়েছে রহমাত ও বরকাতময় শ্রেষ্ঠতম ইবাদাতানুষ্ঠান যিকরে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অন্যতম পূণ্যময় মাহফিল 'ঈদে মীলাদুন্নবী (দ.)' উদ্‌যাপনকে বর্জনীয় বিদআত, অনৈসলামিক, হারাম, জঘণ্যতম পাপাচার ইত্যাদি আখ্যা দেয়ার জন্যে! তাও ঘৃণ্যতম, অশালীন, ভদ্রতাবর্জিত, মূর্খসুলভ কুরুচিপূর্ণ ও অশোভনীয় ভাষায়, যা কোন মাওলানা(?) তো নয়, বরং প্রিয় নবীর একজন সাধারণ উম্মত থেকেও আশা করা যায় না।

সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী সায়্যিদুনা হযরত আনাস ইবনে মালিক রদিয়াল্লাহু আন্‌হু'র কাছে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলামত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তৎকালীন যুগের প্রেক্ষিতে তিনি জবাব দিয়েছেন তিনটিঃ

১. আন্ তুহিব্বাস্ শায়খাইন
২. ওয়ালা তুত্‌ইনা ফিল খতনাইন
৩. ওয়া তামসাহা আলাল খুফ্‌ফাইন।

অর্থাৎ, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর রদিয়াল্লাহু আন্‌হু এবং হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম ওমর বিন খত্তাব রদিয়াল্লাহু আন্‌হু'র প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান যুন্ নূরাইন ও হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী মুর্তাজা রদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা'র প্রতি অপবাদ না দেয়া এবং মোজার উপর মাসেহ্ করাকে জায়েয ও বৈধ মেনে নেয়া সুন্নী হওয়ার আলামত।

এমনিভাবে চলমান মুসলিম দুনিয়ায় "ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনই আহ্‌লে সুন্নাত তথা সুন্নী হওয়ার অন্যতম আলামত" বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ, হাকীকতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী সত্ত্বা হওয়া, ইল্‌মে গায়বের বিষয়, মাসআলা-ই হাজির-নাজির, সর্বোপরি প্রিয় নবীজির অতুলনীয় অনুপম ও বেমেসাল সৃষ্টি হওয়াসহ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রায় সকল মৌলিক আকীদা বিশ্বাসগুলো 'ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মাঝেই নিহিত। তাই সঙ্গত কারণেই সর্বাগ্রে 'মীলাদ একটি বিদআতী প্রথা' নামক বস্তাপঁচা পুস্তিকাটির 'পোস্ট মর্টেম' দিয়ে বাতিলদের বুননকৃত মাকড়সার জালগুলো ছিন্ন করে প্রকৃত চিন্তাশীলদের মনের দরজা খুলে দেয়ার এবং সে সব বিবেকবানের বিবেকের বন্ধ দুয়ারে আঘাত করার চেষ্টা করেছি, যাঁরা মহান আল্লাহর দান নিজেদের বিবেক ও স্বকীয়তাকে অপাত্রে বিকিয়ে দেননি।

বাস্তবিক পক্ষে এ বাজে ও অবান্তর সহস্রাযুত প্রশ্নাবলির দাঁতভাঙ্গা জবাব সম্বলিত অসংখ্য রচনাবলি যুগে যুগে সময়ের চাহিদানুসারে আশেকে রসূল সুন্নী মনীষী ও ওলামায়ে কেরামের পক্ষ হতে মুসলিম মিল্লাত পেয়ে ধন্য হয়েছে। কিন্তু, কেউ যদি আবু জেহেল, আবু লাহাব আর আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সুলূল-এর মত দূর্ভাগা হয়ে জন্ম নেয় তাতে কার কী-ই বা করার আছে? হেদায়তের সর্বোচ্চ মিনার দেখেও যারা দিগভ্রান্ত রয়েছে।

এবার মূল কথার সূত্রপাত করি

সুপ্রিয় নবী-প্রেমিক মুমিন ভাইয়েরা, আমার 'কী বলতে চাই' মুখবন্ধটি পড়ে যারা ইসলামের এসব মূর্খবন্ধু অথচ সুচতুর চক্রান্তকারীদের স্বরূপ দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুণছেন; তাঁদের সুস্বাগতম।

শ্রেষ্ঠতম নে'মাত রসূলে আকরম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের সর্বশেষ নামটি পর্যন্ত পৃথিবীর পাতা থেকে মুছে ফেলতে, আখিরী নবী খাতামুন্ নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী নুবুয়্যাতী মুখে 'ফিরআউনু হাযিহিল উম্মাহ্' বলে ঘোষিত, প্রিয় নবীর সবচে' জঘণ্যতম শত্রু হিসেবে খ্যাত সর্বজন ধিক্‌কৃত নরাধম আবু জেহেল ও তার দোসরদের ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানো আর পরামর্শ স্থলের নামটি ছিল 'দারুন্ নাদওয়া'। যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস গেল পাল্টে। প্রায় আটশ' বর্ষের মুসলিম শাসনের সোনালী যুগের পতন হল। বাইরে আলো ভেতরে কালো মুসলিম বিদ্বেষী বৃটিশ বেনিয়ার দল ভারতের ক্ষমতার আসনে জেঁকে বসল। লৌহ নির্মিত কুড়াল গাছের বানানো হাতলের সাহায্যেই গাছের গোড়া কেটে সর্বনাশ করে। যুগে যুগে তেমনি ইবনে সুলূল ও ইবনে সাবার মত মুখোশধারী আর ইয়াজিদ ও ইবনে যিয়াদ, ইবনে সা'দ-এর মত কুলের মুখে কলঙ্কের কালিমা লেপনকারী স্বার্থান্বেষী মহলের সাহায্যেই শত্রুরা মুসলমানদের পতনকে তরান্বিত করেছে। অতি সম্প্রতি ইংরেজদের পুরোনো পদলেহী দালাল সউদি-নজদী ওহাবী গোস্তাখ-মুনাফিকদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় ইঙ্গ-মার্কিনীদের হাতে বাগদাদের (ইরাকের) পতন উক্ত প্রবাদ বাক্যটির যথার্থতাকেই বাস্তবে প্রমাণ করল।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মুনাফিকদের উত্তরসূরীর ক্ষেত্রে কোথাও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। পুরো মুসলিম জাতিকে পারস্পরিক অনৈক্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষণের জন্যে শত্রুদের পাকানো কূটকৌশলগুলোকে ব্যক্তি ও সমাজের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে দিতে শ্বেত ভল্লুকের দল যাদেরকে হিন্দুস্তানের মাটিতে সযত্নে যোগাড় করেছিল, নানা নামে-আবরণে, মুসলমানদের দরদী

সেজে এসে ইসলামী ঐক্যের সুদৃঢ় প্রাচীরে যারা সুদুর প্রসারী চির ধরিয়েছে তাদেরই গঠিত একটি সংগঠনের নাম 'নদওয়াতুল ওলামা', লখ্‌নৌ, ভারত'। আবু জেহেলের 'দারুন্ নাদওয়া'র অসম্পন্ন কাজগুলোকে সুসম্পন্ন করতেই যেন এদের অভিযাত্রা। ব্যবধান শুধু এতটুকুই ওরা প্রাণ সংহারী ছিল আর এরা ভেতরে থাকার সুবাদে অপেক্ষাকৃত গুরুদায়িত্ব হিসেবে ঈমান সংহরণকেই ব্রত করে নিল। পন্থা খুবই সহজ- পবিত্র কোরআন ও হাদীসকে সামনে রেখো আর ইচ্ছে মত মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে যাও -হোক না সেটা আল্লাহর মর্জির খেলাফ। শুভ্র চামড়ার প্রভুরাতো খুশী হবে! আর প্রিয় নবীর ভবিষ্যদ্বাণী "শেষ যামানায় কিছু প্রতারক ধান্ধাবাজ কোরআন-সুন্নাহর এমন বিকৃত ব্যাখ্যা দেবে, যা ইতিপূর্বে তোমরা কিম্বা তোমাদের পিতৃপুরুষ কেউ শোনেনি।" এর প্রেক্ষিতে এসব বর্ণচোর নিজেদেরকে এখন কোরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যাকারী আর ইসলামের একচ্ছত্র ঠিকাদার হিসেবে মুসলিম সমাজের কাছে প্রতিপন্ন করানোর প্রয়াস চালিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করছে।

এদের অপব্যাখ্যা, বর্ণচুরি আর হঠকারিতার নমুনাগুলো তুলে ধরার পূর্বে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি সাবধানবাণী পেশ করা সমীচীন মনে করছি।

সিহাহ্ সিত্তাহর অন্যতম হাদীস গ্রন্থ 'আবু দাউদ শরীফ'এ সবার্ধিক হাদীস বর্ণানাকারী সুপ্রসিদ্ধ আশেকে রসূল সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত, হুজূর রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ اُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দেয় কিম্বা যে ব্যক্তি কোন অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে শরীয়ত সম্পর্কে অভিমত চায় সে ভুল অভিমত প্রদান আর মূর্খের কাছে শরীয়তের ফতোয়া চাওয়ার পাপের দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে (কারণ উভয় অবস্থাতেই ধর্ম আর ধর্ম পালনকারীদের ভ্রান্তির বেড়াজালে নিপতিত করা হচ্ছে)। আর যে মুসলমান অপর কোন মুসলমান ভাইকে কোন ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিল অথচ সে জানে সঠিক ব্যাপার এর বিপরীত, অর্থাৎ স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে' সে ইসলাম ও মুসলমানের মারাত্মক খেয়ানত করল"

বিবেকের দুয়ার খুলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সাবধান বাণীকে মন-মগজে স্থান দিয়ে 'দারুন্ নাদওয়া'র ভূতে আক্রান্ত এ মহারথী

নদভী সাহেবের মূর্খতা, হঠকারিতা আর বর্ণচুরির নমুনাগুলো ঠাণ্ডা মাথায় পড়ে যান-

মূর্খতা ও হঠকারিতার প্রথম নমুনা

বিশ্বমুমিন মুসলমানদের ইত্তিহাদ এবং ঐক্যের দাবী ও প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে শুধু নয় ইসলামের ঊষালগ্ন হতেই ছিল এবং রয়েছে।

লিখক নদভী সাহেব মুসলমানদের এ ঐক্যের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করতে গিয়ে কালামে পাকের সূরা আলে ইমরান এর ১০৩ নম্বর আয়াতে করিমার অংশ বিশেষ তুলে ধরলেন কিন্তু হায়! কথায় বলে, মাদার গাছে কি অমৃত ফল আশা করা যায়? মদ ভর্তি বোতল থেকে মধু আশা করা যেমন বাতুলতা তেমনি সুচতুর মাওলানা (?) সাহেবের উদ্ধৃত আয়াতাংশের ব্যাখ্যার ধরণ দেখে একটি প্রসিদ্ধ আরবী প্রবাদ-

انک لا تجنی من الشرک العنب

"কাঁটা বৃক্ষ থেকে আঙ্গুর পেতে পারনা" বাক্যটি মনে করিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত মাওলানা (?) লোকটি দারুন্ নাদ্‌ওয়ার প্রতিনিধিত্বকারী নাদাভী কিনা! আগে তাঁর লিখার ফটোকপিটা পড়ুন-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের কঠোর বজ্রবাণী এই ছিল যে, মহান আল্লাহর কেতাব আল্ কোরআনকে কেন্দ্র করে তৌহিদী জনতা তোমরা এক হও, এক হও, এক হও। কালো-ধলো লম্বা-খাটোর প্রশ্ন বাদ দিয়ে সত্যই যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে এক বলে স্বীকার করে থাকো আর বিশ্ব নবী মুস্তফাকে (সঃ) সর্বশেষ নবী বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে থাকো, তবে তোমাদের মধ্যে এত ভিন্নতা, এ মতানৈক্য, এত দল কেন? তোমরা কেন বলবে যে, আমরা হানাফী, আমরা শাফেয়ী, আমরা মালেকী আর আমরা হাম্বলী? পবিত্র ইসলামের আবির্ভাব ও বিশ্ব নবীর আগমন এই জন্য হয় নাই যে, তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাও। আর আপোষে কোন্দল পাকিয়ে আর মতানৈক্য সৃষ্টি করে জড়বাদী নাস্তিকদের মত বিভ্রান্ত হও। পবিত্র ইসলাম তো এ ধরণের কর্মকাণ্ড আর এ ধরণের মতানৈক্যকে কোনদিন আশ্রয় দেয় নাই, দিতেও পারেনা। আর এ কথাগুলোর সঙ্গে পবিত্র ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন যে, তোমরা এক হও।"

দেখুন, এ আয়াতে করিমাতে মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সম্বোধিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন- 'ইয়া আয়্যুহাল লাযীনা আমানূ' অর্থাৎ হে মুমিনগণ যার

ভাষান্তর হচ্ছে 'হে বিশ্বাসীগণ'; তৌহিদী জনতা নয়। কারণ, তৌহিদ মানে আল্লাহ্‌কে এক মানা, যা ইসলাম কিম্বা মুসলমান হওয়ার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নয়; এমনকি ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মের কোন ব্যক্তি ইসলামে আসতে চাইলে কেবলমাত্র তৌহিদ অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ে আসতে পারবে না। যেহেতু তাওহীদ তার পূর্ব ধর্মেরও অংশ ছিল। তাই তাকে পূর্ববর্তী ধর্মের রিসালাতের অংশটাকে পরিবর্তন করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর সাথে অর্থাৎ তৌহিদের সাথে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' অর্থাৎ রিসালাতে মুহাম্মদীকেও স্বীকার করলেই ধর্মের পরিবর্তন হয়; অন্যথায় সে ইহুদী কিম্বা খ্রীষ্টান হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে থেকে যাবে। রিসালাত বিহীন তৌহিদ মান্যকারী 'তৌহিদী জনতা' আর যথারীতি রিসালাতকে মেনে তৌহিদকে বিশ্বাস করার নাম ঈমান। মহান আল্লাহ্ মুমিনকে সম্বোধন করেছেন মুওয়াহ্হীদ তথা তৌহিদীকে নয়।

নাদাভী সাহেবের কাণ্ড দেখুন, আল্লাহ্ নাকি বলেন-

'এক হও, এক হও, এক হও.....তোমাদের মধ্যে এত ভিন্নতা, মতানৈক্য, এত দল কেন? তোমরা কেন বলবে যে, আমরা হানাফী, আমরা শাফেয়ী, আমরা মালেকী, আমরা হাম্বলী।'

নাঊযু বিল্লাহ্! একজন জাহেল মুসলমানও জানে যে, পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের সামনে 'হে ঈমানদারগণ!' সম্বোধনে তাঁরাই অগ্রগণ্য। নদভী সাহেব পবিত্র কোরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত এবং আল্লাহ্ ও রসূলের ভাষায় প্রশংসিত ও সর্বাধিক বিশ্বস্ত সাহাবীদের শানে জঘন্যতম মিথ্যাচার ও অপবাদ দেয়ার অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন। কারণ "ওয়াতাসিমূ বিহাবলিল্লাহি জামী'আ ওয়ালা তাফার্‌রাকূ" এর বাস্তব আদর্শ সকল পরবর্তীদের জন্যে তো সাহাবীরাই, যা নদভী সাহেব নিজেও স্বীকার করেছেন যে, হানাফী-শাফেয়ী সাহাবীদের যুগে ছিলনা। তাহলে সাহাবীরা কী করে আমরা হানাফী, আমরা শাফেয়ী ইত্যাদি বললেন, আর যদি সাহাবীরা পরস্পর মতানৈক্য-দলাদলী না করে থাকেন তো আল্লাহ্ কেন বললেন, এক হও, এক হও...? যেহেতু এ ধরণের নির্দেশ তাদেরকেই দিতে পারেন যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন নদভী সাহেবের ব্যাখ্যা মতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, হে রসূলের সাহাবীগণ তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছ? এক হও, এক হও, কারণ তোমরাই পরবর্তীদের জন্য আদর্শ। তাওবা তাওবা, সাহাবীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত এর উপর এমনতর জঘণ্যতম মিথ্যাচার আবু জেহেলেরই প্রেতাত্মা নদভীদের দ্বারা সম্ভব নিশ্চয়ই।

আচ্ছা- আচ্ছা! নদভী সাহেব বলতে চাচ্ছেন মহান আল্লাহ্ ভবিষ্যতজ্ঞাতা, তাই হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, কাদেরী, চিশ্‌তী ইত্যাদি আসছে দিনে আবির্ভূতব্য দলগুলোর কথা আয়াতের ভেতরে উহ্য আছে। নদভী সাহেব! তখনতো আরো লেজে-গোবরে হয়ে যাবেন। যেহেতু, সব মুসলমান এর আকীদা হচ্ছে মহান আল্লাহ্ অতীতের ভবিষ্যতেও ঘটিতব্য সব কিছুই জানেন, কোন ব্যাপারই তাঁর জানার বাইরে নয়। আর তা যদি সত্যি হয়, হাঁ নিঃসন্দেহেই সত্য, তাহলে আমরা অমুক, আমরা তমুক, এর সাথে আমরা আহ্‌লে হাদীস, এ কথাটা কেন বললেন্ না? 'আহ্‌লে হাদীস' নামে একটা দল ইসলামের ভিটেয় গজাবে আল্লাহ্ তায়ালা জানতেন না? না কি বর্ণচুরি করতে গিয়ে আপনিই গোপন করেছেন! প্রথমটা মোটেই সম্ভব নয়। তাহলে ধরে নেয়া যায় সন্দেহাতীতভাবে দ্বিতীয়টাই সত্য; অর্থাৎ শাক দিয়ে মাছ ঢেকে সত্য গোপন করার অপচেষ্টা করলেন।

মহান আল্লাহর বাণী চিরন্তন সত্য কিন্তু মতলববাজরাই মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার কুমতলবে পবিত্র কোরআনে হাকীমের অপব্যাখ্যা করে। প্রিয় নবীর পার্থিব জীবনে সত্যিকারের মুসলমান তথা নবীজির সাহাবীদের মাঝে কোন দলাদলি ছিলনা। তবে অপ্রিয় হলেও সত্য যে, দারুন্ নাদওয়ার প্রতিনিধিত্বকারী কিছু পোষাকী নামধারী মুসলমান ছলে বলে কৌশলে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সাহাবীদের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল ধরাবার অপচেষ্টায় অহর্নিশ লিপ্ত ছিল। এদের কূটকৌশলের বর্ণনাসহ মুসলমানদের প্রতি সাবধানবাণী সম্বলিত অনেকগুলো বর্ণনা কোরআনে পাকের বিভিন্ন সূরায় এসেছে। আটাশ পারায় সূরা মুনাফিকূন নামে একটি সূরা নাযিল করে বলে দিয়েছেন 'হুমুল আদুউয়ু ফাহ্‌যার হুম'। 'হে সাহাবীগণ এ বাইরে ফিটফাট ভেতরে ভুটভা গোষ্ঠিই তোমাদের প্রকৃত শত্রু তাই এদের ব্যাপারে খুবই সাবধান থেকো।

অতএব, আয়াতের অর্থ 'তৌহিদী জনতা তোমরা এক হও, এক হও' নয় বরং 'হে মুমিনগণ তোমরা এক থাক, এক থাক, ইসলামও ইসলামের নবীর সত্যতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্বেও যারা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মুসলমানদের মাঝে দলাদলি সৃষ্টিতে লিপ্ত তোমরা তাদের মত হয়োনা; অর্থাৎ তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়োনা।" এটাই তাফসীরুল কোরআন বিল কোরআন; যার সুস্পষ্ট বয়ান পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে দিয়েছেন-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

জঘন্যতম ধৃষ্টতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

মহান আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত পবিত্র কোরআন শিক্ষার মাধ্যমে প্রিয় নবীকে দান করেছেন অতীত-ভবিষ্যতের সকল জ্ঞান "আল্লামা মা কা-না ওয়ামা ইয়াকূনু"। ভবিষ্যতের দুঃসময়ে উম্মতের করণীয় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত সম্বলিত প্রিয় নবীজির দু'টো হাদীসের উদ্ধৃতি 'বিদআতী প্রথা'র লিখক এখানে পেশ করেছেন। তবে বর্ণচুরির কুমতলবে আরবী মূল ইবারত না এনে মনগড়া অনুবাদে যে জঘন্য ও অমার্জনীয় ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন তদ্দর্শনে বিবেকবান হৃদয় সত্যিই কেঁপে উঠে। পাঠকদের খেদমতে প্রথমে হাদীসের মূল আরবী ইবারত পেশ করছি এবং এর সাথে বিদ্আতী নদভীর লিখা বিকৃত ব্যাখ্যার ফটো কপি পড়ুন, পরে সচেতন বিবেক নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণ দেখার অনুরোধ করছি।

প্রথম হাদীস ঃ

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتى على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابى-

رواه الترمذى

বিদআতী লিখক নদভীর বিকৃত ব্যাখ্যার ফটোকপি- তৎসঙ্গে আল্লাহর নবী শতধা বিক্ষিপ্ত দলগুলোর বিরুদ্ধে চরমভাবে কঠোর মন্তব্য করতে গিয়ে, অনুতপ্ত আত্মা নিয়ে তৌহিদী জনতাকে এইভাবে ধমকালেন যে, বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, তোমরা কি চাও যে, তোমরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে? জেনে রেখ, কেউ পরিত্রাণ পাবেনা। সবাই নরকে যাবে। অতঃপর তোমরা এ কথাও জেনে রেখ, যারা কোন্দল পাকিয়ে শতাধিক দলে পরিণত হয় নাই, আর যারা মতানৈক্য সৃষ্টি করে নাই, আমি আর আমার সাহাবীবর্গ তারাই আমার সঙ্গে জান্নাতে যাবে।*

এ কথা সবাই জানে যে, মুনাফিকরা শত চেষ্টা করেও সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দ্বিধা-বিভক্তি কিংবা দলাদলি সৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ নদভী সাহেবের বক্তব্য "শতধা বিক্ষিপ্ত দলগুলোর বিরুদ্ধে" প্রতিয়মান হয় নবীজির সামনেই সাহাবীগণ দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল (নাউযুবিল্লাহ্)।

* আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত ৩০ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয়ত: তিনি লিখেছেন "তোমরা কি চাও যে তোমরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে?" নদভী সাহেব হলফ করে বলতে পারবেন কি? 'তোমরা কি চাও?' এ প্রশ্নবোধক বাক্যটি হাদীসের কোন ইবারতের অনুবাদ? পারবেন্না এবং ক্বিয়ামত পর্যন্তও পারবেন্না। কারণ এ ধরণের অনুবাদ করার অবকাশ আলোচ্য হাদীসের কোথাও ইবারত কিম্বা ইশারা কোন প্রকারেই প্রমাণ করা যাবেনা।

প্রকৃত অর্থে এ হাদীসে পাক গায়বের সংবাদদাতা প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনাগত ভবিষ্যতে নামধারী মুসলমানদের বেশে ইসলামের মূল আকীদা বিশ্বাসে কুঠারাঘাতকারী খারেজী, রাফেজী, শিয়া, মুতাযিলা, জবরিয়া, কদরিয়া, বাহাইয়া, কারামিয়া, ইসমাইলিয়া, চকড়ালবিয়া, নজদী ওয়াহাবী-দেওবন্দী, লামাযহাবী, আহ্লে হাদীস, আহ্লে কোরআন, মওদূদী, তাবলিগী ইত্যাদি বাতিল মতাদর্শী ভ্রান্তদলগুলোর যুগে যুগে আবির্ভূত হওয়ার দুঃসংবাদ জানিয়ে সাহাবীদের অনুকরণে প্রিয় নবীর সুন্নাতের উপর অটল অবিচল আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন যেন এসব কপট বাতিলদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতে সদা সর্বোচ্চ সজাগ থাকেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عن عبد الله من مسعود قال خط لنا رسول الله ﷺ خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا اليه وقرأ وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه الاية رواه احمد والنسائى والدارمى [مشكوة باب الاعتصام]

বিদআতী প্রণেতা নদভীর কপটতাপূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন-''অত:পর আল্লাহর নবী অগণিত জনতার ভিড়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সরজমিনে একটা নক্শা কেটে জনগণকে এভাবে বুঝালেন যে, তিনি মাটিতে একটা লম্বা রেখা টানলেন আর বললেন, এটাই আল্লাহর সরল-সহজ পথ।' অত:পর সে লম্বা রেখাটির ডানে বামে দু'টি করে চারটি ছোট ছোট রেখা টানলেন আর বললেন যে, এগুলি এমন পথ যে, প্রত্যেক পথের উপর এক একজন দুর্দান্ত শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। আর ঐ প্রত্যেক শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। হুজূর বললেন 'আনান্নাযিরুল ওয়ারিয়ান' আমি বজ্র কণ্ঠেই বলতেছি সোজা রেখাটিই আমার সরল-সহজ পথ। এই পথেই তোমরা

চলবে। ডানে-বামে যে পথগুলো আছে খবরদার ঐ পথে কস্মিণকালেও যাবেনা। সোজা সরল পথ ছেড়ে বক্র পথে পরিচালিত হলে পথভ্রষ্ট হয়ে লক্ষ্য হারা ছন্ন ছাড়ায় পরিণত হবে।"*

বদমস্ত শরাবী বেআদবীর নেশায় মত্ত হয়ে হাদীসের ভাবার্থ লিখেছেন? নাকি নিজের মনের ভাবার্থ তুলে ধরেছেন? "লম্বা রেখাটির ডানে বামে দুটি করে চারটি ছোট ছোট রেখা টানলেন।" এখানে 'দুটি করে চারটি' আলোচ্য হাদীসের কোন শব্দের অর্থ? জানি হাদীসে পাকে এ শব্দগুলো নদভীদের সদর স্বয়ং আবু জেহেল এবং তাদের মুরব্বী শায়খে নজদী ইবলিস এসেও আবিস্কার করতে পারবে না। তাদের মাথা ব্যাথা তো 'হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী'; গোটা মুসলিম বিশ্বের হৃদয়জুড়ে যাঁদের অবস্থান। গোটা মুসলিম জাতি যাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ-চিরঋণী।

রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "মান কাযাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফাল ইয়াতাবাওয়া' মাকআদাহূ মিনান্ নার" অর্থাৎ যে কেউ আমার ব্যাপারে মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়। মানে নবীর ব্যাপারে মিথ্যারোপকারী নিশ্চিত জাহান্নামী। হাদীসে রয়েছে خطوطا অর্থাৎ ডানে-বামে অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন এসবগুলো ভ্রান্ত শয়তানের পথ। এ রেখাগুলোর সংখ্যা এ হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও আমাদের পূর্বোল্লিখিত হাদীসে মূল ভ্রান্ত জাহান্নামী দলের সংখ্যা ৭২ বলে উল্লেখ করে এর বিশ্লেষণ দিয়ে দিয়েছেন। নদভী সাহেব 'ডানে বামে দুটি করে চারটি' হাদীসের বিকৃতি সাধন তথা নবীয়ে পাকের উপর মিথ্যারোপ করে নিজেকে জাহান্নামী ৭২ দলের অন্তর্ভূক্ত হওয়াকেই প্রমাণিত করলেন। এভাবে মহান আল্লাহর ঘোষণা-

لايدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط

অর্থাৎ সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ যেমন অসম্ভব তেমনি আল্লাহর প্রকৃত নিদর্শন নবীজির শানে মিথ্যারোপকারীও জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব নয়।

নদভী সাহেব ইসলামে দলাদলি করার জন্যে যাদের আপনি দায়ী করেছেন বাস্তবে এরাই তো ইসলামের হাল ধরেছেন। মুসলিম সমাজকে গোমরাহির ভরাডুবি থেকে এরাইতো রক্ষা করেছেন। ইসলামের প্রকৃত বন্ধুদের শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করতে খোদাভীতি দূরে থাক একটু লজ্জাবোধও আপনাদের হয়না?

---

* আহমাদ, নাসায়ী, মিশকাত

ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের অহঙ্কার এ সব আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ওলামায়ে দ্বীনদের কথা রাখুন, প্রিয় নবীর ভাষায়-

ان الله يؤيد الدين بالرجال الفاجر

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তায়ালা (ইচ্ছে করলে) পাপিষ্ঠ লোকের দ্বারাও দ্বীন ইসলামকে সাহায্য ও শক্তিশালী করেন। এর প্রেক্ষিতে ইসলামের ইতিহাসে জঘণ্যতম জালিম ও খুনী শাসক হিসেবে পরিচিত 'হাজ্জাজ বিন ইউসুফ' এর ইহসান আপনাদের মত তথা কথিত বিদআত বিরোধী মূর্খ মৌলভীদের দ্বারা শোধ করা সম্ভব হবে কি?

হুজূর পুরনূর খাতামুন্ নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নির্দেশ ও প্রদর্শিত নিয়মানুযায়ী পবিত্র কোরআনে হাকীমের সূরা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস খোলাফায়ে রাশিদার যুগেই চূড়ান্তরূপ লাভ করে। কিন্তু তখনও শব্দগুলোতে ই'রাব ও হারকাত মানে যের,যবর, পেশ, সূকূন তথা পদচিহ্ন গুলো বসানো হয়নি। ইসলাম ও আখেরী নবীর আগমন সর্বকালের সর্বস্থানের ও সকল মানবগোষ্ঠির জন্য। আর বিশ্বের বাইরে ইসলামের প্রসার ঘটলো। এক তিলাওয়াতকারীর জবানে সূরা তাওবার একটি আয়াতের মারাত্মক ভ্রান্তিপূর্ণ ও ঈমান বিধ্বংসী তিলাওয়াত শুনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফই সর্বপ্রথম কোরআনে করিমে যের, যবর, পেশ তথা পদ চিহ্নগুলো বসানোর ব্যবস্থা করেন।

নদভী সাহেবানরা! এখন বিদআতের বিলাপ শোনাতে আরম্ভ করুন। যা রসূল স্বয়ং নিজে করেননি কিম্বা করতে নির্দেশও দেন্নি। খোলাফায়ে রাশিদীন, হাস্নাইনে করিমাইন, খাতূনে জান্নাত ফাতিমাতুয্ যাহ্রা রদিয়াল্লাহু আন্হুম এমনকি কোন একজন সাহাবীর অন্তরে এ অনাগত কালের মুসলমানদের দরদ ভালবাসা জাগলনা। একজন কুখ্যাত জালিম এর প্রয়োজন অনুভব করল? রুখো-বর্জন করো এ বিদআত! কোরআন করিম থেকে এ চিহ্নগুলো মুছে ফেল। কারণ, বিদআত সর্বোতভাবে বর্জনীয়।

মূর্খতা ও হঠকারিতার দ্বিতীয় নমুনা

জিকরে রসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ প্রিয় নবীজির স্মরণ, আলোচানা নবী প্রেমিকদিগের জীবন রক্ষায় অমৃত সুধা, একজন প্রকৃত মুসলমানের ইসলামী জীবন যাপনে একমাত্র সোপান। বিশেষ করে একজন পাপী, তাপী বান্দার পাপ থেকে মার্জনা লাভের অন্যতম উপায়। প্রিয় নবী এরশাদ ফরমান-

من احب شيئا اكثر ذكره (زرقانى على المواهب-٢/٣١٤)

১. অর্থাৎ যে যাকে ভালবাসে তাকেই অধিক স্মরণ করে ।*

২. কাজী আয়াজ মালেকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফরমাচ্ছেন-

ومن علامات محبته ﷺ ان يتلذ محبه بذكره الشريف ويطرب عند سماع اسمه المنيف

অর্থাৎ- ইশ্‌ক্বে রসূলের পরিচয় হচ্ছে আশেক্ব প্রিয় নবীর স্মরণে অপরিসীম শান্তি আর তাঁর বরকতময় নাম শুনেই মনে আনন্দ পায় ।**

হুজূর পুরনূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

ذكر الانبيآء من العبادة وذكر الصالحين كفارة

অর্থাৎ- নবীগণের স্মরণ আল্লাহর এবাদত । আর নবী অনুসারী পূণ্যবানদের আলোচনায় পাপ মোচন হয় ।***

নবীজির স্মরণ তথা রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আলোচনার সবচেয়ে পুন্যময় অনুষ্ঠান মাহফিল-এ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । উম্মতে মুসলিমায় ইশ্‌ক্ব ও মুহাব্বতে রসূলের ক্ষেত্রে হযরাতে সাহাবায়ে কেরামই সর্বাধিক অগ্রগামী যা নদভীরা ও স্বীকার করেন । কিন্তু তাঁরা জিকরে নবী করেন্‌নি মানে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ প্রিয় নবীর এ নশ্বর জগতে শুভাগমনের শুভ মুহূর্তে সংঘটিত মানব ইতিহাসের পূর্বাপর সবচেয়ে অলৌকিক ও মানবতার ইতিহাস পরিবর্তনকারী আলোকময় ঘটনাগুলো আলোচনা করতেন না 'ভুলে গিয়েছিলেন', জুমা-জামাত, রোযা, হজ্ব-যাকাত, ফরজ-ওয়াজিব-নফল, তাসবীহ-তাহলীল সবই করলেন আর হায়! বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দিলেন তাঁরই পূত-পবিত্র তাশরীফ আনয়নের সে সোনালী মুহূর্তটিকে যাঁর আগমনের বদৌলতে এসব পূণ্যময় কাজ লাভ করেছেন । নদভী সাহেব! ভাবতেও অবাক লাগে,মানুষ নাকি চিন্তা-চেতনায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে; কিন্তু আপনাদের মন মগজের অমানিশার ঘোর কাটবে কবে? ভেবে দেখেছেন প্রিয় নবীর মহা মর্যাদাবান সাহাবীদের শানে কত বড় মিথ্যাচার করেছেন? বরং স্বয়ং রসূলে পাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কেও এ মিথ্যাচার অপবাদ থেকে রেহাই দিলেন্‌ না ।

---

* যুরক্বানী, ৬ ঃ ৩১৪ পৃষ্ঠা

** যুরক্বানী, ৬ ঃ ৩২২ পৃষ্ঠা

*** ফাতহুল কদীর, ২য়/২০

এ সব কিছু হঠকারিতা আর كتمان حق কিতমানে হক মানে জেনে শুনে সত্য গোপন করার পর্যায় হলে নিজের এবং যাদের এ এ গোমরাহীর বড়ি খাইয়ে পথভ্রষ্ট করেছেন তাদের সবাইকে অভিসম্পাতের ভাগি করলেন । দেখুন, সূরা আল্‌ বাক্বারা শরীফের ১৫৯নং আয়াত । এক সময় ইহুদীরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে আখেরী যামানায় শুভাগমনকারী নবীকূল সম্রাটের উসীলায় মহান আল্লাহর দরবারে বিজয় প্রার্থনা করত । বাক্বারা ৮৯ । ইহুদী রাহেবগণ মানুষদের বলত শেষ নবীর শুভাগমন তাদের মধ্যেই হবে । কিন্তু হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্‌ সালাম এর বংশে মক্কায় শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবীর শুভাগমন ঘটলে তারা প্রকাশ্যে বিরোধিতায় নেমে পূর্ববর্তী কিতাবধারী হিসেবে তাদের কাছে মক্কার পৌত্তলিকরা শেষ নবী সম্পর্কে জানতে গেলে ওরা স্পষ্টভাবেই অস্বীকার করে বলল এ নবী সম্পর্কে আমাদের কিতাবে কোন উল্লেখ নেই । অথচ মহান আল্লাহ্‌ বলেন-

الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التورة والانجيل

অর্থাৎ- শ্রেষ্ঠ রসূল সৃষ্টির মূল নবী, যার বর্ণনা এরা (ইহুদী, খ্রীষ্টানরা) তাদেরই কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে লিপিবদ্ধ পায় ।*

ইহুদী মওলভীদের এ জঘণ্যতম মিথ্যাচার ও জেনে শুনে সত্য গোপনের অবধারিত ও নিশ্চিত ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালা এরশাদ ফরমান-

ان الذين يكتمون ماانزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ـ اولئک يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون

অর্থাৎ আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি সকল মানুষের জন্য কিতাবে (পূর্ববর্তী তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদিতেও) তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ওগুলো গোপন রাখে আল্লাহ্‌ তাদের লানত দেন এবং সকল অভিশাপকারীও তাদেরকে অভিশাপ দেয় ।

"সব মানুষের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ" উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় কিছু কিছু পথনির্দেশ বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও ব্যক্তির জন্যও রয়েছে । ওলামা-এ আহ্‌লে হক এ ইজমালী কথাটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন; পৃথিবীর সকল নে'মাত মহান আল্লাহর দান সত্য কিন্তু কিছু কিছু নেমাত সবাই ভোগ করতে পারলেও এমন কিছু নে'মাত আছে যা কেবল শ্রেণী বিশেষই ভোগ করে ।

---

* সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৫৭

যেমন গরীবের ঘরে প্রদীপ জ্বলে আর ধনীর ঘর রঙবেরঙের বৈদ্যুতিক ভাল্ব এর আলোয় উদ্ভাসিত। কিন্তু রাতের পূর্ণিমার শশি আর দিনের বেলায় উজ্জ্বল রবি যখন আলো দান করে এখন ধনী-দরিদ্রের কোন তারতম্য হয়না। এভাবে নির্দিষ্ট কুয়া, নলকূপ, পুকুর-দীঘির পানির ব্যবহার নির্ধারিত মালিকের অধিকারে থাকলেও শ্রাবনের অঝোর ধারায় বর্ষণ আর সাগর নদীর পানি থেকে উপকৃত হবার ব্যবস্থা সকল সৃষ্টির জন্যই উন্মুক্ত।

তেমনিভাবে রূহানী নেমাত পবিত্র কোরআনে মজীদের অবস্থাও তদ্রুপ। অর্থাৎ পুরো কোরআন হাকিম মহান আল্লাহর বাণী, এতে সবাই ঈমান রাখে ও বিশ্বাস করে, কিন্তু বাস্তব আমলে সর্বাবস্থায় সব আয়াতের নির্দেশনা সবার জন্য সমান নয়।

যেমন **يآايها الناس** "ইয়া আইয়্যুহান্ নাস" সম্বোধন মূলতঃ তাদেরকেই যারা এখনও ঈমান গ্রহণ করেনি। তদ্রুপ **يايها الذين امنوا اتقوا اللّٰه** "ইয়া আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূত্ তাকূল্লাহা" দ্বারা অবশ্যই তাদেরই সম্বোধন করা হয়েছে যারা পূর্বেই ঈমান এনেছে তবে এখন ও পাপের পথ পুরোপুরি ছেড়ে দেয়নি।

পবিত্র কোরআনের নির্দেশ **اقيموا الصلوٰة** "আক্বীমুস্ সালাত" এবং **اتموا الصيام** বা **من شهد منكم الشهر فليصمه** "আতিম্মুচ্ সিয়াম" বা "মান শাহিদা মিনকুমুস শাহ্‌রা ফালয়াছুম্‌হু" অর্থাৎ 'নামায প্রতিষ্ঠা কর রমজানের রোযা রাখ' আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুম সবাইকে বিশ্বাস করতে হয় কিন্তু বাস্তব আমলের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সবার সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন নাবালেগ, মাজনূন, ঋতুবতী মহিলা, এরা পালন করেনা তাই এমতাবস্থায় এরা আমলের জন্য সম্বোধিত ও নির্দেশিত নয়। **اتموا الحج والعمرة** এবং **اتوا الزكواة للّٰه** অর্থাৎ 'যাকাত প্রদান কর, আল্লাহর জন্য হজ্ব ও উমরাহ্ আদায় কর' নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর নির্দেশ, এতে সকল মুমিনের ঈমান আছে। কিন্তু সম্পদ এবং সামর্থ্যের শর্ত বিদ্যমান না থাকায় সারা জীবনেও অধিকাংশ মুসলমানের কপালে জুটেনি। বস্তুতঃ এরা আমলের জন্য সম্বোধিত নয়, তাই না করার কারণে দায়ীও নয়। এভাবে পবিত্র কোরআন **كونوا مع الصادقين** মানে সৎসঙ্গে থাকতে বলেছে। এখন যাদেরকে বলেছে (অর্থাৎ গুনাহ্গার মুমিন) আর যাদের সাথে (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম) থাকতে বলেছে উভয়কে এক করে দেখা বোকার স্বর্গে বাস করার নামান্তর।

আবার পবিত্র কোরআনে আয়াতগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'মুহকামাত' এবং 'মুতাশাবিহাত'। আল্লাহর কালাম হিসেবে উম্মতকে

উভয়টার উপর ঈমান রাখতে হবে, আমল করবে কেবল মুহকামাত এর সাথে। মুতাশাবিহাত এর উপর আমল করতে উম্মত নির্দেশিতও নয় এটা সাধ্যাতীতও বটে। কিন্তু নবীর জন্য মুহকামাত-মুতাশাবিহাত এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এভাবে হযরত আদম-হাওয়া আলাইহিমাস্ সালাম এর উক্তি **ربنا ظلمنا انفسنا** হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম এর ফরিয়াদ **انى كنت من الظالمين** এবং আমাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ **قل انما انا بشر مثلكم** (মূলত: এটুকু পুরো আয়াতের একটা অংশ মাত্র। তাই পরবর্তী অংশ বাদ দিয়ে কেবল এ অংশটুকুর অনুবাদ করা ভ্রান্তি ও বিপদমুক্ত নয়) ইত্যকার আয়াতগুলো একান্ত ব্যক্তিগত। কোন উম্মত তাঁদের শানে এ সকল শব্দ ব্যবহার করলে ঈমান হারা হয়ে যাবে।

এ পর্যন্ত ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা শ্রেণী বিশেষের সাথে সম্পর্কিত আয়াতগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হলো। এবার দেখুন এমন কিছু আয়াত যেগুলোতে সকল মানব-দানব, ফেরেশ্তাকুল বরং সমগ্র সৃষ্টিকুলকেই সম্পৃক্ত ও সম্বোধিত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ (১) আল্লাহ্ তায়ালা আপন রবূবিয়্যত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- **الحمد لله رب العلمين** (২) নবীজির দয়া ও রহমত এর ব্যাপ্তি বর্ণনায় ফরমাচ্ছেন- **وما ارسلنك الا رحمة للعلمين**। (৩) মহা নবীর শুভাগমন বর্ণনায় বলেছেন-

১- يا ايها الناس قد جآء كم برهان من ربكم

২- قد جآئكم رسول من انفسكم

৩- قد جآئكم من الله نور

৪- قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا

৫- وما ارسلنك الا كافة للناس

এরশাদ করেছেন **ارسلت الى الخلق كافّة** এ সকল আয়াতে কারীমাহ্ ও হাদীসে রসূলের মর্মানুযায়ী এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শুভাগমন এমন এক কল্যাণকর খোদায়ী নে'মাত যদ্বারা গোটা সৃষ্টিই উপকৃত হয়েছে, যাতে পূর্বাপরের কোন ব্যতিক্রম নেই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ইহুদীরা শেষ যামানার নবীর উসিলায় প্রার্থনা করেই খোদায়ী অনুগ্রহ লাভে বিজয় অর্জন করত।

মীলাদুন্নবীর বিশ্বজনীন রূপ

মহাগ্রন্থ চির অভ্রান্ত কালামে খোদাওন্দী পবিত্র কোরআনে হাকিমের সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন হক্কানী আলেম মাত্রই এ সত্য কথাটি জানেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আদম ছাফিউল্লাহ্ আলাইহিস্ সালাম এর পর থেকে হযরত ঈসা রূহুল্লাহ্ আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত সকল নবী-রসূল স্ব স্ব যুগে ও প্রেরিত গোত্রে নিজ নিজ প্রাপ্ত শরীয়তের প্রচার-প্রসার ছাড়াও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট ছিলেন। এক. "তাছদীক" দুই. "তাবশীর"। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবী ও তার শরীয়তের প্রতি সমর্থন প্রত্যায়ন এবং পরবর্তী আগমনকারী নবী-রসূলের শুভ সংবাদ প্রদান। ব্যতিক্রম হচ্ছেন দু'জন। এক. প্রথম নবীহযরত আদম আলাইহিস্ সালাম। তিনি শুধু মুবাশ্বির অর্থাৎ শুভ সংবাদ দিয়েছেন কারো তাছদীক করতে হয়নি। কারণ তিনিই ধরাধামে শুভাগমনকারী প্রথম নবী। দুই. খাতামুন্ নাবিয়্যীন রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনিই একমাত্র সকল পূর্ববর্তী নবী-রসূল আলাইহিমুস্ সালাম এর তাছদীককারী মুছাদ্দিকুল কূল। কারো মুবাশ্বির তিনি নন। কারণ, তিনিই সর্বশেষ ও আখেরী নবী ও রসূল খাতামুন্ নবীয়্যীন লা- নাবীয়্যা বা'দাহূ।

পবিত্র কোরআনে হাকিমের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত আখেরী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও এমনি ধরণের অঙ্গীকার পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূল এর কাছ থেকে নিয়েছেন। আল্লামা সুব্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

ان الله لم يبعث نبيا الا أخذ العهد عليه فى محمد ﷺ لئن بعث وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذالک على قومه ـ وانه ﷺ على تقدير مجيئه فى زمانه مرسل اليهم فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من اٰدم الى يوم القيامة وتكون الانبياء واممهم من امته

অর্থাৎ এমন কোন পয়গাম্বর অতিবাহিত হন্নি, যাঁর কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অঙ্গীকার নেয়া হয়নি। (এমনিভাবে এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হন্নি, যিনি স্বীয় উম্মতকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ও সাহায্য সমর্থন করতে নির্দেশ দেন্নি) যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল পয়গম্বরের আমলেই আবির্ভূত হতেন তবে তিনিই সবার নবী হতেন এবং তাঁরা সবাই তাঁর উম্মত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু নিজের উম্মতেরই নবী নন, নবীগণেরও নবী।

এক হাদীসে এরশাদ করেছেন- "আজ যদি মূসা আলাইহিস্ সালাম জীবিত থাকতেন, আর তোমরা আমায় ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে, এমনকি স্বয়ং মূসা আলাইহিস্ সালাম এর জন্যও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যান্তর ছিলনা।*

অন্য এক হাদীসে বলেন- যখন ঈসা আলাইহিস্ সালাম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন তিনিও কোরআন এবং তোমার নবীর বিধি-বিধানই পালন করবেন।**

পবিত্র কোরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক আমাদের প্রিয় নবীর আলোচনা বড়ই পরিষ্কারভাবেই বিবৃত হয়েছে। সূরা আস্ ছাফ শরীফের ৬ নম্বর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে- "স্মরণ করুন, যখন মারয়াম তনয় ঈসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, হে বনী ইসরাঈল আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী রসূলের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন এক মহা মর্যাদাবান রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে শুভাগমন করবেন। যাঁর পবিত্র নাম 'আহমাদ'।

এতে বুঝা গেল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নুবুয়্যত বিশ্বজনীন। পূর্ববর্তী সব শরীয়তের পূর্ণতা তাঁরই শরীয়তে প্রাপ্ত হয়েছে। নবীজির ঘোষণা- "আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।" এর অর্থ শুধু তাঁর আমল থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত নয়। বরং তাঁর নুবুয়্যতের যামানা এত বিস্তৃত যে, এর প্রারম্ভ হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এর নুবুয়্যতেরও পূর্বে। প্রিয় নবী বলেন ঃ "আমি আদমের দেহে আত্মা সঞ্চারের পূর্বেই নবী ছিলাম।"

মিরাজ রজনীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে সব পয়গম্বরের ইমামতি করা, হাশরের ময়দানে শাফাআতের জন্যে চূড়ান্তভাবে তারই কাছে ধর্ণা দেয়া এবং তাঁর পতাকা তলে সকল মানবজাতির একত্রিত হওয়া তাঁর বিশ্বজনীন নুবুয়্যতের অকাট্য প্রমাণ।

---

* মিশকাত শরীফ, পৃ. ৩৬

** তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা আল ইমরান, আ-৮০, ১ম/৩৮৬; তাফসীরে কাবীর -ফখরুদ্দীন রাযী, ১২দশ/৪৫-৪৬। সূত্র- আল্ মাওরিদুর রবী ফিল মাওলিদিন্ নবী, মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, পৃষ্ঠা- ২১, ২২

প্রিয় নবীর নুবুয়্যতের বিশ্বজনীন রূপটা দেখে আশা করি 'জিকরে মুস্তফা' অর্থাৎ 'মীলাদুন্ নবী'র বিশ্বজনীন রূপটা ও শরতের মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমা চাঁদের মতই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, মানবজাতি নয় বরং সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই বিশ্বে যে নবীর শুভাগমনের আলোচনা কোন বিরতি ও বিরক্তি ছাড়াই চলে আসছিল বড়ই ধুম ধামের সাথে আসবেন আসবেন আর আসছেন আসছেন বলে। কিন্তু বাস্তবে প্রত্যক্ষভাবে সশরীরে মহান আল্লাহর একমাত্র দাবী তাওহীদ ও উলূহিয়্যাতের পূর্ণতা বিধানকারী স্রষ্টা ও সৃষ্টির সর্বাধিক প্রত্যাশিত এবং সহস্রাযুত সালের প্রতীক্ষিত স্রষ্টা ও সৃষ্টির অদ্বিতীয় মাহবূব নূরের পুতুল মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এক অভূতপূর্ব শান ও শওকত নিয়ে মা আমিনার কোলে তাশরীফ এনে ধরনী আর ধরিত্রীবাসীকে ধন্য করলেন, আনন্দে মতোয়ারা হবার এ মুহূর্ত থেকেই সব বন্ধ হয়ে গেল। নীরব-নিথর স্তব্ধ হয়ে গেল সকল আয়োজন। কারণ অবৈধ, নাজায়েয, বিদআত।

পরবর্তীতে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের এক সোনালী মুহূর্তে ফারান পর্বত চূড়া হতে নবীজি গুরু গম্ভীর কণ্ঠে তৎকালীন সমাবেশের মাধ্যমে গোটা মানব জাতির উদ্দেশ্যে স্বীয় নুবুওয়্যত ও রিসালাতের এ'লান করলেন। তৎপরবর্তী সময় থেকেও নবীজি স্বয়ং এবং যারা মানলেন তাঁরা খোদা প্রদত্ত শরীয়ত আর বিধি-বিধানতো পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলেছেন কিন্তু ঘূর্ণাক্ষরেও রসূল নিজের জন্ম দিবসটা স্মরণ করেন্নি, সাহাবীদেরও করতে দেন্নি। কারণ, কারও জন্মালোচনা মানে 'মীলাদ' মানাতে কোরআন বলেনি কিম্বা কোরআনে নেই। আর একই কারণে প্রিয় নবীর ইন্তিকালের পর হযরত ছিদ্দীকে আকবর আবূ বাকার রদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে শুরু করে কোন সাহাবী পুরুষ-মহিলা শরীয়ত যথারীতি পালন করলেও কখন নিজেদের মধ্যে কিম্বা ছেলে সন্তানদের মধ্যে আলোচনায় আনেননি একটা বিষয়, তা হচ্ছে প্রিয়নবীর শুভ তাশরীফ আনয়নের ঐতিহাসিক সে শুভ দিনটা, সেদিনে কিম্বা পরবর্তীতে প্রিয়নবীর শৈশব-কৈশোরে সংঘটিত মানব ইতিহাসের সবচে' গৌরবময় ও আলোকময় ঘটনাবলী। কারণ, এ ধরণের আলোচনা মানেই 'মীলাদ' অর্থাৎ জন্মানুষ্ঠান পালন। যেহেতু 'মীলাদ' বিদআত!

নদভী সাহেব! আম্ভরিতা, অহঙ্কার আর অহমিকায় ইবলিশকেও এক হাত ছাড়িয়ে গেছেন। মীলাদ নবী করেন্নি। নাম নিয়ে বললেন কোন সাহাবীও করেননি। তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীগণ করেন্নি ইমামগণ করেন্নি কোথাও লিখেন্ নি।' এমনি ধরণের অজস্র ন্যাকামী, ছেলেমী আর বোকামী সুলভ

বাজে প্রশ্ন দিয়ে কাগজের পাতা নষ্ট করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন পবিত্র কোরআন হাকিম থেকে শুরু করে চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাসে সত্যিকারের ইসলামী মনীষীদের অশেষ খেদমতে ভরপুর হাদীস-তাফসীর, ইতিহাস, ফিক্হ, উসূলের অর্থই অকুল জ্ঞান সমুদ্র সন্তরণ করে আপনি বিশ্ব ইসলামী জ্ঞানকোষে পরিণত হয়েছেন। প্রকৃত অর্থে মুসলমানদের বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিতে গিয়ে নিজের বোকামী প্রমাণ করেছেন সযত্নে। এখানে নেই-ওখানে নেই-সেখানে নেই; বাস্তব কথায় বলুন না আপনি জানেন না। তাহলে মহান আল্লাহর পরামর্শ শুনুন এবং আমল করুন। ইরশাদ হচ্ছে-

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

মর্মার্থ হচ্ছে- "তুমি যে বিষয়ে জাননা কিন্তু জানতে চাচ্ছ তাহলে সে বিষয়ে জ্ঞানী যারা তাদের কাছ থেকেই জেনে নাও।"

মন্তরার মুখে একি শুনি আজ?

মুর্খ নদভীদের অহমিকার কুফল দেখতে হলে পবিত্র ক্বোরআন মজীদে বর্ণিত একটি ছোট কাহিনীর দিকে দৃষ্টি দিন। ''আব্দুল মসীহ্ নামে এক ইহুদী মৌলভী তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে রাসূলে পাকের সাথে তর্ক করতে আসল। সে ছিল অপেক্ষাকৃত মোটা এবং পেটুক। রাসূলে পাক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তাওরীতে একটি আয়াত আছে- **ان الله يبغض الحبر السمين** অর্থাৎ ''আল্লাহ্ চর্বিওয়ালা মোটা মৌলভীকে পছন্দ করেন না।'' তুমি জান কি? সে বলল হ্যাঁ। নবীজী বললেন, দেখা যাচ্ছে এ আয়াত তোমার জন্যেই নাযিল হয়েছে। সে রাগে হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য হয়ে বলে উঠল- **والله ما انزل الله على بشر من شئ** অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন মানুষেরই উপর কিছুই নাযিল করেন নি।

তর্কের বিষয় ছিল ''তাওরীত কিতাবই আল্লাহর কালাম, কোরআন আল্লাহর কালাম নয়। এখন রাগের বশে যা বলল তাতে স্বয়ং তাওরীত কিতাবেরও বারটা বাজিয়ে দিল। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করলেন-

وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شئ قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسٰى

অর্থাৎ তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বললঃ আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছুই নাযিল করেন নি। হে নবী আপনি জিজ্ঞেস করুন না, (তাহলে বল) ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মুসা আলাইহিস্ সালাম নিয়ে এসেছিলেন?

সম্মানিত নবী প্রেমিক ভাইয়েরা, এ নদভী- লা-মাযহাবী গায়রে মুকাল্লিদ

মৌলভীরাই জোর গলায় বলে থাকে ''নবী তাদেরই মত একজন মাটির মানুষ, রক্ত মাংসে গড়া- দোষে গুণে ভরা, মরে মাটি হয়ে গেছে, কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করার ক্ষমতা নেই, সম্মান করলে কেবল বড় ভাইয়ের মতই কর- এর চেয়ে বেশী নয়, নাউজুবিল্লাহ্ আরো কত কিছু।

ইহুদীরা যেমন প্রিয় নবীর নুবুওয়াত ও কোরআনে পাকের অলংঘনীয় প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করতে গিয়ে নিজেদেরই পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিয়েছে তেমনি নদভীরাও একটি প্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত সত্য 'মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করতে গিয়ে অনেকগুলো লালিত ভ্রান্তি পূর্ণ আক্বীদা-বিশ্বাসের শ্রাদ্ধ দিয়েছেন। অন্ধ নদভী ওয়াহাবী নজদী লা-মাযহাবীদের দৃষ্টি গোচর না হলেও তা জাগ্রত বিবেক মুসলমানদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

নদভী সাহেব লক্ষ্য করুন- ১. মহান আল্লাহর বাণী- **قل انما انا بشر مثلكم** এর অসম্পূর্ণ ও বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে রাসূলকে খোদা প্রদত্ত মর্যাদা থেকে নিচে নামিয়ে তথা সাধারণ মানুষের কাতারে সামিল করার অপপ্রয়াস চালান, অথচ পবিত্র কোরআনের ঘোষনা-

تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض ٢. ورفعنا لك ذكرك ١.
ومالرسلناك الا رحمة للعالمين وانا اول ٣. .... ورفع بعضهم درجات
انا اكرم الاولين والاخرين ولا ১. এবং স্বয়ং নবীজীর বাণী- **المسلمين**
انا اتقى ولد اٰدم ٣. انا اكرم ولد اٰدم على ربى ولا فخر ٢. فخر
নবীজীর দরবারে হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম **واكرمهم على الله**
قلبت مشارق الارض ومغار بها فلم اررجلا افضل من এর স্বীকারোক্তি
محمد ولم اربنى اب افضل من بنى هاشم ইত্যাদি অসংখ্য বাণী

আপনাদের দৃষ্টিগোচন হয় না। আপনাদের কথায় প্রতীয়মান হয় নবীজী এবং আপনাদের মাঝখানে মর্যাদাগত কোন তফাত নেই। কিন্তু মীলাদ এর বিরুদ্ধে যুক্তি তালাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে- **افضل البشر بعد الانبياء ابوبكر** এ ক্ষেত্রে আমাদের নবী সকল মহা মর্যাদাবান নবী রাসূলদের মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এখন রাসূল তো আপনাদের মতো সাধারণ মানুষ কিন্তু রাসূলেরই গোলামীর বদৌলতে মর্যাদা লাভ করে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কেবল আপনারা নন সকল মানুষের উপরে। ফল দাঁড়াল আবু বকর আপনাদের সকলের উপরে আর নবীকুল শিরোমণি আপনাদের মত সাধারণ দোষে গুণে তাই আপনাদের কাতারে! স্বয়ং হযরত আবু বকর সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থাকলে এ মূর্খ বন্ধুদের কত ধিক্কার দিতেন তা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

বিবেক তুমি সুপ্ততা ভেঙ্গে জেগে ওঠো!

নদভী সাহেব আপনারাইতো সহীহ্ বুখারী শরীফ ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় **باب فضل الصلوة فى مسجد مكة ومدينه** অধ্যায়ে বর্ণিত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে রাসূল- **عن النبى ﷺ لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصٰى** এর এভাবে অর্থ করে থাকেন, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'সফর করা যাবে না তবে তিনটি মসজিদের দিকে, মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল ও মসজিদুল আকসা। এবং এর আলোকে ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, এ হাদীস দ্বারা তিন মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন স্থানে সফর করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। তাই বাগদাদ, আজমীর, দিল্লী, লাহোর, কলিয়র ইত্যাকার স্থানে নবী-অলি, গাউস, কুতুব, পীর বুযুর্গের জিয়ারতের নিয়তে এমন কি মসজিদে রাসূলের নিয়ত ছাড়া কেবল 'রাওজাতুর রাসূল' এর জিয়ারতের নিয়তে ও যেহেতু হাদীসে বর্ণিত তিন স্থানের বাইরে সফর করা নাজয়েয ও নিষিদ্ধ বলে আপনারাই মত দিয়ে থাকেন। যদিও তা হাদীসের নির্লজ্জ বিকৃতি এবং শরীয়তের দলিল চতুষ্ঠয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আপনার বিভ্রান্তকর 'বিশ্ব.....বিদআত' নামক বিকৃত মানসিকতাপূর্ণ চটি পুস্তিকায় মহাপুণ্যময় 'মিলাদুন্নবী'র বিরোধিতা করতে গিয়ে যে সত্য কথাটি কলমের খোঁচায় বেরিয়ে এসেছে তাতে সারা জীবনের লালিত উল্লিখিত ভ্রান্ত আক্বীদার কীভাবে শ্রাদ্ধ হয়েছে নাদান দোস্তের খবর আছে কি? লিখেছেন, সাহাবা-এ কেরাম মক্কা-মদীনা তথা মাঝ পথের যে সকল স্থানে প্রিয় নবী অবস্থান করেছেন এমন কি যে সব জায়গায় প্রশ্রাব করেছেন খোঁজ করে করে সে সব স্থানে জিয়ারত করতেন, প্রিয় নবীর স্মৃতিচারণ করতেন, অশ্রু বিসর্জন করতেন, এমনকি এ স্থানগুলো, চিরস্মরণীয় করতে প্রতিটি স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে গেছেন।

সাবাশ! নদভী সাহেব। কতগুলো মূর্খতাসুলভ ন্যাকামী প্রশ্ন করে মীলাদকারী মাওলানাদের কিয়ামত পর্যন্ত মাথা ঠুকাবার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা পণ্ডিত সাজার কি যে শখ! **من حفر بئرًا لا خيه وقع فيه** নিজের পাতানো ফাঁদে নিজেই আটকে গেছেন। মীলাদকারী মাওলানাদের কাছে না চেয়ে আপনার জবাব আপনার কথাগুলোতেই খুঁজে নিন, তাতে আদাওতিপূর্ণ জিহালতের অমানিশা মুক্ত হয়ে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন।

মিলাদ অর্থাৎ কারো জন্ম বৃত্তান্তের বর্ণনা মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে আছে কিনা, মীরাদ পালনের আদেশ-নির্দেশ নবীজী দিয়েছেন কিনা, কিংবা সাহাবী,

তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী, আইম্মা এ দ্বীন ওলী-বুযুর্গ যুগে যুগে মুমিন-মুসলমানগণ মীলাদ করেছেন কিনা, সে বর্ণনা পরে আসছে। আগে জানতে চাই, প্রিয় নবীর অবস্থান স্থল এবং যে সব জায়গায় প্রশ্রাব মুবারক তথা হাজত সেরেছেন খোঁজ করে করে সে সব স্থানের জিয়ারত করতে কোরআনে কোন বর্ণনা এসেছে? কিংবা নবীজীর কোন আদেশ-নির্দেশ আছে কি? যে সাহাবীরা! আমার সকল স্মৃতিময় স্থানগুলো খোঁজ নিয়ে নিয়ে দূর দূরান্ত সফর করে জিয়ারত করিও, পারলে এককটি মসজিদ নির্মাণ করে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা করিও।

নদভী সাহেবানরা, জানি এ প্রশ্নের কোন জবাব আপনাদের কাছে নেই। কিয়ামত পর্যন্ত মাথা ঠুকলেও এর কোন উত্তর দিতে পারবেন না। বাস্তবে সাহাবা এ কেরামের এ সব আমল বর্ণনা কিংবা নির্দেশের উপর ভিত্তি করে নয়। কেবল নিখাদ ভালবাসা ও ইশকে রাসূলের কারণেই তাঁরা এ সব করতেন। নিজেদের অনেক আচার-আমল সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাও একথা স্বীকার করতেন। মিশকাত ৪২৪ পৃষ্ঠায় এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে; সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবীর অজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়া এবং উচ্ছিষ্ট পানি নিতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করছিলেন। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন এ সব করতে তোমাদেরকে কে উদ্বুদ্ধ করছে? প্রতি উত্তরে তাঁরা ক্বোরআনের বর্ণনা কিংবা রাসূলের নির্দেশের কিছুই বলেন নি বরং বিনীত আরয করলেন, **حب الله ورسوله** অর্থাৎ আল্লাহ্-রাসূলের অকৃত্রিম ভালবাসাই আমাদেরকে আপনার অযুর পানি তাবাররুক হিসেবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছে।

স্মৃতিচারণ ও কোরআন

মহান আল্লাহর তাজাল্লী প্রাপ্ত কিংবা কোন পূণ্যবান বান্দাদের চরণ ধুলিধন্য জায়গার প্রশংসা কোরআন অনেক জায়গায় করেছে। যেমন তূর উপত্যকার প্রশংসায় পবিত্র কোরআন বলছে

الواد الايمن فى البقعة المباركة انک بالواد المقدس طوى

পবিত্র মক্কার প্রশংসায় বলছে **لا اقسم بهذا البلد - وهذا البلد الامين** আসহাবে কাহাফ এর স্মৃতিময় স্থানের ব্যাপারে বলেছে- **وانت حل بهذا البلد** পবিত্র মসজিদে আকসা সম্পর্কে এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا** **المسجد الاقصى الذى باركنا حوله** এ ক্ষেত্রে কোথাও স্মরণ কর 'স্মৃতি চারণ কর' নির্দেশনা নেই। অথচ যখনই কোন ঐতিহাসিক স্মরণীয় বরণীয় দিন-ক্ষণ ও সময় সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে **ذكرهم** কিংবা **اذكر** অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দাও, স্মরণ কর

ইত্যকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন কোন জায়গায় সময়ের অর্থ জ্ঞাপনকারী **اذ** শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সাধারণভাবে স্মৃতিময় দিনগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। **وذكرهم بايام الله**। সদলবলে ফিরআউনের ধবংসযজ্ঞের কথা বলতে গিয়ে এরশাদ হয়েছে- **واذ فرقنا بكم البحر فا نجينا كم واغرقنا ال فرعون** বনী ইসরাইলের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে **واذ نجينكم من ال فرعون** ঐতিহাসিক বদর দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে- **واذكروا اذ كنتم قليل مستضعفون فى الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايّدكم بنصره** এভাবে প্রিয়নবীর তশরীফ আনয়নের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছে- **واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا** অর্থাৎ হে মুমিনগণ তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর সে সময়ের মহান নে'মতের কথা স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। আল্লাহর সে অনুগ্রহ তোমাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তার সে অনুগ্রহের বদৌলতেই তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুমিনদের প্রতি এ অনুপম অনুগ্রহ কখন করেছিলেন যা স্মরণ করতে নির্দেশ দিলেন সূরা আল-ই ইমরানের ১৬৪নং আয়াতে সম্পূর্ণভাবে খুলে বলেছেন। এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের উপর (অতুলনীয়) অনুগ্রহ তখনই করেছেন যখন তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে (মানে তাদের প্রতি আপন করে) সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল প্রেরণ করেছেন।

নদভী সাহেব, বিবেক-বিচারকে অনাচার, পাপাচার মুক্ত করে একটু বলুন দেখি, প্রিয় নবীর চলার পথের অবস্থানস্থল এবং প্রশ্রাব মুবারক করার স্থানগুলো অতি যত্ন সহকারে কষ্টসাধ্য সফর করে জিয়ারত করে অশ্রু-বিসর্জন করতেন, যথাসাধ্য স্মৃতিময় করে রাখার চেস্টা করেছেন যার কোন নির্দেশ কিংবা বর্ণনা কোরআন হাদীসে সরাসরি আসেনি। অথচ পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা তথা পবিত্র হাদীসে আদেশ নির্দেশের ইঙ্গিত ইশারা থাকা সত্ত্বেও "প্রিয় নবীর মিলাদ" পালন মানে পবিত্র জন্ম তথা ধরাধামে তশরীফ আনয়নের স্মৃতিচারণ করেন নি সাহাবীরা, যুগে যুগে ওলী বুযুর্গ-ইমাম-মুজতাহিদ সর্ব সাধারণ মুসলিম মিল্লাত মহান রাসূলের জন্মানুষ্ঠান, নবীজীর তশরীফ আনয়নের শুভ দিনটির স্মৃতিচারণ এক কথায় 'মিলাদুন্নবী' পালন করেন নি বরং করতে ভুলে গেছেন।" এসব ধ্যান-ধারণা মূর্খ কিংবা কোন জ্ঞানপাপী বর্ণ চোরদেরই হতে পারে। কোরআন ও হাদীস

সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখেন এমন কোন আলেম কিংবা প্রকৃত মুমিন-মুসলমানদের এমন উদ্ভট ধারণা থাকতে পারে না।

নদভী সাহেব, দারুন নাদওয়ার পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসুন, প্রিয় নবী সম্পর্কে এ সব দ্বিমুখী ধারণা পরিহার করে বলুন তো; প্রিয় নবীজীর মহিয়সী আম্মাজান, নারী জগতের অহঙ্কার মানব ইতিহাসের পূর্বাপর সবচেয়ে ভাগ্যবতী রমনী হযরত আমীনা খাতুন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বর্ণনানুযায়ী বেলাদতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানে প্রিয় নবীর জন্মের সময় সর্বোজ্জ্বল আলোকচ্ছটা মানে 'নূর' প্রতিভাত হওয়া, সে নূরের আলোয় সুদূর দামেষ্ক পর্যন্ত আলোকিত হওয়া, আকাশের নক্ষত্র জমীনের অতি নিকটবর্তী হওয়া, প্রিয় নবী দো'জানু অবস্থায় তশরীফ এনে আসমানের দিকে চেয়ে পরে সিজদাবনত হয়ে শাহাদত অঙ্গুলী উঁচু করে তাওহীদে ইলাহীর সাক্ষ্য দেয়া, বেলাদতে পাকের সময় কা'বায় রক্ষিত প্রতীমা সমূহ নড়বড়ে হয়ে মস্তকাবনত অবস্থায় সিজদায় পড়া, পারস্য সম্রাটের সুউচ্চ প্রাসাদের মিনারায় ফাটল সৃষ্টি হয়ে চৌদ্দটি মূল্যবান পাথর খসে পড়া। তথাকার অগ্নি পূজারীদের হাজার বছর ধরে প্রজ্বলিত আগুনের কুণ্ড চিরতরে নিভে যাওয়া, বুহাইরা ছাওয়াহ্ নামে অসংখ্য মন্দির পরিবেষ্টিত বিশাল সাগর সদৃশ হ্রদটি অকস্মাৎ শুকিয়ে চৌচির হয়ে যাওয়া, প্রিয় নবীর নাভী কাটা-খতনা কৃত অবস্থায় তশরীফ আনয়ন, স্কন্ধ মুবারকে মহরে নুবুওয়াত অঙ্কিত থাকা, পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম আর খানা-এ কাবার ছাদে তিনটি পতাকা স্থাপিত হওয়া, জনৈক ইহুদী রাহেব রাতে উদিত হওয়া একটি সুনির্দিষ্ট তারকা দেখে সকাল বেলায় কোন নবজাতকের খোঁজ নিতে গিয়ে কাঁধ মুবারকে মহরে নুবুওয়াতসহ প্রিয় নবীকে দেখে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া, বেলাদতে পাকের মুহূর্ত থেকে আসমান থেকে শয়তানদের কথা চুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাকার অসংখ্য বর্ণনা আল্লামা ইবনে সা'দের 'তবক্বাতে কুবরা' আল্লামা ইবনে কসীর এর 'বেদায়া নেহায়া, আল্লামা বায়হাক্বীর দালা-ইলুন নবুওয়াত, আল্লামা হাকেম এর 'আলমুসতাদরাক'সহ অসংখ্য সর্বজন স্বীকৃত ও সমাদৃত মুসলিম মিল্লাতের জ্ঞান সম্ভার কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে উর্দ্ধক্রমে হযরাতে সাহাবা-এ কেরামরাই বর্ণনা করেছেন। নিশ্চয়ই শরীয়তের সকল ফরজ-ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুস্তাহাব- মুস্তাহসান এর অনুশীলনের পাশাপাশি প্রিয় নবীর প্রেম চর্চায় আপনাদের ধারণানুযায়ী স্মৃতিময় স্থানগুলোর জিয়ারত যেমন করতেন তার চেয়ে বেশী করতেন দয়াল নবীর তশরীফ আনয়ন তথা 'মিলাদুন্নবীর' আলোচনা, কারণ পবিত্র কোরআনে

ও হাদীসে এর প্রতি আদেশ নির্দেশ এসেছে বিভিন্নভাবে। এতে এক দিকে খোদা রাসূলের নির্দেশ পালিত হয় অন্য দিকে এর দ্বারা মহান আল্লাহর দরবার হতে দয়া, ক্ষমা, বরকত ও শান্তি লাভের সর্বোত্তম উপায় নিঃসন্দেহে। হ্যাঁ জী, এ ধারাবাহিকতায় নিম্নক্রমে আমাদের পর্যন্ত এসেছে।

উল্লেখ্য, মুসলমানরা যুগে যুগে যে কাজটা বাস্তবে আমল করেছে তাই মুহাদ্দেসীন, মুফাসসেরীন এবং ঐতিহাসিকগণ স্বীয় লিখনীতে উল্লেখ করেছেন। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, ''মীলাদুন্নবী'র চর্চা সাহাবা, তাবেয়ী তবে-তাবেয়ীদের সোনালী যুগ থেকে অদ্যাবধি সর্বযুগেই ছিল এবং রয়েছে। মূর্খতার অন্ধকারে বসবাসকারী নিশাচররাই একমাত্র এ বাস্তব সত্যের অস্বীকার করে।

সম্মানিত আশেকে রাসূল সুশীল সুন্নী মুসলিম সমাজের খেদমতে শরীয়তের দলীল চতুষ্ঠয় মানে পবিত্র কোরআন, হাদীস, ইজমা-এ উম্মত ও ক্বিয়াস এবং তৎসঙ্গে ইতিহাসের আলোকে যুগ যুগান্তরে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' চর্চার বর্ণনা, সাথে সাথে বিরুদ্ধবাদিদের মাকড়সার জাল সদৃশ্য ফিৎনার জালসমূহ ছিন্ন করে পেশ করতে যাচ্ছি ইনশা-আল্লাহ্। কিন্তু তার আগে এ ভণ্ড-মূর্খ প্রতারকদের পক্ষ হতে উত্থাপিত দুনিয়ার তাবত সুন্নী মুসলমানদের সর্বাধি সম্মত অনুসৃত চার মাযহাব (হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী) সম্পর্কে কিছু অনুযোগ ও স্ববিরোধী প্রশ্নাবলীর অপনোদন সমধিক প্রয়োজন বলে মনে করছি।

মূর্খতা ও হঠকারিতার আরেক নমুনা

'জ্বিন-ভূতাক্রান্ত মানুষের হিতাহিত বিবেক লোপ পায়' এতো সকলেরই জানা; কিন্তু দারুন্ নাদওয়ার ভূতে পাওয়া নদভীদের অবস্থা আরও নিদারুন আরও করুণ। মাযহাব কেন সৃষ্টি হল, চার মাযহাব হতে যাবে কেন, মাযহাব সৃষ্টির পূর্বে সাহাবা-এ রসূলগণ কোন মাযহাবে ছিলেন? এমনকি রসূল স্বয়ং কোন মাযহাবে ছিলেন? মাযহাব গুলোর নাম হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী কেন হল? ইত্যকার বিভ্রান্তিকর, মূর্খতাসূলভ উদ্ভট প্রশ্ন দিয়ে 'বিদআত পুস্তিকা'র কলেবর বৃদ্ধি করার নিষ্ফল চেষ্টা করেছেন।

শুনলে লজ্জায় দুঃখে যেন হাসতেও ইচ্ছে হয়না,যখন চিন্তা করি হায়, আজ মুসলিম মিল্লাতের অলসতা আর ধর্মবিমুখতার কারণে এমন জাহেল মূর্খ, ভন্ড-প্রতারক ও ধর্মীয় নেতা সেজে বসেছে। বড্ড বাহাদুরের মত লিখেছেন-

কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো, যদি কেউ কোরআন ও হাদীসের কোন গ্রন্থে অথবা বড় বড় এমামগণের কোন কেতাবে চার মাযহাব

ফরজ বলে লেখা দেখাতে ও প্রমাণ করতে পারেন, তবে আমি তাকে যেকোন মুহূর্তে (মাত্র!) দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। -(বিদআত, পৃ: ৭-৮)

নদভী সাহেব! ভেল্‌কি বাজিতে দারুন্ নাদওয়ার প্রধান মুরুব্বী শায়খে নজদী ইবলিসকেও হার মানালেন? সে তো **انظرنى الى يوم يبعثون** বলে আল্লাহর দরবার থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত চেয়ে নিয়েছিল। শয়তানকে গোমরাহ্ করার আগে আল্লাহ্ তাকে ইল্‌ম দিয়েছিলেন এ কথা পবিত্র কোরআনে এসেছে ঃ **واضلّه الله على علم** আবার শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চ্যালেঞ্জ দিলেও মহান আল্লাহর অকৃত্রিম ও মনোনীত বান্দাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করেছিল। আর আপনার কিনা (এক) কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত নেই। (দুই) 'কোন্ গ্রন্থে' 'কোন কিতাবে' ইত্যকার কথার ফুলঝুড়ি দেখে 'আবু জেহেলের আত্মীয় বলে মনে হচ্ছে। (তিন) আপনাদের মত স্বঘোষিত মহারথীদের জন্যেই পবিত্র কোরআনের ঘোষণা- **وفوق كل ذى علم عليم** ভুলে গিয়ে আপানার ধারণার বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে মাত্র দশ হাজার টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন।

হায়, হায়! নদভী সাহেব উপদেশ দিচ্ছেন চার মাযহাব ফরজ বলায় সবার কাছে আমাদের মান-সম্মান গেল। এক দুই করে বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে কোরআন মজিদের কোন আয়াত থেকে চার মাযহাব ফরজের প্রমাণ দেয়া যায়নি। ও-হেঁ আল্লাহর গজবের ভয় দেখালেন, কালেমায় নবী মুহাম্মদের শপথ করে আবূ হানিফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ বিন হাম্বলের আইন মানতে গেলাম তাই।

নদভী সাহেব আমার এ লেখার উদ্দেশ্য মূলতঃ তাক্বলীদ কিম্বা মাযহাব মানার সত্যতা প্রমাণ করা নয়। এ বিষয়ে ওলামায়ে ইসলাম সর্বযুগে সর্বোচ্চ খিদমত আঞ্জাম দিয়ে গোটা মুসলিম মিল্লাতকে কৃতার্থ ও ঋণী করে গেছেন। তবে নিশাচরের সূর্যদর্শন না হওয়াটাই স্বাভাবিক। হাসি পাচ্ছে পন্ডিতজি নদভীর মুখে 'মাকসূদুল মুমিনীন'এর উদ্ধৃতি শুনে। "মোল্লারা মোল্লা মী-শনাছদ" লাল কুত্তা শেয়ালের ভাই' এ প্রবাদটা খুবই প্রসিদ্ধ তাই না? নদভী সাহেব বিশ্বের তাবৎ সুন্নী মুসলিম বিশেষ করে অগণিত আউলিয়ায়ে কেরামের ফুয়ূজাত ধন্য বাংলার কোটি কোটি নবী প্রেমিকদের বিভ্রান্ত করতে সর্বযুগে সিংহভাগ সত্যাশ্রয়ী মুসলিম মিল্লাতের কাছে স্বীকৃত ও সুপ্রমাণিত একটি অতি সংবেদনশীল বিষয় "মীলাদুন্ নবী" সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনের বিরুদ্ধে অসৌজন্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কলম ও মুখ ব্যবহার করতে গেলে মানুষের সাধারণ মানবিক বিবেকেরও যে ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়, তা আপনার 'বিশ্ব বিদআত' পড়ে আরেকবার প্রমাণ পেলাম।

সুপ্রিয় সত্য সন্ধানী মুসলিম ভাইয়েরা, অনুগ্রহ পূর্বক অত্যন্ত ধীর স্থির ও শান্ত মেজাযে স্বঘোষিত পন্ডিত নদভী সাহেবের নিচের লেখাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকবার পড়ুন ঃ

প্রিয় নবীর ও সাহাবাগণের ইন্তিকালের পর প্রসিদ্ধ এমামগণ চিন্তা করলেন যে, দেশ-বিদেশের জনগণ হাদীসের নিগুঢ় তত্ব উদ্‌ঘাটন করতে না পারার ফলে বিভ্রান্ত হবে আর কোরআন ও শরীয়তের বিধি-বিধানকে নিয়ে বহুমুখী অসুবিধায় পড়বে। বহুমুখী চিন্তার পর প্রসিদ্ধ এমামগণ ফেকাহ্‌শাস্ত্র রচনা করলেন।*

দেখুন, মূলতঃ সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের সবচে' আপনজন এসব মুজতাহিদীন ফুকাহায়ে এজামের প্রতি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঘৃণা ও ধৃষ্টতার প্রেক্ষিতে নদভী সাহেব চার মাযহাবকে ইস্যু করে যেসব এলোমেলো প্রশ্নের প্রলাপ বকেছেন এর প্রায় সব উত্তরই তার এ স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যে নিহিত আছে। কিন্তু বদনসীব! আবু জেহেলের মত কপাল চক্ষু থাকলেও এরাতো অন্তরদৃষ্টি হারিয়েছে অনেক আগেই। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ ফরমান- **لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور** অর্থাৎ: "বাইরের চামড়ার চক্ষুতো অন্ধ হয়না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তর চক্ষুই অন্ধ হয়।" তখন মেঘমুক্ত আকাশে চতুর্দশী পূর্ণিমা শশীর মত সুস্পষ্ট বিষয়টিও বোধগম্য হয়না।

লক্ষ্য করুন, প্রশ্ন করছে; রসূলে পাকের ওফাত শরীফের ৭০ বৎসর পর ইমাম আবূ হানীফার জন্ম, ৯২ বৎসর পর ইমাম মালেকের জন্ম, ১৫০ বৎসর পর ইমাম শাফিয়ীর জন্ম এবং প্রায় ১৬৪ বৎসর পর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের আগমনের পূর্বে যেহেতু মাযহাব ছিলনা তাই তার প্রশ্ন; সাহাবাগণ কোন্ মাযহাবে ছিলেন? বলতে হবে রসূল কোন্ মাযহাবে ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ্)। বরং এটাও তাকে বলে দিতে হবে স্বয়ং ইমামগণ কোন্ কোন্ মাযহাবে ছিলেন? তাওবা আস্তাগফিরুল্লাহ্, নিজেই বললেন ইমামগণ ফেকাহশাস্ত্র রচনা করেছেন নবী এবং সাহাবাগণের ইন্তিকালের পর। তা'হলে নবী এবং সাহাবাগণের মাযহাব মানার প্রশ্ন আসল কেন?

তিনি লিখেন সর্বসাধারণ মুসলমান হাদীসের নিগুঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে অপারগ হয়ে বিভ্রান্ত হবার এবং কোরআন ও শরীয়তের বিধি-বিধানকে নিয়ে বহুমুখী অসুবিধায় পড়বে ভেবে ইমামগণ ফেকাহশাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন।

---

* বিশ্ব বিদআত, পৃ:৯

এখন নবী এবং সাহাবাগণের মাযহাব মানার প্রশ্ন তুলে তাঁদের কোন্ কাতারে শামিল করতে চান বলবেন কি? আপনি কি বলতে চান 'হাদীস' যে নবী পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী, কোরআন ও শরীয়ত স্বয়ং যে রসূল নিয়ে এসেছেন তিনি নিজেই হাদীসের নিগুঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে অক্ষম ছিলেন কিম্বা কোরআন আর শরীয়তের বিধি-বিধান নিয়ে বহুমুখী অসুবিধায় ছিলেন? মাআজাল্লাহু-নাঊযুবিল্লাহ্!

আর সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি কোরআন ও হাদীসের উৎসস্থল, শরীয়তের মূল প্রবর্তক তথা প্রতিক প্রিয়নবীর কাছে শিক্ষা পেয়ে ও হাদীসের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে অক্ষম আর কোরআন ও শরীয়তের বিধি বিধান নিয়ে বহুমুখী অসুবিধায় ছিলেন বোঝাতে চান? তা নাহলে সাহাবারা কোন মাযহাবে ছিলেন? এ উদ্ভট প্রশ্ন মাথায় গজালো কেন? নিজেই বললেন এমামরা ফেকাহশাস্ত্র রচনা করেছেন সাহাবাদের ইন্তিকালের পর। মহাজ্ঞানী বন্ধু মাথা ঠিক আছে তো?

জিজ্ঞেস করা হল, ইমামগণ কোন্ মাযহাবে ছিলেন? জনাব, এটাও কি একটা প্রশ্ন হল? কেন যিনি যে মাসআলা ইস্তিম্বাত করেছেন যে পদ্ধতিতে তিনি সে মাসআলায় সেভাবে আমলও করেছেন অতএব নিজ মাযহাবেই প্রত্যেকে ছিলেন বললে দোষ হয় নাকি?

ইমামগণ তাদের তাক্বলীদ করতে বলেন্‌নি, নির্দেশ দেন্‌নি আমাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করে তোমরা নিজেদের হানাফী, মালিকী ইত্যাদি বল। এ ধরণের বাজে প্রশ্নগুলো মূর্খতার নামান্তর নয় কি? তাক্বলীদের মর্মার্থ শরীয়তের আলোকে -

(১) التقليد اتباع الرجل غيره فيما سمعه يقول اوفى فعله على زعم انه الحق بلا نظر فى الدليل

"কোন প্রকারের দলিল-প্রমাণ যাচাই নাকরে কারো কথা বা কাজকে এ বিশ্বাসে সত্য ও সঠিক বলে মেনে নেয়া (এবং তৎমতে আমল করা) যে, এ লোকটি কোরআন-সুন্নাহর সঠিক মর্ম উদ্‌ঘাটনে সক্ষম।"

-(হাশিয়ায়ে হুচ্ছামী বাবু মুতাবাআতির রসূল)

(২) التقليد العمل بقول الغير من غير حجة (مسلم الثبوت)

অর্থাৎ কোন প্রমাণ না চেয়েই কারো কথা মতো কাজ করার নাম তাক্বলীদ।

(৩) التقليد هو قبول بلا حجة (كتاب المتصفى للامام غزالى)

মানে প্রমাণ ব্যতিরেকেই কারো কথা মেনে নেয়ার নাম তাক্বলীদ। এ ধরণের ঘটনা সাহাবীদের যুগেও ভুরি ভুরি রয়েছে। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عن الاسود بن يزيد قال اتانا معاذا بن جبل باليمن معلما واميرا فسألناه عن رجل توفّى وترک ابنته واخته ـ فاعطى الابنة النصف والاخت النصف

অর্থাৎ আসওয়াদ বিন যাজীদ বলেন হযরত মুআয বিন জাবাল রদিয়াল্লাহু আন্‌হু ইয়েমেনে আমাদের কাছে ধর্মগুরু এবং আমীর হয়ে এলেন। আমরা তাঁর কাছে এক ব্যক্তির ছেড়ে যাওয়া সম্পদের বন্টন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, শুধু এক মেয়ে এক বোন রেখে মারা যান। তিনি মেয়েকে অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক ভাগ করে দিলেন।

দেখুন এখানে হযরত মুআয কোন দলিলের ভিত্তিতে এ বন্টন করলেন তার কোন বর্ণনা নেই এবং ইয়েমেনবাসী মুসলমানগণও এর কোন দলিল-প্রমাণ চাননি। বরং হযরত মুআযের ইল্‌ম-আমল, দ্বীনদারী পরহেজগারীর উপর নির্ভর করেই তার ফায়সালা মেনে নিয়েছেন। হাঁ এটাই শরীয়তের দৃষ্টিতে তাক্বলীদ। এরই ভিত্তিতে আয়িম্মায়ে দ্বীন মুজতাহিদীনে শরয়ে মাতীন মানুষকে যে শরয়ী ফতোয়া-ফায়সালা দিতেন তার সব কটিই দলিলের মূল উৎস উল্লেখ বিহীন হত। এ ফতোয়া-ফায়সালা যাদের জন্য দিতেন তাদের মানার এবং আমল করার জন্যই দিতেন। তাহলে আমার রায় ও ইজতিহাদ 'মানিওনা' বললেন কোথায়? নিজেই লিখলেন, 'হাদীসের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে অক্ষম এবং শরীয়তের বিধি-বিধান নিয়ে অসুবিধায় নিপতিত মানুষের জন্যই ফেকাহ-ফতোয়ার প্রণয়ন।' একবার তাদের অসুবিধা দূর করতে শরীয়তের মাসআলা ইজতিহাদ করে বলে দেবেন, আবার "শির্ক" হবে, আমার কথা মানিওনা বলে সতর্ক করে দেবেন।' এমন গাঁজাখোরী কথা জাহেলরাই বলতে পারে অন্ততঃ বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত উম্মতে মুসলিমাহর উদ্ধারকারী ও কান্ডারী আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের সাথে এর দূরের সম্পর্কও নেই।

যাদের নিষেধ করেছেন বলেছেন সে সম্পর্কে ওলামায়ে হক্কানী সুন্নী ওলামাদের অভিমত দেখুন সুপ্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন, অলীয়ে কামিল হযরত ইমাম শারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তদিয় সুবিখ্যাত গ্রন্থ "মীযানুল কুবরা" মিশরে মুদ্রিত, প্রথম খন্ড এর ৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

وهو محمول على من له قدرة على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة والافقد صرّح العلمآء بان التقليد واجب على العامى لئلايضل فى دينه

অর্থাৎ তাক্বলীদ নিষিদ্ধ তাদের জন্যই যাঁরা ইজতিহাদে পরিপূর্ণ সক্ষম। অন্যথায় ওলামায়ে কেরামের পরিস্কার অভিমত হচ্ছে গায়রে মুজতাহিদের উপর তাক্বলীদ ওয়াজিব। সে অবশ্যই তাক্বলীদ করবে যাতে দ্বীনের ব্যাপারে ভ্রান্তির শিকার না হয়।

আল্ য়াওয়াক্বীত ওয়াল জাওয়াহীর নামক গ্রন্থে লিখতেছেন-

وهو محمول على من اعطى قوة الاجتهاد امّا الضعيف فيجب عليه التقليد لاحد من الائمة والاهلک وضل

অর্থাৎ তাক্বলীদের নিষেধাজ্ঞাটা মুজতাহিদের জন্য। কিন্তু যারা দূর্বল গায়রে মুজতাহিদ তাদের ইমামদের মধ্যে যেকোন একজনের তাক্বলীদ করতেই হবে। অন্যথায় তার ধ্বংস ও পথভ্রষ্ট হওয়া অনিবার্য।*

নদভী সাহেব, সত্যি করে বলুন তো, আপনি মুজতাহিদ না গায়রে মুজতাহিদ? ভুলে যাবেন না কিন্তু! ইজতিহাদের মর্মার্থ হচ্ছে "সর্ব সাধারণের কাছে অস্পষ্ট বিষয়সমূহকে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে গবেষণা করে সুস্পষ্ট ও বিভ্রান্তমুক্ত করে তাদের সামনে পেশ করা।"

আর আপনি বা আপনারা নদভী মৌলভীরা, অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করাতো আপনাদের জন্য "দিল্লী হুনূয দূর হাস্ত" বিগত প্রায় দেড় হাজার বৎসরের ইতিহাসে ইসলামের যাবতীয় মাসআলাসমূহে সবচেয়ে ও সর্বাধিক সহজ ও সুস্পষ্ট বিষয় মহান ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বৈধতাকে 'জগাখিচুড়ী' বানিয়ে সরলমনা মুসলমানদের বিভ্রান্তের বেড়াজালে নিপতিত করছেন। অতএব, মনে মনে মুজতাহিদ হওয়ার 'খাহেশ'টাকে নিজেই গলা টিপে মারলেন।

নদভী সাহেব, আপনাদের তথা কথিত 'আহ্লে হাদীস' শব্দটির মেজর অপারেশন মূল আলোচনার উপসংহারে হবে ইন্শাআল্লাহ্। এখানে একটু বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি, আপনি; আপনার পূর্ব পুরুষ কি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে দেখেছেন? বা রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জবান থেকে হাদীস সরাসরি শুনেছেন? উত্তর 'ইতিবাচক' অবশ্যই নয়।

মহান খলীফা-এ রাশেদ হযরত 'ওমর' বিন আবদুল আযীয রদিয়াল্লাহু আন্হু'র বরকতময় আমল পরবর্তী প্রায় দু'শত বৎসরাধিক কালের তারিখে ইসলামের এক অবিস্মরণীয় কল্যাণময় যুগে সর্বোচ্চ ত্যাগী কিছু ওলামায়ে ইসলামের প্রিয় নবীর পবিত্র শিক্ষা ও বাণীসমূহের সর্বোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধপন্থায় সংগ্রহ-সঙ্কলনের মাধ্যমে হাদীসে রসূলের বিশাল সম্ভার গ্রন্থসমূহ পড়েই তো পরবর্তীরা হাদীস জানার সুযোগ পেয়েছে।

---

* ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৬

এখানে **اخبرنا حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان** আবার **قال فلان نقلا عن فلان فلان اخبرنا فلان** ইত্যকার ভাষায় আসমাউর রিজাল তথা রাবী মানে বর্ণনাকারীদের ক্রমধারায় বিশ্বাস করে হাদীস জানতে হয়। শুধু তাই নয়, হযরত ইমাম বুখারী, মুসলিম বলেছেন এ হাদীসটি সহীহ, অমুখ মুহাদ্দিস বলেছেন ঐ হাদীসটি হাসান এবং ইমাম তিরমিযীর মতে এ হাদীসটি জয়ীফ এভাবে কাউকে বিশ্বাস করে হাদীসের শ্রেণী বিন্যাস করার বৈধতা পবিত্র কোরআনে পাকের কোন্ কোন্ আয়াত থেকে পেয়েছেন জানতে পারি কি? জেনে রাখুন, ইসলামী পরিভাষায় তাক্বলীদ একেই বলে। এভাবে অযোগ্য-অক্ষমরা যোগ্য ও সক্ষমদের মেনে না নিলে আমাদের কথা বাদ দিন নিজেদের (মনগড়া) 'আহ্লে হাদীস' বলার সুযোগটাওযে হাতছাড়া হয়ে যাবে। দেখুন, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই জানেন যে, সব মানুষ এল্ম অর্জন করে জ্ঞানী হতে পারবে এমন নয়। তাইতো বলেছেন- **هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون** অর্থাৎ জ্ঞানী ও মূর্খ সমান নয়। আবার জ্ঞানার্জন করেও সবাই সমপর্যায়ের হতে পারেনা। এ জন্য বলে দিয়েছেন- **وفوق كل ذى علم عليم** মানে প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর জ্ঞানী মহাজ্ঞানী রয়েছে।

জ্ঞানার্জনে ইসলামের নির্দেশ ঃ "আমি জানিনা, অতএব করার কী আছে? হাত গুটিয়ে বসে থাকি।" ইসলাম এ সুযোগ দেয়নি। নির্দেশ দিয়েছে- না জানলে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নাও। **فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون** তোমাদের মাঝে যারা **اولو الامر** তাঁদের মেনে চল। অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাদের পথে চল। **صراط الذين انعمت عليهم** এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথই অবলম্বন কর **واتبع سبيل من اناب الىّ** এসব আয়াতে করিমায় আহ্লুয্ যিক্র, উলুল আম্র, মুন্আম আলাইহিম ও মান আনা-বা ইলাইয়া বলতে যোগ্য সক্ষম, মুজতাহিদীন আয়িম্মায়ে দ্বীনকেই বোঝানো হয়েছে নিঃসন্দেহে।

চার মাযহাব বনাম নদভীর প্রতারণাঃ

আচ্ছা নদভী সাহেব! মীলাদুন্নবীর বৈধতা ও বর্ণনা খুঁজতে তাক্বলীদীদের কিতাবগুলো উল্টাবার কষ্ট স্বীকার করেছেন। এতে না হয় আপনারা **وعلى ابصارهم غشاوة** এর রোগে আক্রান্ত বলে মীলাদুন্নবী আবিষ্কার করতে পারেন্নি কিন্তু চার মাযহাব ফরজ এ মাসআলাটির বর্ণনা আর তাৎপর্য সম্বলিত এবারতগুলোও আপনার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এটা বড় লজ্জার কথা! একটা সোজা সরল কথাটিকে অনর্থক প্যাঁছিয়ে আওয়ামদের পথভ্রষ্ট করলেন।

নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য তাকবীরে হাত ওঠানো কিম্বা না ওঠানো, হাত কান পর্যন্ত ওঠাবে না কাঁধ পর্যন্ত ওঠাবে, সূরা ফাতিহার পর 'আমীন' বড় করে বলা না বলা, ইমামের পেছনে মুক্বতাদী ক্বিরআত পড়বে কি পড়বে না, হাত নাভীর নিচে বাঁধবে নাকি বুকের উপর রাখবে, নাকি সোজা করে ছেড়ে দিবে ইত্যকার বিভিন্ন মাসআলার বর্ণনা সমৃদ্ধ হাদীসে পাকগুলো বর্ণিত হয়েছে। ইমাম চতুষ্টয়ের চার মাযহাবে নিজ নিজ ইজতিহাদ মতে সব মাসআলাই অনুসরণ করা হয়েছ। এ কারণেই ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

(١) اما فى زماننا فقال ائمتنا لايجوز تقليد غير الائمة الاربعة الشافعى ومالكى وابى حنيفة واحمد بن حنبل

ফাতহুল মুবীন নামক গ্রন্থে আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফরমাচ্ছেন- আমাদের ইমামগণের অভিমত হচ্ছে চার ইমাম অর্থাৎ শাফিয়ী, মালিক, আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল ছাড়া অন্য কারো তাক্বলীদ বৈধ নয়।

(٢) من كان خارجا عن هذه الاربعة فى هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار

আল্লামা তাহতাভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাশিয়ায়ে দুর্‌রে মুখতারে লিখেছেন- বর্তমান সময়ে যে ব্যক্তিই চার মাযহাবের বাইরে যাবে সে বিদআতী এবং জাহান্নামী দলের অন্তর্ভূক্ত।

নদভী সাহেব! 'মীলাদুন্নবী'কে বিদআত আর 'মীলাদ' সমর্থক মাওলানাদের বিদআতী বলার খেসারত দেখলেন তো।

"যদি চার মাযহাব মানা ফরজ হয় তখন একটি মাত্র মানলে বাকী তির ফরজ তরক হয়ে যাচ্ছে।" নিজেকে মাওলানা দাবী করে এ ধরণের বিভ্রান্তিকর কথা মানায়না নদভী সাহেব! কোন নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তি দারিদ্রের কারণে সারা জীবনে হজ্ব-যাকাত আদায় করতে পারেনি বলে সে ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের দু'টি স্তম্ভ মানেনি বলে মন্তব্য করা হবে? কখনো না। যেহেতু হজ্ব-যাকাত ফরজ ও ইসলামের দু'টি স্তম্ভ হওয়ার ব্যাপারে তার ঈমান রয়েছে। তদ্রুপ একজন অযোগ্য-অক্ষম গায়রে মুজতাহিদ ব্যক্তি চারটি মাযহাবকে সত্য জেনে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে যেকোন একটি মাযহাবই অনুসরণ করবে, এটাই যুক্তি সংগত। দেখুন এ ব্যাপারে ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের অভিমত ঃ

(١) يجب على العامى وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين (شرح جمع الجوامع)

অর্থাৎ সাধারণ মুসলমান কিম্বা কোন আলেম যার ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই

তাকে অবশ্যই ইমাম মুজতাহিদদের প্রবর্তিত যেকোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।*

আল্লামা মুহিবুল্লাহ্‌ বিহারী ফাওয়াতিহুর রাহমূত শরহু মুসাল্লামিস সুবূত গ্রন্থে ফরমাচ্ছেন-

(٣) غير المجتهد المطلق ولوكان عالما يلزمه التقليد لمجتهد ما فيما لايقدر عليه من الاجتهاد صـ٩٢٦

অর্থাৎ সাধারণ কিম্বা আলেম গায়রে মুজতাহিদের জন্য 'ইজতিহাদী মাসআলা'য় কোন একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের তাক্বলীদ করতেই হবে।

উদ্ধৃত ইবারতটি দু'বার, তিনবার এবং বারবার করে পড়ুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন। এখানে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, তাক্বলীদ করতে হয় ইজতিহাদযোগ্য বিষয়াদিতে। মীলাদ-ক্বিয়াম এমন কোন জটিল ও অস্পষ্ট বিষয় নয় যা ইজতিহাদ করে বের করতে হয়। তা ছাড়া এটা কোন বিরোধপূর্ণ মাসআলা ও ছিলনা। তাই আয়িম্মায়ে দ্বীনের ইজতিহাদী মাসায়েল 'মীলাদ ক্বিয়াম' এর মাসআলা তালাশ করা ভন্ডামী ও মূর্খতার পরিচায়ক। ইমামগণ মীলাদ-ক্বিয়াম করেন্‌নি বা করতে নিষেধ করেছেন, এমন কোন প্রমাণ আছে কি?

বর্ণচুরির নির্লজ্জ নমুনা

মহামনিষা ইমাম-মুজতাহিদগণ **اذا صح الحديث فهو مذهبى** "ইযা ছাহ্‌হাল হাদীস ফাহুয়া মাযহাবী" বলে যে উক্তি করেছেন তার অপব্যাখ্যা করে নদভী লিখেছেন- "বিশ্বনবীর সহীহ হাদীস পেলে তাহাই মান্য করে চলিও, উহাই আমাদের মাযহাব। তারা সকলেই হাদীস মান্য করে আহ্‌লে হাদীস ছিলেন।"

নদভী সাহেব, মহান ইমামগণ আহ্‌লে হাদীস ছিলেন না আহ্‌লে সুন্নাত ছিলেন তার হদিস ইন্‌শা আল্লাহ্‌ পেয়ে যাবেন। তবে আপনার উল্লিখিত উক্তি দ্বারা আপনি নিশ্চয় দ্বীনের এসব নিঃস্বার্থ আপনজন ইমাম-মুজতাহিদগণের বড় সূক্ষ্ম আর চাতুর্যের সাথে মিথ্যে অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন যে, ইমামগণ সহীহ হাদীস পান্‌নি তাই সহীহ হাদীস দিয়ে মাসআলা প্রণয়ন করেন্‌নি (নাঊযু বিল্লাহ্‌)। পরিষ্কার পানিকে ঘোলা করে পান করা যাদের অভ্যাস মানে একটি সহজ বিষয়কে যারা প্যাঁচাল করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে এক কথায় অযোগ্য-অক্ষম, সহীহ-গায়রে সহীহ যারা তমীয করতে জানেনা,

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, শরহু জমইল জাওয়ামে

আইম্মায়ে দ্বীন তাদেরকে বলেছেন? সহীহ হাদীস পেলে তার উপর আমল করিও! হাদীসে পাকে এটাকে আমানতের খেয়ানত এবং ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রিয় নবী বলেছেন- **اذا وسّد الامر الى غير اهلـه فانتظر الساعة** মানে অযোগ্যের হাতে দায়িত্ব অর্পণ ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ। নদভী সাহেব, ইমামদের এ উক্তির তাৎপর্য এমনও করতে পারতেন যে, **اذا صـح الـحديث فهو مذهبى** "ইযা ছাহ্হাল হাদীস, ফাহুয়া মাযহাবী" অর্থাৎ সহীহ হাদীসই আমার মাযহাবের ভিত্তি। অন্যথায় এটা আইম্মায়ে দ্বীনের আজেযী ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ।

সোজা সরল পথে চলতে যেহেতু আপনারা অভ্যস্ত নন, চলুন বাস্তবতার নিরিখে আলোচনা করি। সহীহ বলতে আইম্মায়ে কেরামের উদ্দেশ্য পারিভাষিক সহীহ নয়, বরং আমলকেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। হযরত ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফরমান **الـعـمـل اثبـت من الاحـاديث** অর্থাৎ মুজতাহিদীনদের আমল পারিভাষিক হাদীসের চেয়েও উত্তম। তাবেয়ীনদের অনেকেই বিপরীত হাদীস পেলে মন্তব্য করতেন- **مـا نجهل هذا ولكن مضى الـعـمـل عـلـى غيـره** অর্থাৎ এ হাদীস আমাদের অজানা নয় কিন্তু ওলামায়ে কেরামের আমল এর বিপরীতে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম এর দাদা ওস্তাদ ইমামুল মুহাদ্দিসীন আবদুর রহমান বিন মাহ্দী রদিয়াল্লাহু আন্হু ফরমাচ্ছেন- **الـسـنـة الـمـتـقـدمة مـن سـنـة اهـل الـمـديـنـة خيـر مـن الـحديث** অর্থাৎ মদীনাবাসীর পুরোনো সুন্নাত হাদীসের চেয়েও অনেক উত্তম। আপনাদের মুরব্বী মিয়া নজীর হুসাইন সাহেব "মেয়ারে হক" নামক গ্রন্থে লিখেছেন ইমামদের কোন কোন হাদীসকে তরক করা তাঁদের নিজস্ব ইজতিহাদ মতে সে হাদীস আমল যোগ্য নয় বলেই।

হাদীসের আলোকে কোন ইমামের মাযহাব নিরূপন করতে হলে ঃ

কেউ কেউ হাদীসকে দৃশ্যতঃ কোন ইমামের বিপরীত দেখে **اذا صـــــــح الـحـديـث فهـو مذهبى** "ইযা ছাহ্হাল হাদীস, ফাহুয়া মাযহাবী" এর উক্তির ভিত্তিতে ইমামের মাযহাব এ হাদীস মতই মন্তব্য করা দু'টো বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

এক. আল্লামা যুরকানী রদিয়াল্লাহু আন্হু শরহে মুআত্তা শরীফে উল্লিখিত উক্তির বিশ্লেষণে বলেন-

قـد عـلـم ان كـون الحديث مذهبه محله اذا علم انه لم يطلع عليه اما اذا احتمل اطلاعه عليه وانه حمله على محمل فلا يكون مذهبه

অর্থাৎ একথা সর্বজন বিদিত যে, কোন হাদীসকে মুজতাহিদগণের মাযহাব সাব্যস্ত করতে হলে নিশ্চতভাবে জানতে হবে যে, উক্ত হাদীস মুজতাহিদগণের কাছে পৌঁছেনি। অন্যথায় যদি এমন কোন সম্ভাবনা থাকে যে, হাদীস তিনি জানতেন কিন্তু বিশেষ কোন কারণে হাদীসের মর্ম অন্যভাবে নিয়েছেন কিম্বা ঐ হাদীসের উপর আমল করেন্ নি, তাহলে ঐ হাদীসকে 'ইমামের মাযহাব' আখ্যা দেয়া যাবে না।

দুই. নিশ্চয় কোন হাদীসকে কোন ইমামের মাযহাব আখ্যাদানকারীকে আহকামে রেজাল মানে বর্ণনাকারীদের সামগ্রিক অবস্থা, হাদীসসমূহের মূল বক্তব্য, দলীল গ্রহণ ও মাসায়েল বের করার নিয়মাবলী এবং এতদ সম্পর্কে মাযহাবের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগতি থাকতে হবে।

নদভী সাহেব! নিজেদের জারিজুরী-বাহাদুরী সম্পর্কে অবগত আছেন তো, সাবধান! এ ক্ষেত্রে সিহাহ-সিত্তাহ্ কিম্বা আসমাউর রিজাল প্রণেতাদের উদ্ধৃতি দিতে যাবেন্ না। এটা বড়ই লজ্জাকর এবং অপমানজনক হবে কিন্তু আপনাদের জন্য! কারণ, ওটাই তো অন্ধ তাক্বলীদ; আর তাক্বলীদ তো জঘণ্যতম পাপ-শির্ক!! জবাব দেবেনকি? হযরত ইমাম বুখারী, তিরমিযী, আহমদ বিন হাম্বল, ইবনুল মদিনী প্রমুখ মুহাদ্দিসীন রদিয়াল্লাহু আন্হুম যে হাদীসকে বিশুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ বলবেন আর বর্ণনাকারীদের সমালোচনায় ইমাম যাহ্বী, আসকালানী, নাসাঈ, ইবনু আদী, দা-রু কুত্নী, ইয়াহ্য়া কাত্তান, ইয়াহ্য়া বিন মুঈন, শো'বা ও ইবনু মাহ্দী হাযরাতে কেরামরা যাই বলবেন তাই হক-সত্য এবং যথার্থ, এটা কোরআনে হাকীমের ছয় হাজার ছয়শত ছয়ষট্টি আয়াতে কারীমার কোন্ আয়াতে কিম্বা প্রিয় নবীর অগণিত আহাদীসে মুবারাকার কোন্ হাদীস রয়েছে নদভীরা বলবেন কি?

যখন পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে স্বয়ং আহকামে ইলাহিয়্যা-শর্ইয়্যা জানার ব্যাপারে এমন সুমহান মর্যাদাবান মুজতাহিদীনে কেরাম ইমামদের তাক্বলীদ শির্ক সাব্যস্ত হল যাদের অনুসরণ ও তাক্বলীদ এ সমস্ত মুহাদ্দিসীন করেছেন, তো কেবল হাদীসের বাহ্যিক বৈষয়াদি জানতে এসব মুকাল্লিদীন মুহাদ্দিসীনের অনুসরণ ও তাক্বলীদে শির্ক হবেনা? নদভী সাহেব, শয়তানের মুরীদ হয়ে সকল আইম্মায়ে উম্মতের বিরুদ্ধে **انـا خيـر منه** এর সবক পড়ে নিজের ও মিল্লাতের জন্য যে সর্বনাশ ডেকে এনেছেন তা অস্বীকার করার কোন উপায় আছে?

ফকীহদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের অভিমত ঃ

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এর ওস্তাদ ও ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ওস্তাদের ওস্তাদ হযরত ইমাম সূফিয়ান বিন উয়াইনাহ্ রদিয়াল্লাহু আন্হুম বলেন-

الحديث مضلة الا للفقهاء মানে হাদীস পথ ভ্রষ্টকারী ফিক্হবিদদের ভিন্ন। আল্লামা ইবনুল হাজ্ব মাক্কী রদিয়াল্লাহু আন্হু তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "মাদখাল" এ এর বিশ্লেষণে লিখেছেন-

يريد ان غيرهم قد يحمل الشئ على ظاهره وله تاويل من حديث غيره او دليل يخفى عليه اومتروک اوجب ترکه غير شئ مما لايقوم به الا من استبحر وتفقه

অর্থাৎ হযরত ইমাম সুফিয়ান রদিয়াল্লাহু আন্হু ফরমাচ্ছেন, গায়রে মুজতাহিদগণ প্রায়শঃ হাদীসের বাহ্যিক তথা শাব্দিক অর্থই গ্রহণ করে থাকেন। অথচ অন্য হাদীস দ্বারা মর্ম অন্যভাবে প্রতীয়মান হয় কিম্বা কোন সূক্ষ্ম কারণ বা দলীল এর বিপরীতে রয়েছে যা গায়রে মুজতাহিদ মুহাদ্দিসগণ অবগত নন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

نضر الله عبد اسمع مقالتى فحفظها ووعاها واداها فربّ حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه

আল্লাহ্ সেই বান্দার জীবনকে সজীব ও সুন্দর করুন যে আমার বাণী শুনেছে, মুখস্ত করেছে, যথাযথ সংরক্ষণ করেছে এবং যথাযথ আদায় করেছে। কারণ অনেকেরই হাদীস স্মরণ থাকলেও হাদীসের সঠিক মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হন্ না। এমন কি ফকীহ্দের মাঝেও সবাই সমপর্যায়ের নয়।

আল্লামা ইমাম ইবনে হাজার মাক্কী শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি "আল্ খায়রাতুল হেসান" গ্রন্থে লিখেছেন সায়্যিদুনা হযরত আনাস রদিয়াল্লাহু আন্হু'র সুযোগ্য ছাত্র প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত ইমাম সুলাইমান আ'মশ রদিয়াল্লাহু আন্হু এর দরবারে কিছু প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়; সে সময় দরবারে হযরত ইমামে আজম রদিয়াল্লাহু আন্হু উপস্থিত ছিলেন। হযরত সুলাইমান আ'মশ রদিয়াল্লাহু আন্হু এর কাছে এর জবাব জানতে চাইলে মুহূর্তেই তিনি সুন্দর ও সঠিক জবাব দান করেন। ইমাম আ'মশ জিজ্ঞেস করলেন আপনি এত সুন্দর জবাব কোত্থেকে প্রদান করলেন, আরজ করলেন যে হাদীসসমূহ আপনার কাছ থেকে শুনেছি তা থেকেই। এই বলে ইমাম আজম সনদসহ হাদীসগুলো ইমাম আ'মশকে শোনালেন। তিনি খুশী

হয়ে বললেন, আমি আপনাকে শত দিনে যা বর্ণনা করেছি আপনি এক ঘন্টায় তা আমাকে শোনাতে পারলেন, সুবহানাল্লাহ্! আপনি এ হাদীসসমূহে এত উচ্চমানের ইজতিহাদ করেছেন, সত্যিই প্রশংসনীয়। ইমাম আম'শ বললেন-

يا معشر الفقهاء انتم الاطبآء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل اخذت الطرفين

হে ফিক্হবিদগণ আমরা আত্তার আর আপনারাই চিকিৎসক, মানে দারু আমাদের কাছে রয়েছে কিন্তু সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি আপনারাই জানেন। হে আবূ হানীফা, আল্লাহ্ আপনাকে ইলমে হাদীস ও ফিক্হ উভয় নেয়ামতই দান করেছেন।

ফোকাহায়ে কেরামের ব্যাপারে আউলিয়া ও মুহাদ্দিসীনদের সাবধান বাণী ঃ

আরেফ বিল্লাহ্ হযরত ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব শারানী রদিয়াল্লাহু আন্হু আল্ মীযানুল কোবরা নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন। ইমাম শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী রদিয়াল্লাহু আন্হু বলেন-

اياكم ان تبادروا الى الانكار على قول مجتهد او تخطئته الا بعد احاطتكم بادلة الشريعة كلها ومعرفتكم بجميع لغات العرب التى احتوت عليه الشريعة ومعرفتكم وبمعانيها وطرقها

সাবধান, যতক্ষণ শরীয়তে ইসলামিয়্যা সম্পর্কে সামগ্রিক অবগতি এবং ইসলামী শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত সকল আরবী শব্দ, প্রবাদসমূহের অর্থ ও নিয়মাবলীসহ পরিচিতি অর্জন করতে পারবে না ততক্ষণ মুজতাহিদদের কোন বক্তব্যের বিরোধিতা কিম্বা সেটাকে ভুল বলে আখ্যায়িত করা যাবেনা। ইমাম শারানী রদিয়াল্লাহু আন্হু বলেন- **وانّى لكم بذالک** কোথায় তোমরা আর কোথায় এ যোগ্যতা অর্জন! ইলমে কোরআন ও ইলমে হাদীসে এমন উচ্চ মর্গে যাঁরা আসীন ইসলামী পরিভাষায় তাঁদেরকে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বলা হয়। এমন ধরণের সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবূ ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমামে আজাল্ল সায়্যিদুনা হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে ফরমাচ্ছেন-

ماخالفته فى شئ قط ذتدبرته الارأيت مذهبه الذى ذهب اليه انجى فى الاخرة ـ وكنت ربما ملت الى الحديث فكان هو ابصر بالحديث الصحيح منى

অর্থাৎ আমি যখনই কোন মাসআলায় ইমামে আজম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিপরীতে গিয়ে চিন্তা করেছি তাঁরই উদ্ভাবিত মাসআলাকে পরকালিন কল্যাণ

ও মুক্তির ব্যাপারে সঠিক ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত পেয়েছি।

দ্বীন ও মিল্লাতের কান্ডারী আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের প্রতি ধৃষ্টতা আর প্রতিহিংসার দাবানল যদি অন্তরাত্মাকে জ্বালিয়ে কয়লা বানিয়ে থাকে তাহলে আশা করব নদভীদের অন্তরে এত টুকুতে কেটে যাবে। উম্মতে মরহুমার বহুমুখী অসুবিধা দূর করতে মুজতাহিদ ইমামগণের অবিশ্রান্ত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পবিত্র কোরআন ও হাদীস থেকে উৎসরিত শরীয়তের মাসায়েলসমূহ নিয়ে "মুহাম্মদ' এর নামে কলেমা পড়বে আর আবূ হানীফা, মালেক প্রমুখের আইন মানবে" এ ধরণের আবু জেহেলী কথা বলে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আল্লাহর গজব ও আজাব ডেকে আনবে না।

বিদ'আত, মীলাদ ও শরীয়ত প্রসঙ্গ

নদভী সাহেব, তার "বিশ্ব বিদআত" নামের হাস্যকর ও চটি পুস্তিকাটিতে 'বিদআত' শব্দ সম্বলিত দু'তিনটি হাদীস উল্লেখ করে পবিত্র মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু আদ্যোপান্ত পুস্তিকাটির কোথাও বিদআতের সংজ্ঞা মানে শরীয়তের দৃষ্টিতে 'বিদআত' কাকে বলে লিখেন নি। কারণ কথায় বলে, 'মাজনূন বকারে খোদ হুশিয়ার আস্ত'। তখন তো 'শখের হাঁড়িটা মাঠে নয় ঘাটেই চুরমার হয়ে যাবে।'

সম্মানিত পাঠক সমাজ! এবার মহান শরীয়তের আলোকে সর্বপ্রথম সরলমনা সাদাসিধে মুসলমানদের ঈমান হরণকারী, 'মান্নাউল লিল খায়র' অর্থাৎ যেকোন পূণ্যময় কাজে বিদ'আতের ধুয়োঁ তুলে বাধা দানকারী 'বিশ্ব বিদআতী'দের স্বরূপ উন্মোচনে 'বিদআত' কথাটি বিশ্লেষণ করে দেখি।

বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ ঃ

যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদ্বীন আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত 'চল্লিশ হাদীস' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল মুবীন' কিতাবে লিখেছেন-

البدعة لغة ما كان مخترعا على غير مثال سابق ومنه بديع السموات والارض اى موجد هما على غير مثال سابق

অর্থাৎ কোন প্রকার পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া নব উদ্ভাবিত কাজকে বিদআত বলা হয়। আর এ অর্থেই মহান আল্লাহর সেফাতী নাম 'বাদীউস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্ব' মানে কোন পূর্ব নমুনা ব্যতীত স্বর্গ-মর্ত্যের সৃষ্টিকারী।

শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত ঃ

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রদ্দুল মুহতার প্রথম খন্ড ৩৯৩ পৃষ্ঠায় বিদ'আতের সংজ্ঞা শরীয়তের পরিভাষায় এভাবে পেশ করেছেন-

بانها ماحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله ﷺ من علم او عمل او حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما

অর্থাৎ আকীদা-বিশ্বাস ও আমল কিম্বা প্রচলিত কর্মকান্ডে শরীয়ত সম্মত বা সর্ব সাধারণের জন্য কল্যাণকর মনে করে এমন কোন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে ধর্ম এবং ধর্মীয় কাজ হিসেবে বানিয়ে নেয়া প্রকৃত অর্থে যা রসূলে আকরম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত শরীয়ত'র বিপরীত হয়।

প্রতীয়মান হল, বর্জনীয় বিদ'আত নিরূপন করতে হলে এর দু'টো প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এক. তা শরীয়তে ইসলামিয়া অর্থাৎ কোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের বিপরীত হবে।

দুই. ইখেলাফে শরা' কাজটাকে দ্বীন ও ধর্মের অংশ বানিয়ে নেবে।

'এতদ্ভিন্ন শরীয়তে ইসলামিয়ার একটি সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজন স্বীকৃত বিধান হচ্ছে- **الاصل فى الاشياء اباحة** অর্থাৎ প্রকৃত ও মৌলিক দৃষ্টিকোণে প্রতিটি বস্তুই মুবাহ্ মানে জায়েয। যতক্ষণ কোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে তাতে কোন মন্দ বা নাজায়েয প্রমাণিত হবেনা ততক্ষণ তাকে মন্দ বা নাজায়েয বলে আখ্যায়িত করা যাবেনা।

সৃষ্টি তথা মানব কল্যাণে ইসলামের উদারতা সত্যিই লক্ষ্যণীয়। মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- **هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا** অর্থাৎ আল্লাহ্, সে মহান সত্ত্বা যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।*

الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموت وما فى الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

অর্থাৎ তোমরা কি এ সত্যটি চিন্তা করে দেখনি? যে মহান আল্লাহ্ পাকই জমিনে আসমানে সকল জাহের-বাতেন নেয়ামত ও সকল বস্তু তোমাদের কল্যাণে তোমাদেরই আয়ত্ব করে দিয়েছেন।**

---

* সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৯

** সূরা লোকমান, আয়াত-২০

বিশেষ কোন কারণে আল্লাহ্ রসূলের পক্ষ থেকে যেসব বস্তু কিম্বা কর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে তা খুবই সীমিত এবং সুনির্দিষ্টও নিশ্চয়ই। মহান আল্লাহ্ এরশাদ ফরমান- **وقد فصل لكم ما حرّم عليكم** (الانعام) অর্থাৎ- আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের নিষিদ্ধ বস্তুগুলো বিস্তারিতভাবেই বলে দিয়েছেন।

হুজূর রসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-

الحلال ما احل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وماسكت عنه فهو مما عفالكم - ترمذى وابن ماجه

অর্থাৎ "হালাল আর হারাম সেগুলোই যেগুলোর ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে হালাল কিম্বা হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেসকল ব্যাপারে নীরব রয়েছেন তোমাদের জন্য তা ক্ষমাযোগ্য।"

ইসলাম নিতান্তই সহজ ধর্ম ঃ

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- **لايكلف الله نفسا الا وسعها** অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ কাউকে সামর্থের বাইরে কষ্ট দেন না। এরশাদ হচ্ছে- **يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر** মানে- আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য সহজতর ব্যবস্থাই চান, কোন কঠিন কিম্বা সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা নয়। অন্যত্র ফরমান-

فانما يسرنه بلسانك لعلهم يتذكرون (الدخان)

অর্থাৎ হে রসূল মহাগ্রন্থ কোরআনুল হাকীমকে আমি আপনার জবান পাকে অতীব আসান করে দিয়েছি যাতে তারা সহজেই এর উপদেশগুলো গ্রহণ করতে পারে। প্রিয় নবীজি এরশাদ ফরমান- **بعثت الحنفية السمحة** হে মানব জাতি! আমি সত্য-মিথ্যা তথা হক্ব ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরুপণকারী একটি সহজতম জীবন ব্যবস্থাসহ প্রেরিত হয়েছি।

যারপর নাই অনুতাপ ঃ

আশ্চর্যই লাগে, ইসলাম প্রদানকারী ও ইসলামের প্রবর্তনকারী আল্লাহ্-রসূল বলেন ইসলাম বড়ই সহজ। **لا اكراه فى الدين** বলে যে ধর্ম নিজেকে সকল সঙ্কর্ণীতার উর্ধ্বে বলে ঘোষণা দেয় তারই অনুসারী হওয়ার দাবীদার হয়ে কথায় কাজে আচার অনুষ্ঠানে এমন সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করে যা স্বয়ং দ্বীনদার মুসলমানকেও ভাবিয়ে তোলে।

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত দর্শনের ভিত্তিতে হালাল ও হারামের যে ধারণা পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

এক. পবিত্র কোরআন যেটা না জায়েয বলেনি।

দুই. সুন্নাতে নববীর আলোকে যা নাজায়েয বলে সাব্যস্ত হয়নি।

তিন. সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজে যা নাজায়েয বলে গণ্য হয়নি এবং

চার. ইজমা-এ উম্মত যে কাজের হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত নয়।

নিঃসন্দেহে তা **الاصل فى الاشياء اباحة** (প্রত্যেক বস্তুই মৌলিক দৃষ্টিকোণে মুবাহ মানে জায়েয) এই মূল নীতির ভিত্তিতে জায়েয বলে পরিগণিত হবে।

নদভী সাহেব! অসংখ্য পরিতাপ আপনাদের জন্য। কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হওয়া পবিত্র কোরআনের বাণীগুলো যুগে যুগে খাঁটি দ্বীনদার সুন্নী মুসলমানদের জন্য ব্যবহার করার দারুন্ নাদ্ওয়া থেকে প্রাপ্ত যে পুরোনো অভ্যাস নদভী -নজদীরা ছাড়তে পারবেনা এটাই স্বাভাবিক। তাইতো এমন ধরণের কিছু আয়াত নদভী সাহেব তার বিশ্ববিদআত পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো নদভী সাহেব আপনাদের হামখেয়াল কিছু পুরোনো মুরব্বী যেমন, ফাকেহানী, বাগদাদী গংদের দু'একটি মনগড়া মন্তব্য সম্বলিত বক্তব্য ছাড়া পবিত্র কোরআন ও হাদীসের যে বাণীগুলো পেশ করে মূর্খ পন্ডিত বাহাদুর সেজে 'মীলাদ'কে বিদআত প্রমাণ করার অর্থহীন ও ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তার সাথে মীলাদুন্নবী উদ্যাপন সংক্রান্ত কোন বিষয়ের দূরবর্তী সম্পর্কও আছে কি?

অথচ পূন্যময় অনুষ্ঠান মীলাদুন্নবী'র বিরোধিতা করতে গিয়ে আপনাদের মৌলিক আক্বীদা আমলের বিরুদ্ধে হলেও মুসিলম মিল্লাতের কাছে গ্রহণীয় কিছু বিষয়ের প্রশংসনীয় অবতারণা করেছেন। যেমন- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বিভিন্ন অবস্থানের জায়গা এমনকি তিনি পেশাব মোবারক করেছেন এমন স্থানসমূহ খোঁজ নিয়ে নিয়ে সাহাবীগণ যিয়ারত করতেন। সম্ভব হলে মসজিদ নির্মাণ করে ঐ স্থানকে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা করতেন। পবিত্র কোরআন সুন্নাহয় এর নির্দেশনা মূলক কোন বর্ণনাই আসেনি।

পক্ষান্তরে, ধরাধামে প্রিয় নবীর শুভাগমন মানে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ঐতিহাসিক, বাস্তবে মহান স্রষ্টার সৃজন শীল্পে সময়ে গতিধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ দিনক্ষণ মুহূর্ত সমৃদ্ধ বারই রবিউল আউয়াল ও সোমবার দিবসটির স্মরণ, পালন ও উদ্যাপনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নির্দেশ বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও পবিত্র কোরআন-সুন্নাহয় 'মীলাদ' খুঁজে পাচ্ছেন না, 'আলেম' নামটির সাথে এসব কিছু মোটেও মানায়না।

মীলাদ ও মীলাদুন্নবী'র তাৎপর্য ঃ

এ যাবৎ মুসিলম বিশ্বে প্রচলিত আরবী শব্দ সম্ভার তথা আরবী অভিধান গুলোয় 'মীলাদ' 'মাওলিদ' শব্দ গুলোর অর্থ জন্মের সময় এবং জন্মের স্থান বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নদভীদের মত মহারথীদের মুখে 'মীলাদ' অর্থ 'প্রসব করানোর যন্ত্র' যখন লেখায়-বকায় দেখতে ও শুনতে পাই আলেম নামের অন্তরালে ইনাদের 'ধুতরা ফুলের মত' চরিত্রটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বৈকি। একটা চিরন্তন সত্যের বিরোধীতা করতে গেলে এভাবে প্রলাপ বকাটাই স্বাভাবিক। 'মীলাদ' এর ব্যবহারিক বাস্তবতা।

এ সত্য মেঘমুক্ত আকাশে চতুর্দশী শশীর মতই সুস্পষ্ট যে, ধরাধামে মানুষ হিসেবে সকল আদম সন্তানেরই মীলাদ বা জন্ম হয়েছে। কিন্তু অপরাপর ইনসান এর সাথে সৃষ্টির মূল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মাঝে যে অসংখ্য মৌলিক গুণাবলীর পার্থক্য রয়েছে তন্মধ্যে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য দু'টি বিষয় হচ্ছে- ১. অন্যান্য সকলের মীলাদ বা জন্মানুষ্ঠান মানে ঐ ব্যক্তির আগমনী আলোচনা এ পৃথিবীতে তার জন্মের পর থেকেই শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ নবীর মীলাদ অর্থাৎ তাশরীফ আনয়নের চর্চা প্রিয় নবীর শুভ জন্মের আলোচনা পর্যালোচনা মানব ইতিহাস বরং নিখিল সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই চলে আসছে। দ্বিতীয়তঃ অনেকেরই জন্মস্মৃতি চারণকালের প্রবাহে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। যৎসামান্য কারো জন্মানুষ্ঠান পালিত হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'মীলাদ' শব্দের প্রয়োগ একমাত্র খাতামুন্নাবীয়্যীন, সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা এর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, বর্তমানে 'মীলাদ' বলতে প্রিয় নবীর তাশরীফ আনয়ন বা শুভাগমন ও তৎসম্পৃক্ত আলোচনার মাহফিল'কেই বুঝায়, যার ইবতিদা মানে শুরু তো রয়েছে ইনশা আল্লাহ্ এর সাথে ইনতিহা বা শেষ শব্দের কোন সম্পৃক্ততা নেই।

এ বাস্তব বিষয়টি অনুধাবনের পর এবার শরীয়তের বিভিন্ন সূত্রগুলোর আলোকে মীলাদুন্নবীর সত্যতা ও বাস্তবতা যাচাই করে দেখি।

মীলাদুন্নবী ও কোরআন মজীদ

আমরা আগেই বলেছি; মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সার কথাই হচ্ছে প্রিয় নবীর তশরীফ আনয়ন অর্থাৎ শুভ আগমন প্রসঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এর সাথে তিনটা বিষয় সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। (এক) শুভাগমন প্রসঙ্গ (দুই) আগমনের কারণ, ধরন ও উদ্দেশ্য (তিন) যাদের কাছে এসেছেন তাদের অর্থাৎ আমাদের করণীয়। এখানে প্রথমটি 'মীলাদ' দ্বিতীয়টি

'সীরাত' ও তৃতীয়টি আমল মানে 'ওয়াজ'। অতএব ওয়াজ কিংবা সীরাত প্রসঙ্গ 'মীলাদ' এর মাঝেই নিহিত।

পবিত্র কালামে পাকের নবম পারা সূরা আ'রাফ শরীফের ১৫৭ নম্বর আয়াতে করীমায় ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সম্বোনে রেখে প্রিয় নবীজির বিশেষ বিশেষ নয়টি সিফাত বর্ণনা করেন। (১) রাসূল (২) নবী (৩) উম্মী (৪) তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত (৫) সৎকাজের আদেশ দানকারী (৬) অসৎ ও মন্দ কাজে বাধা দানকারী (৭) পাক ও পবিত্র বস্তুর বৈধকারী (৮) নাপাক ও অপবিত্র বস্তুর অবৈধকারী এবং (৯) যুগ যুগ ধরে কঠোরভাবে পালনীয় কিছু গুরুদায়িত্ব ও শৃঙ্খল হতে মুক্তি দানকারী।

বলাবাহুল্য এখানে প্রথমোক্ত সিফাত 'রাসূল' মানে 'প্রেরিত সত্ত্বা' কথাটির মাঝেই নিহিত আছে তশরীফ আনয়ন অর্থাৎ 'শুভাগমন' এর বিষয়। বাকী আটটি যেহেতু একান্তই রাসূলের কাজ তাই এগুলো 'সীরাত' হিসেবে গণ্য। মনে রাখতে হবে রাসূলের সীরাতে উম্মতকে ঈমান রাখতে হয়। রাসূলের জীবনাদর্শে উম্মতের যা পালনীয় শরীয়ত সেগুলোকে 'সুন্নাত' ও উসওয়াতুন হাসানাহ্ নামে অভিহিত করেছে সীরাত নামে নয়। বলা হয়েছে- (১) আমি তোমাদের মাঝে দুটো বিষয় রেখে গেলাম, শক্তভাবে ধারণ করলে পথভ্রষ্ট হবে না কখনও (١) كتاب الله (٢) وسنة رسوله অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ্। ২. عليكم بسنتى অর্থাৎ আমার সুন্নাহ্ পালন করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। ৩. لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর মাঝেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

উক্ত সূরা আ'রাফ শরীফের ১৫৭ নং আয়াত শরীফের উপসংহারে স্বার্থক ও সফল মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে-

فاالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه اولئک هم المفلحون

অর্থাৎ যারা তাঁকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্ত্বা হিসেবে বিশ্বাস করে মেনে নেয় তাঁর শানে বর্ণিত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে যথানিয়মে তাঁকে সম্মান করে, জান-প্রাণ উৎসর্গ করে তাঁকে সাহায্য করে এবং মেনে চলে তাঁরই উপর নাযিল কৃত সুস্পষ্ঠ কিতাব কোরআন হাকিমকে তারাই সার্থক ও সফল।

লক্ষ্যণীয় যে সফলতা অর্জনে চারটি শর্তের প্রথমটিই ঈমান আর ঈমানের প্রথম বিষয়টি তাঁকে 'রাসূল' মানা অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ হতেই প্রেরিত। জী হাঁ প্রেরণ থেকেই 'শুভাগমন' এর ধারণা নিশ্চিত করে। 'মীলাদুন্নবী'র মৌলিকত্ব এখানেই। মীলাদুন্নী তথা প্রিয় নবীর শুভাগমনের

বার্তাবাহী বেশ কয়েকটি বাণী পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ-

(১) محمد رسول الله (২) وما محمد الا رسول (৩) ولكن رسول الله وخاتم النبيين (৪) قل ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا (৫) هل كنت الا بشرا رسولا (৬) لقد جائكم رسول من انفسكم

অর্থাৎ (১) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর প্রেরিত। (২) আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা তো একজন প্রেরিত সত্ত্বা। (৩) আর (তিনি তো) মহান আল্লাহর রাসূল আর সর্বশেষ নবী। (৪) হে হাবিব ঘোষণা করে দিন হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সবার প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত। (৫) আমি একজন এমন মানব যাকে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরণ করা হয়েছে। (৬) নিশ্চয় তোমাদের সর্বাধিক আপনজন হিসেবে মহান আল্লাহর প্রেরিত সত্ত্বা তশরীফ এনেছেন।

এমন ধরনের বহু আয়াতে করীমাতে প্রিয় নবীর প্রেরণ অর্থাৎ শুভাগমনের কথা বিবৃত হয়েছে যা মীলাদুন্নবীর মৌলিকত্বই প্রমাণ করে। আর মানুষের ইহকালিন ও পরকালিন সর্বাঙ্গীন শান্তি ও সুখ লাভের একমাত্র হাঁ এক মাত্র মাধ্যম যেহেতু 'হুজুর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাই 'মীলাদুন্নবী'র ধারণার সাথে 'ঈদে মিলাদুন্নবী'র আক্বিদা- বিশ্বাসও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ঈদে মীলাদুন্নবী কেন উদ্‌যাপন করি?

নদভী, নজদী, লা-মাযহাবীদের প্রশ্ন মীলাদুন্নবী বা ঈদে মীলাদুন্নবী আমরা কেন উদ্‌যাপন করি? এতো বিদআত। আর বিদআত বর্জন করতে হবে।

প্রিয় পাঠক, ইতোপূর্বে বর্ণিত 'বিদআত' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক বর্জনীয় বিদআত বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে যার কোনপূর্ব দৃষ্টান্ত নেই এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা অর্থাৎ পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত তথা পরিপন্থি হয়।'

আলহামদু লিল্লাহ্ ওয়াশ্ শোক্‌রু লিল্লাহ্; ঈদে মীলাদুন্নবী এমন একটি বিষয় যার পূর্ব দৃষ্টান্তও রয়েছে অজশ্র এবং পবিত্র কোরআন সুন্নাহ্ সমর্থিত ও নির্দেশিত নিঃসন্দেহে। আশেকে রাসূলদের কৌতুহল নিবারণ ও সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহ অপনোদনে যৎসামান্য আলোচনা স্বাধীন ও সচেতন বিবেকবানদের সামনে চিন্তার সোপান হিসেবে পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

১. মহান আল্লাহর নির্দেশ; 'নে'মাতকে স্মরণ কর।" আল্লাহ্ পাক জাল্লাশানুহু এরশাদ ফরমান-

واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقد كم منها

"হে মুমিনগণ তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা জাহান্নামের একেবারে প্রান্তে ছিলে তিনি (স্বীয় অনুগ্রহে) তোমাদের রক্ষা করেছেন।"

এখানে **نعمة الله** বলতে নিঃসন্দেহে। 'রসূলুল্লাহ্' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ প্রিয় নবীর শুভাগমনের মাধ্যমেই ধ্বংসম্মুখ ও পতিত মানব সমাজের এ অকল্পনীয় কল্যাণ সাধিত হয়েছিল। বাস্তবে এটাই 'মীলাদুন্নবী' উদ্‌যাপনের স্বার্থকতা ও যৌক্তিকতা।

(২) মহান আল্লাহর দয়া ও করুণা লাভে খুশী উদ্‌যাপন করা" আল্লাহর নির্দেশ- এরশাদ হচ্ছে-

قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفر حواهو خير مما يجمعون

মাহবুব, তাদের বলে দিন। মানুষ পবিত্র কুরআন মজীদের মত এ মহান নে'মত আল্লাহ্ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের বদৌলতেই পেয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। আর এ হবে তাদের সারা জীবনের সঞ্চিত সকল নেকীর চেয়ে বহু উত্তম।

কুরআন-এ হাকীমের বক্ষমান আয়াতে করীমায় **فضل** ও **رحمت** যাকে মহান নে'মত কুরআন মজীদ লাভের একমাত্র মাধ্যম বলা হয়েছে, তা শব্দ দুটো হলেও তার স্বত্ত্বাগত উদ্দেশ্য যে একটাই তাতো মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমা শশীর মতই। আলোচ্য আয়াতে করিমায় **فبذالك** ইঙ্গিতসূচক অব্যয় পদটির একবচন ব্যবহারই এর প্রকৃত প্রমান।

আর পবিত্র কোরআন লাভের উসীলা-এ ওজমা হিসেবে একক সত্ত্বা কে তা আরও স্পষ্ট, আরও পরিস্কার। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ তথা এক এবং লা-শরীক হওয়া যেমন সন্দেহাতীত তেমনি এ আয়াতে করিমায় **رحمت و فضل** বলতে একক ও একমাত্র স্বত্ত্বা যাকে বোঝানো হয়েছে তিনি যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাও নিশ্চিত সন্দেহতাতীত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ্ তা'আলা কুদরতি জবানে **فضل** ও **رحمت** গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রমাণ

একাধিক আয়াতে কোরআনী দ্বারা পাওয়া যায়। যেমন- **ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا** যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই শয়তানের অনুসরণ করতে। **ولولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين** যদি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত সবাই তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে গণ্য হতে। **ولو لا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والاخرة لمسكم فى مااافضتم فيه عذاب اليم** দুনিয়া আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যা করছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হত। এ ধরনের সকল আয়াতে করীমায় **فضل** ও **رحمت** বলতে একমাত্র স্বত্ত্বা প্রিয় নবীর পুত পবিত্র মুবারক স্বত্ত্বাকেই বুঝানো হয়েছে। দুটো কারণে তা সন্দেহাতীতভাবেই প্রতীয়মান হয়।

(এক) মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ইরশাদ ফরমান- **وما ارسلنک الا رحمة للعلمين** হে রাসূল আমি তো আপনাকে নিখিল সৃষ্টির জন্যে **رحمت** করেই প্রেরণ করেছি। সূরা জুমা'আহ্ শরীফের ২নং আয়াতে প্রিয় নবীকে প্রেরণের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বর্ণনা শেষে আল্লাহ্ পাক বলেন- **ذالک فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم** এ তো আল্লাহর **فضل** তিনি যাকে চান তাকেই দান করেন। আর এ মহান **فضل** এর মালিক (স্রষ্টা) তো আল্লাহ্ তায়ালাই।

এ দুটো আয়াতে **رحمت** ও **فضل** বলতে যে হুজুর আকরাম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার বরকতময় সত্ত্বাকে বোঝানো হয়েছে তজ্জন্য বাইরের বাড়তি কোন দলীলের প্রয়োজন হয় না।

(দুই) কোরআনুল হাকিম থেকে সবাই সুপথ পাবে কিংবা সবাইকে কোরআন সুপথ দেখাবে এমন নিশ্চয়তা আল্লাহপাক দেননি বরং এরশাদ করেছেন- **يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا** কোরআনী দৃষ্টান্ত অনেককেই বিভ্রান্ত করে, আবার বহু লোককে হেদায়ত করে।

পক্ষান্তরে হুজুর রাসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সুস্পষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেন- **وانک لتهدى الى صراط مستقيم** হে রাসূল নিঃসন্দেহে আপনি তো সৎপথ সিরাতে মুস্তাকীমই দান করেন। নদভী সাহেব বুঝতেই তো পারছেন আশা করি মানব জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ও সর্ব বিষয়ে ভ্রান্তি বিভ্রান্তির কবল হতে মুক্তি লাভের এবং মহাগ্রন্থ কোরআন মজীদের সঠিক মর্মবাণী বোঝার সর্বোপরি মাবূদে বরহক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের

এর সঠিক পরিচয় লাভের এক মাত্র ওসীলা প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার ধরা ধামে শুভাগমন ও তশরীফ আনয়নের শুভ দিন ক্ষণকে স্মরণ করা এবং সৃষ্টির জন্য বিশেষ করে মুমিনীনদের প্রতি **رؤف** ও **رحيم** হিসেবে প্রেরিত স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ ও দয়ার মূর্ত প্রতীক শেষ নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার শুভ আবির্ভাবকে স্মরণ করে সকল বৈধ ও জায়েয পন্থায় মহা আনন্দ প্রকাশ ও উৎসব পালন করাই হচ্ছে মীলাদুন্নবী ও ঈদে মীলাদুন্নবী। এমন এক সুপ্রমাণিত পূণ্যময় কাজে বাধা দেয়া নিশ্চয় মুমিন এর কাজ নয়, তাই না নদভী সাহেব? তাই নিজেও পালন করুন অন্যকেও উৎসাহিত করুন। দেখছেন না! আবু লাহাব সারা জীবন কুফরী করা সত্ত্বেও মাত্র একবার ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করার সুফল কবরেও ভোগ করে চলেছে। ভাবছেন ঈদে মিলাদুন্নবী স্বর্ণ যুগের সাহাবীরা তো করেন নি, আমরা কেমনে করি? ইনশাআল্লাহ্ নদভীদের এ সন্দেহের অপনোদন করতে যাচ্ছি।

১. মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান ও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন

পারা নম্বর ৩, সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত নম্বর ৮১-৮২

واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جائكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم واخذتم على ذالكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم مع الشاهدين فمن تولى بعد ذالک فأولئک هم الفاسقون

রাব্বুল আলামীন এরশাদ ফরমাচ্ছেন- প্রিয় রাসূল! ওই দিনের স্মৃতিচারণ করুন, উম্মতকে জানিয়ে দিন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত নবী থেকে এ কথার উপর অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যখন আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতসহ দুনিয়ায় প্রেরণ করব, অতঃপর তোমাদের কাছে আমার মহান রসূল তাশরীফ আনয়ন করবেন তোমাদের নুবুয়্যত ও কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদানে। (নবীগণ আরজ করলেন, মাবূদ আমাদের করণীয় কী? এরশাদ হল) তোমরা তখন অবশ্য অবশ্যই তাঁকে মেনে নেবে এবং (তাঁরই শরীয়ত প্রতিষ্ঠায়) তাঁকে সর্বাত্মক সাহায্য করবে। আল্লাহ্ পাক জানতে চাইলেন, তোমরা কি এসব কথায় ওয়াদা করেছো এবং এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছ? (তখন) তাঁরা সকলেই সমস্বরে আরজ করলেন,- জী, আল্লাহ্ আমরা অঙ্গীকার করছি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন- 'তা হলে তোমরা পরস্পর সাক্ষি হয়ে যাও। আর আমিও সর্বোপরি তোমাদের সাথে সাক্ষি হয়ে

রইলাম। (মনে রেখ) এরপর যে কেউ এ অঙ্গীকার থেকে ফিরে যাবে সে নাফরমান হিসেবেই সাব্যস্ত হবে।

নদভী সাহেবরা! নদভীয়্যতের ল্যান্সটা খুলে নবীপ্রেমের দৃষ্টিতে একটু দেখুন তো, প্রিয় নবীর ধরাধামে তাশরীফ আনয়ন সম্পর্কিত আলোচনার এমন উত্তম আর সুন্দর মাহফিল কি কেউ কোন দিন দেখেছে? স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে আলোচনা করছেন সৃষ্টির সেরা নবী-রাসূলগণ শুনছেন। সকল নবী-রাসূলের একমাত্র সত্যায়ন ও প্রত্যায়নকারী হিসেবে তাঁর মহামর্যাদার কথা জানিয়ে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ ও শ্রদ্ধাশীল থাকার অলঙ্ঘনীয় অঙ্গীকার গ্রহণ, অঙ্গীকারে স্বীকৃতি প্রদান, পরস্পরকে সাক্ষ্য বানিয়ে সকলের উপরে আল্লাহ্ পাকের সাক্ষ্য হওয়ার ঘোষণা সর্বশেষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে এলান সব মিলিয়ে কেমন লাগল মাহফিল টা? অপূর্ব এবং অদ্বিতীয়।

২. পারা নম্বর ১১, সূরা নম্বর ৯ এবং আয়াত নম্বর ১২৮-এ মহান রাব্বুল আলামীন ফরমাচ্ছেন-

لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

হে মুমিনগণ! নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতে কিংবা তোমাদের সর্বোত্তম গোষ্ঠী- গোত্র তথা সর্বসেরা পরিবার হতে সে মহামর্যাবান রসূল তশরীফ এনেছেন, তোমাদের বিপদ-আপদ যাঁর কাছে বড়ই পীড়াদায়ক। যিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও দয়াময়।

বাহ্! বিশ্বমুমিন তথা বিশ্ববাসীর সামনে বিশ্বনিয়ন্তার পক্ষ হতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় তাশরীফ আনয়নের এমন সুন্দর ও উত্তম আলোচনা-উপস্থাপনা। সত্যিই যার কোন জুড়ি নেই। একদিকে শুভাগমনের আলোচনা অন্যদিকে বংশ শাজরার উপস্থাপনা সর্বশেষে প্রিয় রাসূলের না'ত শরীফ ও অনুপম গুণাবলীর বর্ণনা। একজন সত্যিকারের নবীপ্রেমিকের জন্য মীলাদে মুস্তাফার বৈধতা প্রমাণে এর চেয়ে মজবুত ও অকাট্য কোরআনী দলীলের প্রয়োজন আছে কি?

৩. পবিত্র কালামে পাকের একাধিক জায়গায় প্রিয় নবী তাশরীফ আনয়নের আলোচনা ছাড়াও মীলাদে মুস্তফার শুভ দিনক্ষণ ও মওসূমে প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেসব ব্যবস্থা নিয়ে ছিলেন তা নিঃসন্দেহে অপূর্ব! বিশ্বখ্যাত সীরাত গ্রন্থকার আল্লামা বুরহান উদ্দীন হালভী ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহিমাহুমাল্লাহু 'আসসীরাতুল হালবিয়াহ্' এবং 'আল খাছাইচুল কুবরা' শরীফে লিখেছেন-

وكانت تلك السنة التى حمل فيها برسول الله صلى الله يقال لها سنة الفتح والا بتهاج فان القريش كانت قبل ذالك فى جدب وضيق عظيم فاخضرت الارض وحملت الاشجار وأتاهم الرغد من كل جانب فى تلك السنة

অর্থাৎ প্রিয়নবীর নূর মোবারক হযরত আমিনা খাতুন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র কাছে স্থানান্তর হওয়ার পুরো বছর আরববাসীর কাছে, বিজয়, সজীবতা ও প্রাচুর্যের বছর হিসেবে গণ্য ছিল। কারণ ইতোপূর্বে কোরাইশরা দুর্বিসহ অভাব ও দুর্ভিক্ষের শিকার ছিল। মীলাদে মুস্তাফার বরকতে এ বছর আল্লাহ্ তা'আলা অনাবৃষ্টি দূর করে তাদের জমিতে সজীবতা, ফসল ও গাছে গাছে প্রচুর ফলমূল দান করে তাদের চর্তুমুখী সুখ ও স্বাচ্ছন্দ দান করেন।

৪. প্রিয়নবীর মীলাদের বছর গোটা বিশ্বেই ঘরে গরে বসন্তের হাওয়া ও আনন্দের দোলা লেগেছিল। বর্তমানে তথাকথিত নারীবাদী ও নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেও পণ্য হিসেবে নারীদের নগ্নতা প্রদর্শন, নারী নির্যাতন ও যৌতুকের বলি হওয়া নৈমিত্তিক ঘটনা বাস্তবিকই বিভীষিকাময়। কন্যা সন্তান হয়ে জন্ম নেয়া বা কন্যা সন্তান জন্ম দেয়া ইসলামপূর্ব আইয়ামে জাহিলিয়াতের মত আজও যেন মহা ঘৃণা আর লজ্জার কাজ বলে মনে করা হচ্ছে। মহান আল্লাহর ভাষায়- **واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم** অর্থাৎ কন্যা সন্তানের সংবাদ শুনলেই চেহারায় অসন্তোষ আর কালিমার ছাপ এসে যায়। তাইতো প্রিয়নবীজির শুভাগমনের বছর গোটা বিশ্বের সর্বত্র পুত্র সন্তান দান করে মানুষের মাঝে তার স্বভাব সূলভ ফূর্তি ও আনন্দ দানের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লামা ইয়ূসূফ নিবহানী ও আল্লামা বুরহান উদ্দীন হালবী রহিমাহুমাল্লাহু সুবিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ 'আন্ওয়ারে মুহাম্মাদিয়া' ও 'সীরাতে হালবিয়্যা'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন-

وكان قد اذن الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا ان يحملن ذكورا كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ সে বছর প্রিয় নবীর মীলাদে পাকের বরকতে পৃথিবীর সকল সন্তান সম্ভবা মহিলাদের করুণাময় আল্লাহ্ পুত্র সন্তান দান করেছেন।

নদভী সাহেব! এতো নিশ্চয় জানেন আশা করি যে, ধরাধামে কারো শুভাগমনের চর্চা তথা আলোচনা-পর্যালোচনা সাধারণতঃ ঐ লোকটির জন্মের পরই শুরু হয়। ব্যতিক্রম শুধু খাতামুন্ নাবীয়্যীন, রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বেলায়। দেখুন না মর্তের বুকে প্রথম

স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব আল্লাহর নবী হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তাঁরই সুযোগ্য প্রতিনিধি হযরত শীষ আলায়হিস্ সালাম এর উদ্দেশে এভাবেই রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আলোচনা করেছেন-

اقبل ادم علی ابنه شیث فقال ای بنی انت خلیفتی من بعدی فخذها بعمارة التقوی والعروة الوثقی فکلما ذکرت الله فاذکر الی جنبه اسم محمد فانی رأیت اسمه مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الروح والطین ثم انی طفت السموات فلم اری فی السموات موضعا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیه وان ربی اسکننی الجنة فلم اری فی الجنة قصرا ولاغرفة الاوجدت اسم محمد مکتوبا علیه ولقد رأیت اسم محمد مکتوبا علی نحور الحور العین وعلی ورق قصب لجام الجنة وعلی ورق شجرة طوبی وعلی ورق سدرة المنتهی وعلی اطراف الحجب وبین اعین الملئکة فاکثر ذکره فان الملئکة من قبل تذکره فی کل ساعاتها (زرقانی)

অর্থাৎ প্রিয় বৎস! আমার পরে এ নবুয়্যতের দায়িত্ব তোমাকেই পালন করতে হবে। তাই একে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। মনে রাখবে, মহান আল্লাহর কাছে যা কিছুই যাঞ্চা করবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উসিলা নিয়েই চেয়ে নিও। কারণ, আমি জানতে পেরেছি আমাকে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তাঁর নাম মোবারক আরশে মু'আল্লার স্তম্ভগুলোতে লিপিবদ্ধ ছিল।

আল্লাহর হুকুমে সমস্ত আকাশ জগত পরিভ্রমণ করে সর্বত্র তাঁর নাম অঙ্কিত দেখেছি। মহান আল্লাহর নির্দেশে বেহেশতে অবস্থানকালে তথাকার সকল প্রাসাদ-কামরা, হুর-গিলমানের বক্ষদেশে, দরজার চৌকাঠে চৌকাঠে বেহেশতের বৃক্ষরাজি, তূবা, সিদরাতুল মুন্তাহা নামের গাছের পাতায় পাতায়, নূরানী পর্দাগুলোর পার্শ্বদেশে ফেরেশতাগণের চোখের পর্দায় এ মোবারক নাম লিপিবদ্ধ দেখেছি। তাই নিষ্পাপ নূরানী ফেরেশতাদের মত তাঁরই পবিত্র নাম সর্বদা জপ করতে তাক।

নদভী সাহেবানরা! নিজেদেরকে খুব ঘটা করে 'আহলে হাদীস' মানে হাদীস মান্যকারী বলে দাবী করেন তাই না? দেখুন না প্রিয় নবীজি এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **ساخبرکم باول امری** আমি তোমাদেরকে আমার প্রথম অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করছি। সে প্রথম অবস্থা কী? নবীজি এক এক করে ফরমালেন- **انا دعوة ابی ابراهیم علیه السلام** আমি আমার পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম'র প্রার্থনার মূর্তপ্রতীক।

এ পবিত্র দু'আর বাস্তব ভাষাগুলো জানতে পবিত্র কোরআনে হাকীমের সূরা আল বাক্বারা শরীফের এ আয়াতে করীমাহ্ তিলাওয়াত করুন না। যা তিনি স্বীয় সুযোগ্য সন্তান হযরত ইসমাঈল যাবীহুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালামসহ কাবা ঘর নির্মাণান্তে মহান আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন-

ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم

অর্থাৎ হে প্রভু এ তরুলতা হীন ছায়া-বৃক্ষ বিহীন মরু আরবের পূণ্যভূমিতে আমার এ সন্তান ইসমাঈলের বংশেই তোমার সে মহান আখেরী রসূলকে প্রেরণ করো, যিনি তাদের তোমারই আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবেন এবং স্বীয় নুবূয়্যতী দৃষ্টি দ্বারা তাদের বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা দান করবেন।

আল্লাহ্ নদভীদের বিবেকের আটকে পড়া দুয়ারগুলো খুলে দাও। প্রিয় নবীজির শুভ তাশরীফ আনয়নের অর্থাৎ মীলাদে মুস্তাফার এ অনিন্দ্য সুন্দর আলোচনার ব্যবস্থাপনাটা তাদের বুঝিয়ে দাও তারা যেন মানুষকে অহেতুক বিভ্রান্ত না করে।

করুণার আধার, দয়ার সাগর মহান রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন- আমার দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে- **و(انا) بشارة عیسی علیه السلام** "আমি হযরত ঈসা রূহুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম'র প্রদত্ত সুসংবাদ"

واذ قال عیسی بن مریم ینبی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد

হে হাবীব! আপনি উম্মতের সামনে সে দৃশ্য স্বরণ করিয়ে দিন যখন মারয়াম তনয় হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বনী ইসরাঈলের সামনে ঘোষণা দিয়েছিলেন- শোন, আমার প্রেরণের কারণ, পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাত এর সত্যায়ন এবং এমন এক মহান রসূলের শুভাগমনের সুসংবাদ দান করতে, যিনি আমার পরেই ধরাধামে তাশরীফ আনবেন তাঁর পবিত্র নাম 'আহমদ' সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

নদভী সাহেব! এ কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়বার বলব যে, মীলাদুন্নবী মানেই প্রিয়নবীর ধরিত্রীর বুকে শুভ পর্দাপনের আলোচনা করা, আর এতে আনন্দ উপভোগ ও উদ্‌যাপনের নামই ঈদে মীলাদুন্নবী। অনন্ত-অসীম প্রেমময় অন্তর আর মনের মাধূরী নিয়ে আসুন আমাদের সাথে ঈদে মীলাদুন্নবীর আনন্দ মিছিলে।

প্রিয়নবীর নূরানী বাণীর শেষাংশ শুনুন। মনের কোণে জমে থাকা 'বিদআত'র জগদ্দল পাথর গলে যেতে সহায়ক হবে নিশ্চয়। প্রিয়নবী এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

(انا) رؤيا امى التى رأيت حين وضعتنى وقد خرج منها نور اضآء لها منه قصور الشام

অর্থাৎ আমি আমার মা হযরত আমীনা খাতুন এর চোখের দেখা সে জ্যোতির্ময় সত্ত্বা যা তিনি আমারই বেলাদতে পাকের সময় দেখেছিলেন যে, তাঁর সামনে এমন এক অত্যোজ্জ্বল জ্যোতি আবির্ভূত হল, যদ্বারা সিরিয়ার অট্টালিকাসমূহও তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল।

এখানে প্রিয়নবী নূরানী সত্ত্বা হবার কথা নিজেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন। বর্ণনা দিলেন নিজের মীলাদের কথা নিজ জবানে পাকেই। সমর্থনে মহান আল্লাহ্ পাকও বললেন **قد جآئكم من الله نور** (যা-আকুম) মানে তাশরীফ এনেছেন বাক্যে মীলাদের বর্ণনাও হল **نـــور** 'নূর' বলে তাঁর পবিত্র সত্তার নূর মানে জ্যাতির্ময় হবার ঘোষণা দিয়ে হযরত আমীনা খাতুন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর চাক্ষুষ দেখা যা নবীজি বর্ণনা করলেন তারও প্রত্যায়ন করা হল। নদভী সাহেব বলছিলাম কি এক অন্ধ অন্য আরেক জন অন্ধের হাত ধরে রাস্তা পার হতে পারে? আসুন হঠকারিতা পরিহার করে সুন্নী আশেকে রাসূল ওলামা, পীর-মাশায়েখের কাতারে আসুন অজ্ঞতার তিমির তা কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

১. সুপ্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থ 'তাবরানী' ও 'যুরকানী' ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে- একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবায়ে কেরামগণকে জিজ্ঞেস করলেন-

من انا قالو انت رسول الله قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

অর্থাৎ বলতো আমি কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন- আপনি আল্লাহর রাসূল। নবীজি এরশাদ করলেন 'আমি আব্দুল্লাহ্ তনয় মুহাম্মদ, আব্দুল মুত্তালিবের নাতী, হাশেমের প্রপৌত্র এবং আবদ মনাফের পুত্রের প্রপৌত্র।

২. প্রিয়নবী আরো বললেন- **ومن كرامتى على ربى انى ولدت مختونا ولم يـرى احـد سوأتـى** অর্থাৎ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আমার অসংখ্য মর্যাদার একটি বিশেষ মর্যাদা এই যে, আমি খত্না করা অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছি এবং আমার লজ্জাস্থান কেউ দেখেনি।

৩. বর্ণনা মতে দেখা যায় প্রিয়নবী প্রতি সোমবার রোযা রাখতেন। মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- **سـئـل عـن صوم الاثنين فقال فيه ولـدت وفيـه انـزل على** অর্থাৎ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, তিনি এরশাদ করলেন, সোমবারই তো আমার মীলাদ হয়েছে এবং সোমবারেই আমার প্রতি প্রথম অহী নাযিল হয়েছে।

'আহলে হাদীস' হওয়ার দাবীদার নদভীরা দেখুন তো, প্রিয়নবী সরাসরি নিজেই কত সুন্দর সুন্দর করে নিজের বংশ তালিকা মীলাদে পাকের অবস্থার বর্ণনা দিলেন। তৃতীয় বর্ণনায় তো প্রতি সপ্তাহেই নিজেই নিজের মীলাদে পাক উদ্‌যাপন ও ইঙ্গিতে উম্মতের প্রতি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনের উৎসাহ্ দানের অনিন্দ্য সুন্দর বর্ণনা সত্যিই আকর্ষণীয়।

এর মাধ্যমে আপনার 'বিশ্ব বিদআত' মানে বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে মীলাদ একটি বিদআতী প্রথা নামক মিথ্যাচার ও জঞ্জাল ভরা পুস্তিকাটির ২৯ পৃষ্ঠা অনুতাপ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনে হাকীমের যে সকল আয়াত ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর যে সমস্ত বাণীর অপব্যাখ্যা দিয়ে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াবার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন; আলহামদু লিল্লাহ্ তা তাসের ঘরের মতই উড়ে গেছে। লক্ষ্য করুন-

১. আপনার উদ্ধৃত আয়াতে করীমাহ্-

يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقدامروا ان يكفرو ابه

এ আয়াত কাফির, বেঈমান ও আপনাদের মত বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করাই তাগুত শয়তানের কাজ। মীলাদ তথা প্রিয় নবীর ধরাধামে তশরীফ আনয়নের আলোচনা নতুন বিধান প্রণয়ন নয় এটা খোদা প্রদত্ত বিধান। বরং এটাকে নতুন বলাটাই 'নতুন' আর বিভ্রান্তিকর বিধায় তাগুতী কাজও নিঃসন্দেহে।

২. দ্বিতীয় আয়াত-

شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى اوحينا اليک

জ্বী, নদভী সাহেব কেবল সায়্যিদুনা 'নূহ' আলায়হিস্ সালাম নয় বরং সায়্যিদুনা আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে মহানবী, রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত একই দ্বীন, একই শরীয়ত, একই বিধান। সকল দ্বীন আর শরীয়তেই 'মিলাদুন্নবী' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীর শুভাগমনের আনন্দপূর্ণ আলোচনা ছিল এবং রয়েছেও। পার্থক্য কেবল

এতটুকু যে, পূর্বেকার শরীয়তে ভবিষ্যকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ ব্যবহার হত, আমাদের শরীয়তে এখন অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করি।

৩. তৃতীয় আয়াত-

ام لهم شر كاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله

প্রশ্ন করেছেন মিলাদ আবিষ্কারের খোদা কে? তার সন্ধান পেয়েছি কিনা। জেনে রাখুন **لآ اِلــه الا الــلــه** বলে যে আল্লাহর উলূহিয়্যাতের তথা একমাত্র মাবূদ হবার আমরা সাক্ষ্য দিই তিনিই মিলাদের আবিস্কারক। পবিত্র কালামে সূরা আলে ইমরানের ৮১ ও ৮২ নং আয়াত-

واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ...الخ

এবং সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াত **قد جآ ئكم من الله نور** সূরা আলে ইমরানের ১৬৪নং আয়াত- **لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا** সূরা নিসা'র ১৭০ ও ১৭৪ নং আয়াত যথাক্রমে- **من انفسهم يتلوا عليهم اياته ... الخ** **يا ايها الناس قد جائكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا** এবং **يا ايها الناس قد جآء كم برهانكم من ربكم خيرا لكم** এভাবে সূরা তাওবা শরীফের ১২৮নং আয়াত- **لقد جآئكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم** সূরা আম্বিয়ার ১০৭নং আয়াত - **وما ارسلنك الا رحمة للعلمين** সূরা আহযাব শরীফের ৪৫, ৪৬ ও ৪৭নং আয়াতগুলো যথাক্রমে- **يا ايها النبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا - ودعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا - وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا** এ ধরনের অসংখ্য আয়াতে করিমায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় হাবে পাক, সাহেবে লাওলাক, সাইয়ারে আফলাক, রসূলে মুয়াজ্জম, নূরে মুজাস্সাম, রহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন্ নাবীয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর ধরাধামে তাশরীফ আওয়ারী তথা শুভাগমণের সুন্দর আলোচনা করে মিলাদুন্নবীর শুভ সূচনা ও আবিস্কার করেছেন এবং সূরা আলে ইমরান শরীফের ১০৩নং আয়াতে করীমায়-

واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعدآء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا - وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذالك يبين الله لكم ايته لعلكم تهتدون

বাণী দ্বারা প্রিয়নবীর শুভাগমনকে স্মরণ করার এবং সূরা য়ূনূস শরীফের ৫৮নং আয়াতে বর্ণিত- **قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو**

خير مما يجمعون বাণীতে আল্লাহ্ পাকের মহাপবিত্র কালাম কোরআন মজীদ লাভের একমাত্র মাধ্যম আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার মূর্তপ্রতীক প্রিয় রসূলের শুভাগমনের খুশী তথা আনন্দ উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিয়ে মূলতঃ মিলাদ ও ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালন করার নির্দেশও দান করেছেন মুমিন মুসলমানদের প্রতি। তাই মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন করে আমরা একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা মহান আল্লাহ্ পাকেরই অনুসরণ করছি এবং তারই নির্দেশ পালন করে যাচ্ছি।

অতএব নদভীদের উদ্ধৃত ৪,৫ ও ৬নং আয়াত যথাক্রমে সূরা আনআমের ১৩৮ ও ১৩৯ নং ও সূরা তাওবার ৩১নং আয়াতাংশ স্বয়ং তাদেরই উপর বর্তাবে আমাদের উপর নয়। কারণ, একটি অতি স্পষ্ট ও প্রমাণিত সত্য বিষয় মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে তারাই পবিত্র কোরআনের খোদা প্রদত্ত বিধানকে রদবদল ও পরিবর্তনের জঘন্যতম অপরাধ করেছে এবং তাদের আওয়াম সমাজকে এ বিকৃত মাসআলার অনুসরণ করিয়ে গোমরাহ্ ততা পথভ্রষ্ট করছে। আল্লাহ্ এদের বোঝার তাওফীক দিন নতুবা মুসলমানদের এদের গোমরাহী থেকে হেফাজত করুন, আমীন। নদভী সাহেব, মহানবীর বিরুদ্ধে মারাত্মক এক অভিযোগ শিরোনামে সূরা মায়িদা শরীফের ৬৭নং আয়াতটি উল্লেখ করে বুঝাতে চেয়েছেন- হুযূর রসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিলাদ পালনের কথা উম্মতকে বলে যাননি (নাউযুবিল্লাহ) মূলতঃ নদভী-নজদী- লামাযহাবীদের পক্ষ হতেই এটা প্রিয়নবীর বিরুদ্ধে এক অতি মারাত্মক ও নির্লজ্জ অভিযোগ। আলহামদু লিল্লাহ্ আমরা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছি- নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর করেই নিজেই নিজের মিলাদ পালন করেছেন এবং উম্মতকে উদ্দীপ্ত করেছেন। এভাবে সূরা বাকারা শরীফের ১৮৫নং আয়াতাংশ- **يريد الله بكم اليسر ولا يريدبكم العسر** এর দ্বারা বিদআত সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দ্বীন ও শরীয়তকে জটিলতর করার অভিযোগে হানাফী সুন্নী মুসলমানদের অভিযুক্ত করার কোন অবকাশ নেই। এ অভিযোগ লামাযহাবী নজদী, নদভীদের উপরই বর্তায় কারণ, তারাই নানা ধরনের ভ্রান্ত-ধৃষ্টতাপূর্ণ এমনকি কুফরী আক্বীদা ও স্ববিরোধী আমল সৃষ্টি করে দ্বীন ও শরীয়তকে জটিল থেকে জটিলতর করে দিয়েছে।

স্ববিরোধীতার নমুনা

সুপ্রিয় সচেতন জাগ্রত বিবেক মুসলমান ভাইয়েরা! এদের স্ববিরোধীতার একটি তরতাজা নমুনা লক্ষ্য করুন-

নদভী সাহেব তার 'বিশ্ব বিদআত' নামক স্ববিরোধীতায় ভরা পুস্তিকার প্রথমাংশে তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া লা-মাযহাবী কায়দায় বিশ্বের তাবৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সর্বজন স্বীকৃত চার মাযহাব এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে গিয়ে লিখেছেন চার মাযহাব সৃষ্টিকারীরা মুসলমানদের শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। কাক ধার্মিক সেজে আবার এটাও লিখেছেন যে, ইমামরা নাকি তাঁদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করতে বলেন নি। অথচ এ কথা বোঝা একেবারেই সহজ যে, চার ইমামের মাসআলা উৎসরণে নিশ্চয়ই ভিন্নতা রয়েছে। তাই অনুসরণ করতে গেলে অবশ্যম্ভাবী হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ইত্যাদি নামে মাসআলা বিশেষিত হবেই।

অতএব ইঙ্গিত ইশারায় বাস্তবে মুসলমানদের বিভক্তির জন্য মহামনীষী ইমামদেরকেই তো দায়ী করা হচ্ছে- মানে তাঁরা কেন ভিন্ন ভিন্ন মাসআলা প্রণয়ন করলেন? এমতাবস্থায় একজন লা-মাযহাবীর জন্য যে কোন মাযহাবের মহান ইমামের কথা দলীল হিসেবে উদ্ধৃতি পেশ করা নিলর্জ্জতারই নামান্তর। আর মাযহাবের ইমামের মর্মার্থ যেকোন মাযহাবীরাই বুঝতে পারে। এতো লা-মাযহাবীদের বোধগম্য হবার কথা নয়। নদভী সাহেব, মিলাদুন্নবীকে বিদআত প্রমাণ করতে মহামহিম ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন-

من ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة فقدزعم ان محمد ﷺ قد خان الرسالة

সচেতন সুন্নী-হানাফী মুসলিম ভাইয়েরা দেখুন- একদিকে সায়্যিদুনা ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, কোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস, শরীয়তের দলীল চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে শরয়ী মাসআলা এস্তেম্বাত করে উম্মতে মুসলিমার প্রভুত কল্যাণ সাধণ করে গেছেন। যা প্রকারান্তরে বিদআতও বটে। যদ্দরুন নদভী লা-মাযহাবীদের তনু-মনের জ্বালার কথা আপনারা ইতোপূর্বে পড়েছেন। সে ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি নাকি সাধারণ পাইকারীভাবে বিদআতের অজুহাতে প্রিয়নবীর উপর খেয়ানতকারী হবার অপবাদ আরোপের মত জঘন্যতম অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন। ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলায়হির উদ্ধৃত উক্তির এ বিকৃত ও অপব্যাখ্যা নদভীদের মত জ্ঞানপাপীরাই করতে পারে। সুন্নী আলেমে দ্বীনরা নয়। মহানবীর বজ্রবাণী শিরোনামে যে হাদীসগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন-

١. من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد
٢. اياكم والبدعة فان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار
٣. ما احدث قوم بدعة الارفع بها مثلها من سنة ...
٤. من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام
٥. لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلواة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين
٦. ....سحقا سحقا ...

এ ধরনের আরো হাদীসে পাকে বিদআত এর বিরুদ্ধে কঠোর বাণী এসেছে সবই বিদআত ফিল ই'তিকাদ অর্থাৎ আকাঈদী বিদআতকে বুঝানো হয়েছে; আমল সংক্রান্ত বিদআত নয়। প্রমাণ স্বরূপ আপনরাই উদ্ধৃত মিশকাত শরীফ ২৮ পৃষ্ঠার একটি হাদীসের প্রথমাংশ বাদ দিয়ে সুবিধাজনক মনে করে শেষের অংশ তুলে ধরেছেন ওটাইতো যথেষ্ট। উল্লেখ করেছেন-

ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضها الله ورسوله كان عليه من الاثم مثل اثام من عمل بها لا ينقص ذالک من او زارهم شيئا

বিদআত এর সাথে দালালাত মানে ভ্রান্ত এবং **لا يرضاها الله ورسوله** অর্থাৎ 'যাতে আল্লাহ্ ও রসূল রাজীন নন' কথা দুটি যুক্ত করে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এতে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদী মানে আক্বীদা-বিশ্বাসে বিদআত অর্থাৎ মূল আক্বীদা-বিশ্বাসে নিজ নিজ সুবিধা বা ইসলাম এর জন্য কল্যাণকর মনে করে নব নব ধ্যান ধারণা ও বিষয়াদি উদ্ভাবন করে সেগুলোকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়া। যে বিদআতে ই'তিকাদ সৃষ্টির কুফলে ইসলামের নামে খারেজী, রাফেজী, শিয়া, মুতাযিলা, ওহাবী, দেওবন্দী, মওদূদী, তাবলীগী, কাদিয়ানী, আহলে হাদীস, আহলে কোরআন এভাবে কত নাম না জানা পেঁচা-পেত্নী নিশাচরের সৃষ্টি হয়েছে।

কেউ রাসূলে পাকের অতি প্রিয় সাহাবী হযরত আলী মুরতাজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কাফির মুশরিক আখ্যা দিয়ে ইসলামের স্বার্থে শহীদ করে দিয়েছে। এভাবে আহলে বায়তে রাসূলের সাথে স্থায়ী দুশমনী সৃষ্টি করে এখনও পর্যন্ত শুহাদায়ে কারবালা এমনকি সায়্যিদুশ শুহাদা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শানে আঁকায়-বকায় বেআদবী করে যাচ্ছে (নাউযুবিল্লাহ্)। কেউ খোলাফায়ে সালাসা অর্থাৎ সিদ্দীক্বে আকবার, ফারুকে

আযম ও উসমান যুন্নুরাঈন এবং তাঁদের সমর্থকদের কাফির আখ্যা দিয়ে প্রকারান্তরে প্রিয়নবীর উপরই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের পরকালকেই বরবাদ করেছে ও করে যাচ্ছে।

কেউ তথাকথিত বুদ্ধির মারপ্যাঁচে পড়ে প্রিয়নবীর বক্ষ বিদারণ থেকে শুরু করে সকল মু'জিযাতসহ আখিরাতের কবর আযাব, হাশরের মীযান সব কিছুকেই অস্বীকার করে বসেছে।

কেউ ইসলামের নামে তকদীরকে অস্বীকার, কেউ নিজেদেরকে জড় পদার্থের মত আখ্যায়িত করে যা ইচ্ছে তাই করার ফ্রী লাইসেন্স নিয়ে নিয়েছে। কেউ কেউ রসূলে পাকের উসীলায় দু'আ করাও শিরক, রসূল আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, মাটির মানুষ, দোষে-গুণে মানুষ, মরে মাটির সাথে মিশে গেছে, কারো কোন প্রকার কল্যাণ-অকল্যাণ করা তো দূরের কথা নিজের কল্যাণও করতে পারে না। নবী গায়েব জানেন না, ইলমের মধ্যে তিনি শয়তানের চেয়ে কম আর আমলের মধ্যে উম্মতের চেয়ে কম (নাউযুবিল্লাহ্)। নবী উর্দু ভাষা জানতেন না, দেওবন্দ মাদরাসায় এসে শিখে নিয়েছেন। (মাআযাল্লাহ্)। আহলে কোরআন হওয়ার দাবীদার একদল প্রিয রসূলের হাদীসগুলো নিস্প্রয়োজন বলেছে। অন্যদিকে আহলে হাদীস হওয়ার দাবী করে নিজেদেরকেই একচ্ছত্র ও যথেচ্ছা পবিত্র কোরআনে হাকীমের তাফসীর ও ব্যাখ্যা করার যোগ্য মনে করে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আউলিয়া কেরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনকেই অস্বীকার করছে। সত্যকে মিথ্যার আড়াল করে স্ববিরোধী কথার জঞ্জাল সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্তির তিমিরতায় নিক্ষেপ করে চলেছে।

দেখুন, এরাই সম্পূর্ণ মনগড়া, কোরআন-সুন্নাহর কোন ভিত্তি ছাড়াই প্রিয়নবীর পূত-পবিত্র জীবনকে তাদের ভাষায় 'নুবুয়্যত প্রকাশের পূর্বাপর সময় অনুসারে দু'ভাগে ভাগ করে বলল, ৪০ বছর পর্যন্ত পূর্বের জীবনের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই' (নাউযু বিল্লাহ্)। দলিল পেশ করেছে- **ما اتاكم الرسول فخذوه وما منها كم عنه فانتهوا** বুঝাতে চাচ্ছে ইনি ৪০ বছর পরেই রসূল হয়েছেন এর পূর্বে নন। অথচ এ নদভী নজদী লা-মাযহাবী-আহলে হাদীসের দাবীদারদের জানা উচিত ছিল যে, শুধু মহানবী শেষ নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ নন বরং সমস্ত নবীগণই পৃথিবীতে জন্মলাভ করার পূর্বে রূহ তথা আত্মার জগতেও নবীই ছিলেন। সায়্যিদুনা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম নবজাতক শিশু দোলনায় থাকা অবস্থায় যে ঘোষণা বনী ইসরাঈলের সামনে দিয়েছিলেন পবিত্র কোরআনে তার বর্ণনা এভাবেই এসেছে-

انى عبد الله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا

মর্মার্থঃ আমি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাকে নুবুয়্যত ও কিতাব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নদভীরা প্রিয় নবীর ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা শরীয়ত সম্মত নয় প্রমাণ করার অপকৌশল হিসেবেই পূর্বে ৪০ বছর ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত নয় বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। নয়তো নদভীরা ভাল করেই জানে যে, রসূলে খোদা খাতামূল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নুবুয়্যত প্রকাশ পার্থিব ৪০ বছর বয়সে নয় বরং সৃষ্টি লগ্নেই যা- **اول ما خلق الله نور نبيک قبل الاشياء** মানে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই হয়েছে। তারা এটাও জানে যে, প্রিয়নবীর নবুয়্যত প্রকাশের আগে তথা হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত আমিনাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার এবং নবীজির গর্ভকালীন, জন্মকালীন, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বিবাহের পূর্বাপর সাংসারিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক এমনকি পুরো ৪০ বছর বছরের ইতিহাসটা মুসলমানরা জানতে পেরেছে কোন ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে নয় বরং সরাসরি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বাণী কিংবা তাঁরই সমর্থিত সাহাবায়ে কেরামের নিখুঁত বর্ণনা থেকে যা সরাসরি **ما اتاكم الرسول** এর সাথে সম্পৃক্ত। আরবীতে একটা প্রবাদ আছে- **كيف اعاودک وهذا اثر فأسک** মানে হাতে খুঁড়েই গাঁতে পড়ছেন। **لعنة الله على الكاذبين** আর **يكتمون الحق وهم يعلمون** এর শিকার হচ্ছেন জেনে শুনেই। কার কিইবা করার আছে?

নির্লজ্জ বর্ণচুরির আরেকটি নমুনাঃ

সুধী, হানাফী সুন্নী মুসলমান তথা জাগ্রত বিবেক ভাইয়েরা, এ সকল জ্ঞান পাপীদের একটি জঘন্যতম নির্লজ্জতম দৃষ্টান্ত দেখুন- 'বিশ্ব বিদআত' নামের বস্তা পঁচা পুস্তিকাটির ৭ম পৃষ্ঠায় চার মাযহাবকে ফরজ মনে করে তিনটা বাদ দিয়ে একটা মানে তিন ফরজ বাদ দেয়ার কারণে তারা এখনও মুসলমান আছে কিনা তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। মানে নদভীর কথায় যেকোন এক মাযহাব মান্যকারীরা মুসলমান নয়।

আবার একই পুস্তিকার ২৭ তম পৃষ্ঠায় লিখেছেন- হানাফী দেওবন্দীদের বিখ্যাত আলেম মাওলানা আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী, আশরাফ আলী থানভী, রশীদ আহমদ গঙ্গোহী, হুসাইন আহমদ মাদানী, শামসুল হক ফরীদপুরী প্রমুখ মাওলানা মিলাদ বিরোধী ছিলেন। নদভীর ভাষায় যেহেতু এরা বড় বড় আলেম ছিলেন তাই শরীয়তে নাই এমন কাজ অর্থাৎ মিলাদ তারা কেমন করে সমর্থন করবেন।

বলতে চাই, নদভী সাহেব আপনি নিশ্চয়ই জানেন, প্রথমতঃ হানাফীরা সুন্নী ও দেওবন্দী ফরক আছে। যার প্রমাণ আপনারই স্বীকারোক্তি 'হানাফী ও দেওবন্দী' এটাও জানেন মিলাদ সুন্নীরা করে দেওবন্দীরা নয়। তাই মিলাদ জায়েয কিনা মিলাদ বিরোধী দেওবন্দীদের কাছে সনদ তালাশ করা ধোঁকাবাজী নয় কি?

দ্বিতীয়তঃ আপনি নিজেই বললেন, এঁরা 'হানাফী দেওবন্দী'। মানে ওনারাও তিন মাযহাব তথা তিন ফরজ বাদ দিয়ে এক ফরজ মানেন। আপনার বক্তব্য মতে তারাও মুসলমান নাই, অর্থাৎ কাফির হয়ে গেছেন। আবার বলেছেন- এরা সমাজের বড় বড় আলেম। মিলাদ তারা করেন না, তাই মিলাদ না জায়েয। আপনার ভাষায় যারা কাফের তাদের কাছে মিলাদের বৈধতা খুঁজছেন আপনার এই নির্লজ্জ বর্ণচুরি আর ধোঁকাবাজীকে কোন বিশেষণে বিশেষায়িত করা যাবে, সত্যিই খুঁঝে পাচ্ছি না।

ক্বিয়াম নিয়ে ক্বিয়ামত

আশেকে রসূলগণ বলেন-

تھے جن و بشر حور و غلمان استادہ پئے تعظیم نبی
کیوں لوگ قیام کے منکر ہیں کیا ان پہ قیامت ہوتی ہے

একটা সহজ সোজা ও সরল বিষয়কে কী জঘন্যতম গরল বানিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার নির্লজ্জ অপপ্রয়াস চালানো যায় তা আবু জাহেলের প্রেতাত্মা মূর্খ নদভীর বস্তা পঁচা পুস্তিকাটি না দেখলে বুঝাই যেত না।

কোন সম্মানীয় ব্যক্তি বস্তু কিংবা বিষয়ের সম্মানার্থে ক্বিয়াম মানে দণ্ডায়মান হওয়া যে, শরীয়তের দলীল চতুষ্টয় অর্থাৎ কোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও ক্বিয়াস স্বীকৃত এমনকি সাধারণ বিবেকসম্মত একটি বিষয় তা সবাই জানে। কিন্তু এ অতি সহজটাকে বিভ্রান্তির আঁধারে নিমজ্জিত করতে গিয়ে মহান আল্লাহর তাওহীদ বর্ণনাকালে তাজীমার্থে ক্বিয়াম করার খোদায়ী হুকুমটাকেও অস্বীকার করে 'অতি চালাকের গলায় দড়ি' কথাটির মত কুফরীর ফাঁদে তিনি আটকে গেলেন। তার ভাষায়-

যিনি আল্লাহ্, যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি বিশ্ব বিধাতা, আকাশ পাতাল যাঁর বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতে বিরাজমান, যিনি সর্বজ্ঞানী, প্রত্যক্ষদর্শী সে মহান আল্লাহর মর্যাদা বর্ণনাকালে মহান আল্লাহ্ কাউকে এ হুকুম দান করেন নাই যে, আমার তাওহীদ বর্ণনাকালে আমার তাজিমের জন্য দণ্ডায়মান হইও। এমতাবস্থায় তাঁর সৃষ্টি একজন নবীর পদ মর্যাদার শ্লোক বর্ণনাকালে দণ্ডায়মান হয়ে

শারীরিক এবাদতের প্রচলন করা কত বড় অমার্জনীয় অপরাধ তা জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রই একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। এ কিয়ামের ব্যাপার ঘটিয়ে কি শরিয়তের সীমা লংঘন করা হয় না? শারীরিক এবাদত যা মহান প্রভুর জন্য জায়েয হল না তা একজন নবীর জন্য কেমন করে জায়েয হবে? কি আশ্চর্য!

দেখুন এ মূর্খ-ধূর্ত লোকটি তার এ জাহেলানা বক্তব্যে কুফরী এবং বেআদবীর কীভাবে জঞ্জাল সৃষ্টি করেছে। সে লিখেছে মহান আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা ও তাওহীদ বর্ণনাকালে তাজীমের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার হুকুম দেন নাই। অথচ মুসলমান মাত্রই জানেন যে, ঈমানের জন্য প্রথম করণীয় মহান আল্লাহর তাওহীদ ও মহানবীর রিসালতের সমন্বিত বাক্য কালিমা-ই তৈয়্যিবাহ্ **لا اله الا الله محمد رسول الله** কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করে নেয়া। কার্যক্ষেত্রে এর সর্বোচ্চ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে 'নামায'। তাই পবিত্র কোরআনে 'নামায'কে ঈমান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। **ما كان الله ليضيع ايمانكم (صلواتكم)** প্রকৃত অর্থে মহান আল্লাহর মর্যাদা ও তাওহীদ বর্ণনায় নামাযের চেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট বাস্তব ব্যবস্থা আর নেই। আর এই নামাযের ব্যাপারেই আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন, **وقوموا لله قانتين** ''তোমরা অকৃত্রিমভাবে মহান আল্লাহর তাওহীদ ও মহিমা বর্ণনায় নামাযে দণ্ডায়মান হও।''

একজন বান্দা হিসেবে জীবনের সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর দরবারে অনুগত থাকাই বন্দেগীর পরিচয়। তাই, আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন- **فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم** মর্মাথঃ নামাযান্তে তোমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থেকো মানে সর্ব কাজে আল্লাহকে স্মরণ রেখো।

'নামায' আফজালুল ইবাদাত হিসেবে এরই মাঝে ক্বিয়াম, রুকু, সুজূদ সবই শামিল রয়েছে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনকে 'যিকির' নামে আখ্যায়িত করেছেন **انا نحن نزلنا الذكر** (আমিই যিকির মানে কোরআন (অবতীর্ণ করেছি) কোরআন মজীদে মহান আল্লাহর-তাওহীদ ও মহিমার বর্ণনা রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হুযূর মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামসহ সকল নবী-রসূলের রিসালাত ও খোদা প্রদত্ত মহান মর্যাদাবলি।

মহান আল্লাহর নে'মাতপ্রাপ্ত করুণাসিক্ত বান্দা সিদ্দিকীন, শুহাদা, সালিহীন, পূর্ববর্তী উম্মতের আউলিয়ায়ে কামিলীন, আসহাবে কাহাফ, হযরত আসিফ

বিন বরখিয়া, হযরত মারয়াম আলায়হাস্ সালামসহ অসংখ্য প্রিয়ভাজন বান্দাদের প্রশংসা, প্রিয়নবী রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওয়ালিদাইন কারীমাইন, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত, আউলাদ ও আহলে বায়তে রসূল ও সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন উম্মতের সকল আগত অনাগত আউলিয়ায়ে এজামের প্রশংসায় পবিত্র কোরআন যেমনি পরিপূর্ণ তেমনি বেআদবদের বড় নেতা অভিশপ্ত শয়তান থেকে শুরু করে সর্বযুগে শয়তানের শিষ্য-শাগরেদ গোস্তাখ ও শাতেমানে আম্বিয়া শ্রেষ্ঠ নবীর যুগে শেষ যামানার ফিরআউন বলে খ্যাত আবু জেহেলসহ দারুন্নাদওয়ার সকল ষড়যন্ত্রকারী সমস্ত কাফির-বেঈমান দুশমনে রসূল এমনকি বাইরে ফিটফাট ভেতরে ভুটভাট কপট মুনাফিক সর্বশেষ স্বনামে আবু লাহাবকে উল্লেখ করে মহান আল্লাহর ভাষায় গজব অভিশাপ ও ধিক্কারসহ ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কোরআনে।

প্রতীয়মান হল- মহান আল্লাহর তাওহীদ ও মহিমা কীর্তন, নবী-রাসূল ও অলি আল্লাহদের গুণগান এবং কাফির বেঈমান, গোস্তাখ ও দুশমনে রসূলদের বদনাম করা সবই কোরআন সবই আল্লাহর যিকির। আর আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও বাস্তব যিকিরের জন্যই নামায **اقم الصلاوة لذكرى**। দেখুন, নামাযের মধ্যে ক্বিয়াম, রুকু, সুজূদ ও কুউদ মানে দাঁড়ানো, রুকু করা, সাজদাহ করা ও বসা সবাই আছে; কিন্তু **اقم الصلوة** নামায ক্বায়েম করো বলে তার ক্বিয়াম অংশটাকেই সবিশেষ উল্লেখ করা হল। আর কোরআন তিলাওয়াতের বিধান রাখা হল এ ক্বিয়াম অংর্শেই; নির্দেশ করলেন; **قوموا لله قانتين**। এ ক্বিয়াম নামাযের তের ফরজের একটি, যা ওযর বিহীন তরক করলে ফরজ ছেড়ে দেয়ার কারণে নামায হয় না। এখন এ মুর্খ লিখেছে- 'শারীরিক এবাদত (অর্থাৎ ক্বিয়াম) যা মহান প্রভুর জন্য জায়েয হল না তা একজন নবীর জন্য কেমন করে জায়েয হবে? কি আশ্চর্য! তাওবা, আস্তগাফিরুল্লাহ্! আশ্চর্য তো এসব আলেম নামের কলঙ্ক জাহেল-মুর্খ, গোস্তাখ-বেআদব নদভীদের জন্য, হায়রে ইসলাম, হায় মুসলমান! কবজুল ইলম বিকবজিল ওলামা' প্রিয় নবীর ভবিষ্যত বাণীর এমন বাস্তবায়ন! নবীজির বাণী দেখুন-

حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس روسا جها لافسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا - (مشكوة - كتبا العلم)

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যখন আলেম তুলে নেয়ার মাধ্যমে দ্বীনী ইলম ওঠিয়ে নেবেন যখন কোন সত্যিকার আলেমে দ্বীন থাকবে না মানুষ জাহেল মূর্খদেরকে নিজেদের ইমাম, মুফতী তথা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মনে করে সমস্যার

সমাধান খুঁজতে যাবে। এ সব মূর্খ ইমাম-মুফতীরা কোরআন-হাদীস না বুঝেই সমাধান দেবে ফলে, নিজেও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।

সুপ্রিয় জাগ্রত বিবেক মুসলিম ভাইয়েরা, মূলতঃ এ নদভীরাই হাদীসে বর্ণিত **رؤسا جهالا** মানে মূর্খ ধর্মীয় নেতা। এদের মূর্খতার অনেকগুলো নমূনা শুরু থেকে জেনে আসছেন শক্ত মুঠোয় ধৈর্য্যের দামান ধরে আরো কিছু জানার চেষ্টা করুন।

লক্ষ্য করুন, নদভী সাহেব প্রথমত বললেন, 'ক্বিয়াম' আল্লাহর জন্য জায়েয নেই। এতে তার কুফরী সাব্যস্ত হয়। কারণ, একটা সুস্পষ্ট ফরজকে তিনি অস্বীকার করলেন।

দ্বিতীয়তঃ মাহফিলে মিলাদে 'যিকরে' বেলাদতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে আমরা যে ক্বিয়াম করি তা নাকি আমরা রসূলের ইবাদত করছি (নাঊযু বিল্লাহ্) **لعنة الله على الكاذبين**। এটা তার জ্বলন্ত মূর্খতার পরিচয়। কারণ তার জানা উচিত ছিল যে, শারীরিক কিংবা আত্মিক এবং দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে কোন প্রকারের ইবাদত রসূলের জন্য জায়েয নেই। কারণ আমরা তাঁকে 'আল্লাহ্' বা ইবনুল্লাহ্ কিছুই মানি না। আমরা তাঁকে আবদুহু ওয়া রসূলুহু হিসেবেই মানি। আমরা রসূলকে জ্বীন-ফেরেশতা-অবতার মানিনা ইনসান হিসেবে মানি। তবে নজদী-ওহাবী-দেওবন্দী-লামাযহাবী মারদূদদের মত 'আমাদের মত সাধারণ মানুষ, দোষে-গুণে মানুষ' বলে মানি না। আমরা মানি প্রিয়নবী মহান স্রষ্টার প্রথম সৃষ্টি, সম্পূর্ণ নির্দোষ, নিস্কলুষ, অনুপম, অতুলনীয় নূরানী ইনসান, স্রষ্টাকে রাজী করতে সৃষ্টিকুলের সামনে একমাত্র অদ্বিতীয় আদর্শ **اسوة حسنة**। সমগ্র সৃষ্টির সামনে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মহান আল্লাহ্ এরশাদ ফরমাচ্ছেন-**ومن يعظم شعآئشر الله فانها من تقوى القلوب** আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সম্মান করা অন্তরের তাক্বওয়ার পরিচয়।"

আল্লাহ্ পাক আরো বলছেন- **والبدن جعلنا لكم من شعائر الله** তোমাদের জন্য উষ্ট্রকে আল্লাহর নির্দেশন বানিয়েছি। **ان الصفا والمروة من شعائر الله** নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনভুক্ত।"

প্রতীয়মান হল যে, সব প্রাণী বা বস্তু আল্লাহর নামে উৎসর্গিত কিংবা আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয়, সেটাও আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে গণ্য এবং তাও শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্মানযোগ্য, যার সম্মান হৃদয়ের তাক্বওয়ার পরিচায়ক। তাক্বওয়াই ইবাদতের প্রাণবস্তু। তাক্ওয়া না থাকলে ইবাদত আল্লাহর কাছে কবূল হয় না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **انما يتقبل**

الله من المتقين অর্থাৎ তাক্বওয়া ওয়ালাদের ইবাদতই আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন।

সৃষ্টি জগতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল আল্লাহ্ তা'আলার কেবল শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন নন বরং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অসংখ্য সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনে নবীজির সম্মানকে কেবল তাক্ওয়া অর্জনের নিয়ামক নয় বরং ফরজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে- **وتعزروه وتوقروه** অর্থাৎ তোমরা রসূলের জন্য জান-মাল উৎসর্গ কর, তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান করো।"

রসূলকে সম্মান করতে ঈমানদার আদিষ্ট। তা শারীরিকভাবে হোক বা আর্থিকভাবে। এটা আল্লাহর নির্দেশ পালন তাই প্রকৃত অর্থে আল্লাহর ইবাদত। নদভীরা নিজেদের নাম রেখেছে 'আহলে হাদীস' কিন্তু হাদীসে রসূলের মর্মার্থ বুঝে না। সহীহ্ বুখারী শরীফের একটি হাদীসে পাকের সারসংক্ষেপ শুনুন। তিন ব্যক্তি সফরে পাহাড়ী অঞ্চলে এক গর্তে আটকা পড়ে আল্লাহর দরবারে মুক্তির জন্য নেক আমলের উসিলায় দু'আ করছিলেন।

ক. একজন মা-বাবাকে দুধ পান করাতে এসে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে কষ্ট হবে তাই না জাগিয়ে সারারাত দুধের বাটি হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খ. দ্বিতীয় ব্যক্তি জনৈকা আত্মীয়াকে প্রেম নিবেদন করলে অর্থের শর্ত লাগাল। অর্থ জোগাড় হল। বিয়ের পূর্বে তার গায়ে হাত দিতে চাইল। 'আল্লাহ্কে ভয় কর' মেয়েটির একটি বাক্যই তাকে ব্যভিচার থেকে চিরতরে মুক্তি দিল।

গ. তৃতীয় জন একজন দিন মজুরের মাত্র এক দিনের বেতনকে নিজের ব্যবসার মূলধনে ব্যবহার করে মাঠ-ভর্তি মেষ-বকরী দুম্বায় ভরিয়ে ফেললেন। বহুদিন পরে সে মজদুর এসে মজুরী দাবী করলে মাঠের অসংখ্য মেষ, বকরিগুলো তাকে দিয়ে দিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ নেক আমলসমূহের উসিলায় দু'আ কবুল করলেন। তারা বিপদমুক্ত হল। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে তিনজনই খেদমত করলেন আল্লাহর বান্দার, ইবাদত হয়ে গেল আল্লাহর। **وبا لوالدين احسانا** মা-বাবার খেদমত কর, **يا ايها الذين امنوا اتقوا الله** হে মুমিন আল্লাহকে ভয় কর, এবং **لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطال** অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ খেয়ো না। **ان الله اعطوا الاجير اجرته** মজদুরকে তার মজুরী দিয়ে দাও। **يامركم ان تؤدو الامانات الى اهلها** মানে আমানত তার মালিককে ফিরিয়ে দাও। এসবই আল্লাহর বাণী। কিন্তু দুধের বাটি হাতে সারারাত অন্দ্রিায়

মা-বাবার পাশে দাঁড়িয়ে থেকো **احسان بالوالدين** এর এ বিশ্লেষণ কোথায় আছে? তা হলে মাতা-পিতার সাথে সন্তানের এ ইহসান এবং **اطاعت** বা আনুগত্য আল্লাহ্ পাক তাঁর ইবাদত হিসেবে গণ্য করলে প্রিয় নবীর যিকরে বেলাদতের সম্মানে দাঁড়িয়ে সালাম আরজ করলে আল্লাহর ইবাদত হবে না কেন? মূর্খ নদভীরা বলে, আমরা নাকি দাঁড়িয়ে শারীরিকভাবে নবীর ইবাদত করি (নাউযুবিল্লাহ্)। মা-বাবার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকলে আল্লাহর ইবাদত হলে শ্রেষ্ঠ নবীর সম্মানে দাঁড়ালে নিঃসন্দেহে আল্লাহর ইবাদত হবে।

তৃতীয়তঃ নদভী লিখেছেন আমরা ক্বিয়াম করি নবীজির আগমনে। তাই তার প্রশ্ন নবী মাহফিলের শুরুতে আসেন নাকি শেষে আসেন নাকি মাঝখানে চলে আসেন আমরা জানলাম কিভাবে, তাই ক্বিয়াম করার বাস্তব কোন সময় নেই। আবার নবীজি যদি পুরো সময় মাহফিলে থাকেন আমরা পুরো সময় দাঁড়িয়ে থাকিনা কেন?

নদভীর প্রশ্ন- নবী কি উম্মতের দরুদ-সালামের মোহতাজ? যে উনি মাহফিরে মাহফিলে ঘুরবেন। 'রসূলকে মাহফিলে আসতে হয় না তিনি মাহফিলে আসেন না' এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণিত দু'টি হাদীস পেশ করেছেন যেগুলোর মর্মার্থ হচ্ছে- 'কেউ রসূলে পাকের রওজা মোবারকে গিয়ে দরূদ-সালাম পড়ান রসূল তা শুনতে পান আর দূর থেকে দরূদ-সালাম আরজ করলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে নিযুক্ত ভ্রাম্যমান ফেরেশতারা তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেন।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে- নদভী সাহেবরা, এ সব কথা মানে নবীজী কখন, কোথায়, কিভাবে আসলেন কি আসলেন না সে সব অবিশ্বাসীদের জন্যে যারা নবীকে প্রকৃত অর্থে নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন না বরং নিজেদের মতই একজন সাধারণ মানুষ বলেই মনে করেন।

নবীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন- **انا ارسلنک شاهدا** মানে নবী হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী। আল্লামা বায়জাভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ভাষায় **على من بعثت اليهم** অর্থাৎ যাদের প্রতি নবীজী প্রেরিত সকলেরই সাক্ষী। প্রিয়নবী এরশাদ ফরমান- **ارسلت الى الخلق كافة** পুরো সৃষ্টির প্রতিই আমি প্রেরিত। বুঝা গেল সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনে। হাদীসে পাকে বর্ণিত, প্রিয়নবী এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **ان الله زوى لي الارض حتى رأيت مشارق الارض ومغاربها** অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আমার সামনে জগতটাকে সঙ্কোচন করে দিয়েছেন আমি তার পূর্ব-পশ্চিম সবই প্রত্যক্ষ করেছি।*

* মুসলিম শরীফ

ان الله قد رفع لی الدینا فانا انظر الیها والی ماهو کائن فیها الی یوم القیمة کانما انظر الی کفی هذه

অর্থাৎ গোটা জগতটা আল্লাহ্ আমার সামনে তুলে ধরলেন আমার কাছে এর ভূত-ভবিষ্যত সবকিছুই হাতের তালুর মতই সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচরে রয়েছে। সুবিখ্যাত ও সর্বজন মান্য তাফসীর গ্রন্থ 'রূহুল বয়ান' শরীফে 'সূরা ক্বলম' শরীফের আয়াত- **ما انت بنعمة ربک بمجنون** এর তাফসীরে লিখেছেন-

بمستور عما کان من الازل وما سیکون الی الابدبل انت عالم لما کان وخبیر لما سیکون ویدل علی احاطة علمه قوله علیه السلام فوضع کفه علی کتفی فوجدت برده بین ثدی وعلمت ما کان وما یکون

অর্থাৎ সৃষ্টির আদি-অন্ত কিছুই আপনার অগোচরে নয় যাবতীয় সৃষ্টির সম্পর্কেই আপনি জ্ঞাত। রূহুল বয়ান প্রণেতা বলেন- রসূলে পাকের জ্ঞানের বিশাল ব্যাপ্তি স্বয়ং তাঁর পবিত্র বাণী দ্বারাই প্রমাণিত হয়। এরশাদ হচ্ছে মীরাজে **مقام او ادنی**'র সর্বাধিক নৈকট্যে আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত স্বীয় কুদরতের দস্ত মোবারক আমার স্কন্ধে রাখলেন। আমি তার ফয়েজ ও বরকত ক্বলবে অনুভব করলাম। পরন্তু আমি সৃষ্টির আদি-অন্ত সব কিছুই অবগত হলাম।

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম স্বীয় রিসালত এর প্রমাণ স্বরূপ খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি এভাবে ঘোষণা করেছেন- **وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم** অর্থাৎ তোমাদের ভূত-বর্তমান, ভবিষত্যের রোজগার, পানাহার, জমা-খরচ, সবকিছুই আমার নখদর্পনে। সূরা আন'আম শরীফের ৯০ নম্বর আয়াত- **اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده** অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সবাইকে মহান আল্লাহ্ হেদায়ত দান করেছেন। সুতরাং হে রসূল, আপনি তাঁদের পথের অনুসরণ করুন। এ আয়াতে করিমার আলোকে ওলামায়ে ইসলামের সুন্দর অভিমতসমূহ পড়ুন-

১. তাফসীরে রুহুল মা'আনী শরীফ-

انه یتعن ان الاقتداء المامور به لیس الا فی الاخلاق الفاضلة والصفات الکاملة کالحلم والصبر والزهد وکثرة الشکروالتفرع ونحوها ویکون فی الایة دلیل علی انه صلی الله علیه وسلم افضل منهم قطعا لتضمنها

অর্থাৎ সাব্যস্ত হল যে, ইমামূল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তের অনুসরণ নয় বরং তাঁদের ধৈর্য-সহনশীলতা,

নির্লোভ ও আল্লাহর দরবারে অধিকতর কৃতজ্ঞ-বিনম্র হওয়া ইত্যাদি উন্নত চরিত্র ও সর্বোচ্চ গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার কথা বলেছেন। আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সকল নবী-রাসূলের মাঝে শ্রেষ্ঠতম। কারণ, সমস্ত পৃথক পৃথক গুণাবলী তাঁরই মাঝেই সন্নিবেশিত। ৭ম/২১৭

২. তাফসীরে কাবীর শরীফে আল্লামা রাজী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন-

احتج العلماء بهذه الایة ان رسولنا صلی الله علیه وسلم افضل من جمیع الانبیاء علیهم السلام .... وهذا یقتضی انه اجتمع فیه من الخصال المرضیة ما کان متفرقا فیهم فوجب ان یکون افضل منهم

অর্থাৎ ওলামায়ে কেরাম এ আয়াতে মোবারাকা দ্বারা প্রমাণ করেছেন নবীদের মাঝে আমাদের রসূলই সর্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সকল নবী-রাসূলের মাঝে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় পৃথক পৃথক জ্ঞান-গরীমা, মহিমা-মর্যাদা ও মুজিযা একত্রে আমাদের নবীর মাঝে বিদ্যমান। তাই, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত।*

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را فضائل وکمالات بود کہ اگر مجموع فضائل انبیاء را در جنب نہند راجح آید (شرح سفر السعادت ص ۴۴۲)

মর্মার্থঃ নবীদের সম্মিলিত মর্যাদার চেয়েও আমাদের রসূলের মর্যাদা অনেক বেশি।

کمالات انبیاء دیگر محدود ومعین ست اما ایں جا تعین وتحدید نگنجد وخیال وقیاس را بدک کمال وئے نہ بود (مرج البحرین)

অন্যান্য নবীদের মর্যাদা সীমিত ও নির্দিষ্ট। কিন্তু এখানে কোন সীমা নেই, নির্দ্ধারণও নেই। মানুষের ধ্যান-ধারণা ও গবেষণা যেখানে অক্ষম।''

দেখুন তো নদভী সাহেব, যে নবীর এমন শান ও মর্যাদা তাঁর ব্যাপারে আমাদের মাহফিলে আসা- না আসার প্রশ্নই তো অবান্তর। আল্লাহ্ কোথায় আসেন না আসেন এ প্রশ্ন কেউ তো করে না। কারণ তাঁকে সবাই সর্বত্র বিরাজমান মানে ও জানে। অর্থাৎ তিনি যেভাবে যেখানেই থাকুন আপন সত্বাগত মহিমায় সবকিছু দেখেন, শোনেন সর্বোপরি ক্ষমতা রাখেন- **والله قل اللهم مالک الملک** মহান আল্লাহর পরিচয় হচ্ছে- **بکل شئ محیط تؤتی الملک من تشاء** তিনি ক্ষমতার আধার। যাকে চান ক্ষমতাবান করেন।''

---

* ১৩খণ্ড, ৭০-৭১ পৃষ্ঠা

তিনি তাঁর সর্বাধিক প্রিয় হাবীবকে মদীনার রওজা পাকে অবস্থান করে ও গোটা জগতকে অবলোকন করার ক্ষমতা দান করলে আমার আপনার কিংবা অন্য কারো কিছু বলার আছে? শুনুন, ফেরেশতা দরূদ-সালাম নিয়ে যায়, এটা খেদমতের ব্যাপার, অক্ষমতার দলিল নয়। দুয়ারে দুয়ারে আসবেন কেন? তিনি দরূদ-সালামের মোহতাজি নাকি? এসব প্রশ্ন অসুন্দর। তিনি সশরীরে কারো পাশে কিংবা কোন মাহফিলে তাশরীফ আনলে অথবা সামান্যতম তাওয়াজ্জুহ্ দান করলে এটা আমরা গোলামদের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের ও আনন্দের।

চতুর্থতঃ নদভী সাহেব তার মূর্খতা সুলভ বিভ্রান্তি ছড়াবার অপকৌশল হিসেবে প্রশ্ন করেছেন আমরা অন্যান্য নবী-রসূল, প্রিয় নবীর সাহাবায়ে কেরাম এবং নবীজির মহাপ্রাণ মহিয়ষী পূতঃপবিত্র বিবিগণ উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের জন্য কেন ক্বিয়াম করি না। শরীয়তে কি কোন বৈষম্য আচরণের বিধান আছে?

আচ্ছা, নদভী সাহেব, মানুষকে এখনো বোকার স্বর্গে বাস করছে বলে মনে করছেন? দেশের মানুষ শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান কিংবা কবি নজরুল ইসলামের জন্ম বার্ষিকী পালনকালে কেউ কোন সময় প্রশ্ন করল না যে তাঁদের মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য করছেন না কেন? আপনারা যেখানে নবীজীর জন্যেই মিলাদ ক্বিয়াম করেন না সেখানে অবান্তর মায়া কান্না কেন?

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ রাখতে, করতে এবং তাঁর শুভাগমণের আলোচনা অর্থাৎ মিলাদ মাহফিল করতে মুমিন উম্মতরা আদিষ্ট। আল্লাহ্ পাক নিজে করেছেন, স্বয়ং রাসূল করেছেন, মিলাদে নবীর আলোচনা করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। যুগে যুগে আহলে সুন্নাত মানে আহলে হকরা করে আসছেন। রসূলে পাকের সার্বিক আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা হয় না। ক্বিয়াম করা হয় কেবল 'যিকরে বেলাদত-ই মুস্তফা' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র তা'জীম ও সম্মানার্থে। এর সাথে মাহফিলে প্রিয় রসূল তাশরীফ আনলেন কিনা, অথবা অন্য কারো সম্মানে কিয়াম করা হল না কেন? এসব প্রশ্ন মূর্খতারই নামান্তর।

নদভীরা এসব প্রশ্ন মিলাদ উদ্‌যাপনকারী মাওলানা সুন্নী ওলামাদের না করে সরাসরি মহান আল্লাহকেই করুন। যিনি নিস্পাপ ফেরেশতাদের নিয়ে খাছ করে নবীজীর উপরই দরূদ পড়ছেন বলে ঘোষণা দিলেন। আবার আমাদেরকেও নির্দেশ দিলেন শুধুমাত্র নবীর উপরই দরূদ সালাম আরজ করতে **ان الله وملائكته يصلون على النبى يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما** অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রিয় নবীর শুভ আগমনের আলোচনার পর মুমিনদের নির্দেশ দিলেন কেবল রসূলে পাককে সম্মান করতে তাঁরই জন্য উৎসর্গ প্রাণ হতে।

انا ارسلنكا شاهدا ومبشرا ونذير ـ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكر واصيل

এখানে **وتعزروه** এবং **وتوقروه** নির্দেশ বাক্য দু'টোতে ৯ সর্বনামটি কেবলমাত্র রসূলে পাককেই তো বুঝায়? অন্যের সম্পৃক্ততার সুযোগ কোথায়? হ্যাঁ, নদভী সাহেব, যারা প্রিয় রসূলকে সম্মান করে নবীজীর সাথে সম্পৃক্ত তাঁর মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এমনকি স্থান-কাল ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি সব কিছুকেই তাঁরা দুনিয়ার সব কিছু এমনকি প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসেন। আপনারা যেখানে রসূলে পাকের বৈধও প্রমাণিত সম্মান প্রদর্শণকেও সহস্রাযুত কপটতাপূর্ণ জাহেলানা প্রশ্নের অন্তরালে বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিপতিত করে মুসলিম সমাজকে এ মহাপূণ্য কাজ থেকে বঞ্চিত করছেন সেখানে এসব আপনাদের মুখে 'মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি' প্রবাদের মতই চমৎকার।

আমাদের মা-বোনদের নিয়ে চিন্তা করছেন? তা আপনাদের করতে হবে না। তারা আলহামদু লিল্লাহ্ মনে প্রাণে রসূল প্রেমিক। মিলাদ-ক্বিয়ামকে নিখাদ ভালবাসে ও সমর্থন করে ওরা। তাইতো ওরা মিলাদের যাবতীয় আয়োজন সুন্দরভাবে পালন করে। এ খেদমত ও সমর্থনই তাদের সাওয়াব পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সব কাজ সবাইকে প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে শরীয়ত এ বাধ্যবাদকতা দেয়নি।

হ্যাঁ, আমরা আমাদের সুন্নী মা-বাবা ও যুবক ভাইদের সাবধান করি, যেন পার্থিব-সহায়-সম্পদ তথা সর্বমহামারী যৌতুকের লোভে নজদী-ওহাবী, দেওবন্দী, লা-মাযহাবী, আহলে হাদীস ও নদভীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ না হয়। কারণ এ ধরনের মহিলারাই সুন্নী পরিবারে এসে মাঝে-মধ্যে 'অঘটন ঘটন পটিয়সী'র ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

আহলে হাদীস (!)'র 'হাদীস' দ্বারা দলিল পেশের নমুনা

নদভী সাহেব ক্বিয়ামে মিলাদ মানে 'যিকরে বেলাদতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানার্থে ক্বিয়াম করা অবৈধ ও নাজায়েয প্রমাণ করার সপক্ষে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর একটি এবং তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত অপর আরেকটি হাদীস শরীফ পেশ করেছেন।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, পবিত্র কোরআন মজীদ এর আয়াতসমূহ এবং প্রিয় নবীর হাদীস মোবারকগুলো পরস্পরের মাঝে বাস্তবে কোন দ্বন্দ্ব আর বৈপরীত্য নেই। এরপরেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, আল্লাহ্ তায়ালা এক আয়অতে এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير** বাহ্যিক অর্থ- আল্লাহ্ ছাড়া

তোমাদের জন্য কোন অলী নেই, কোন **نصير** বা সাহায্যকারী নেই। অন্য জায়গায় বলছেন- **انما وليكم الله ورسوله والمومنون** আল্লাহ্ ছাড়াও রসূল এবং অন্যান্য মুমিনরাও তোমাদের অলী। আরেক আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন- **تعانوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان** একে অপরকে সৎকাজে সাহায্য কর, মন্দ ও পাপের কাজে নয়।'

প্রশ্ন হচ্ছে সাহায্যকারী যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্ তাআলায়ই, তখন আমরা পরস্পরের সাহায্যকারী হই কেমনে? এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন- **اقيموا الصلواة** নামায কায়েম কর, অন্য আয়াতে বলছেন **لاتقربوا الصلواة** নামাযের কাছেও যেও না। এক আয়অতে রসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন- **قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا** বলুন, আমার কাছে নিজের ব্যাপারেও কল্যাণ অকল্যাণের ক্ষমতা নেই। আবার অন্যত্র ঘোষণা দিচ্ছেন- **وما ارسلناك الا رحمة للعلمين** হে রসূল আমি তো আপনাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের কল্যাণকারী বানিয়েছি। এক আয়াতে এরশাদ ফরমাচ্ছেন- **ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر** নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। (অর্থাৎ নামাযী সৎ ও জান্নাতী হয়)।

অন্য আয়াতে দেখুন **فويل للمصلين** মানে মুসল্লীরা জাহান্নামী! বলছিলাম কি এসব বাহ্যিক দ্বন্দ্ব সম্বলিত আয়াতে করিমাসমূহের সিদ্ধান্ত নিতে হলে প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর বর্ণনার ধারাবাহিকতা সামনে রেখেই নিতে হয়। নয়তো, আমানতদারী রক্ষা করা হয় না। কারণ, এতে করে জাহেল ভণ্ডরা নানামুখী প্রশ্ন করবে, ফলে নিজেরাও প্রথভ্রষ্ট আর অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে। যেমনটি করেছেন নদভী সাহেবানরা।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্বিয়ামের বিপক্ষে হযরত আনাস ও হযরত আবূ উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণিত হাদিসগুলো নদভী সাহেব পেশ করলেন কিন্তু মিশকাত শরীফ বাবুল ক্বিয়ামে হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণিত সম্মানার্থে ক্বিয়াম করার বৈধতার প্রমাণকারী হাদীসগুলো পেশ করেন নি। হযরত আবূ হুরায়রা ফরমাচ্ছেন-

فاذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت ازواجه

অর্থাৎ প্রিয় নবী মজলিস থেকে চলে যেতে দণ্ডায়মান হলে আমরাও তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতাম এবং কোন হুজরা মোবারকে তাশরীফ নিয়ে যাওয়া পর্যন্তই দাঁড়িয়ে থাকতাম। (কই, এখানে তো 'নিষেধ' করেছেন বলে কোন বর্ণনা নেই)

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদীস

শরীফে অপরাধী বনু কোরাইযার বিচারের জন্য হযরত সা'আদ বিন মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিচারক মনোনীত হওয়ার পর তিনি মসজিদে নবভী শরীফে উপস্থিত হলে প্রিয় নবী তাঁর স্বগোত্রিয় আনসারদের তাঁরই সম্মানে দাঁড়িয়ে এগিয়ে নিতে নির্দেশ দেন- ﷺ **فلما دنا من المسجد قال رسول الله للانصار قوموا الى سيدكم (متفق عليه)** বিশ্ব বিশ্রুত আলেমে দ্বীন শারেহে মুসলিম আল্লামা নবভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন এ হাদীস দ্বারা কোন বুযুর্গ আলেম বা সম্মানীয় ব্যক্তির শুভাগমনে তাঁকে দাড়িয়ে সম্মান দেখানোর বৈধতাই প্রমাণিত হয়।

অতএব, বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলো পাশাপাশি রেখে আলোচনা করলে দেখা যাবে এক বিশেষ ধরনের ক্বিয়ামকে প্রিয়নবী অপছন্দ করেছেন এবং নিষেধ করেছেন যা দুনিয়াদার, দাম্ভিক ও অহঙ্কারী রাজা-বাদশারা নিজেদের সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকতে মানুষকে বাধ্য করত।

নদভী তার পেশকৃত হাদীসদ্বয়ে **لا تقوموا** এরপরে **كما تقوموا الاعاجم** থেকে শেষ পর্যন্ত এবং **لم يقوموا** বাক্যের পরে **لما يعلمون** থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে দেখলেই বুঝতে পারতেন কোথায় আগরতলা আর কোথায় উগারতলা'। ক্বিয়ামে তা'জীমে যিকরে বেলাদতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে হাদীসে নিষিদ্ধ এ ক্বিয়ামের সাথে কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু কেউ যদি **ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة** এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় সুন্নী ওলামায়ে কেরামের কীই বা করার আছে।

আহলে হাদীস'র স্বরূপ উন্মোচন

ওয়াহাবী ও হাদীসঃ 'আহলে হাদীস' নামধারী গায়রে মুকাল্লিদ লা-মাযহাবীদের আসল নাম ওয়াহাবী আর উপাধি হচ্ছে নজদী। কারণ, তাদের সর্বোচ্চ গোড়াপত্তনকারী পূর্ব পুরুষ হচ্ছে 'মুহাম্মদ বিন আবদিল ওয়াহ্হাব' নজদ এর বাসিন্দা ছিল। অতএব তারা প্রবর্তকের নামানুসারে ওয়াহাবী এবং তার জন্মস্থানের দিক থেকে 'নজদী' নামেই পরিচিত। ঠিক যেমন কাদিয়ানী প্রবর্তক 'মির্জা গোলাম আহমদ' এর নামানুষারে 'মির্জায়ী' কিন্তু তার জন্মভূমির নামানুযায়ী 'কাদিয়ানী' নামে খ্যাত।

ইসলামী ঐক্যের সুদৃঢ় প্রাচীরে ফাটল ধরাতে মুনাফিকরা যে সব দল-উপদল সৃষ্টি করেছে তন্মধ্যে ওয়াহাবী-নজদী ফের্কাই সব চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এদের ব্যাপারে রসূলে মাক্বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সতর্ক ভবিষ্যৎ বাণী দান করেছেন। ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

هناك الزلازل والفتن ويخرج منها قرن الشيطان

'নজদ-এ জলজলা এবং ফিতনা হবে এবং ওখান থেকেই এক শয়তানী দলের

আবির্ভাব হবে।'

এ দলটির জন্মদাতা মুহাম্মদ বিন আবদিল ওয়াহ্হাব নজদী আর বৃহত্তর ভারত উপ-মহাদেশে এর আমদানী কারক ও লালনকর্তা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও শাহ্ ইসমাঈল দেহলভী। এরা সাধারণ মুসলমানদের মুশরিক বলে আর নিজেদের পরিচেয় দেয় 'মুয়াহ্হিদ' অর্থাৎ তাওহিদী জনতা বলে। এরা মুকাল্লিদ অর্থাৎ মাযহাব মান্যকারীদের প্রাণের দুশমন। ইমাম চতুষ্ঠয় ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম এর শানে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অশালীন উক্তি করে যেমনিভাবে 'শিয়া' রাফেযীরা সাহাবায়ে কেরামের শানে কটুক্তি ও বেআদবী করে।

মুসলিম মিল্লাতের সামনে নিজেদের এ দোষকে আড়ালে করতে নিজেদেরকে আহলে হাদীস কিংবা আমেল বিল হাদীস নামে পরিচয় দেয়। এক সময় তারা ওয়াহাবী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করত। এখন কিন্তু তাদেরকে ওয়াহাবী বললে চটে যায়। এদের আক্বীদা এবং আমল মারাত্মক দুর্গন্ধময়। ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। আমরা এখানে 'আহলে হাদীস' নামটির উপর কিঞ্চিত আলোকপাত করব, যাতে প্রমাণ হয়ে যাবে এদের কেবল কাজ নয় নামটাও মারাত্মক ভুল ও গলত। জাগ্রত বিবেক সত্যান্বেষী মুসলিম মিল্লাতের কাছে ন্যায় বিচার কামনা করছি এবং মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি কবূলিয়্যাত ও মঞ্জুরীর।

স্মরণ রাখুন, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই আহলে হাদীস বা আমেল বিল হাদীস হতেই পারে না। কাফিরদের জান্নাতের প্রবেশ যেমন অসম্ভব এটাও তেমনি অসম্ভব। মহান আল্লাহ্ বলেন- **لا تفتح لهم ابواب السمآء ولايدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط** অর্থাৎ কাফির খোদাদ্রোহীদের জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত হবে না। সুঁইয়ের পেছনের ছিদ্র দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করা সম্ভব নয় তেমনি এদের বেহেশতে প্রবেশ করাও অসম্ভব।

একই সূরে সুর মিলিয়ে বলুন কোন ব্যক্তির জন্য আহলে হাদীস কিংবা আমেল বিল হাদীস হওয়াও অসম্ভব। দেখুন হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- কথা, আলোচনা কিংবা বাক্য। মহান আল্লাহ্ বলেন- **فبای حدیث بعده یؤمنون** কোরআনের পরে মানে কোরআনকে বাদ দিয়ে তারা কোন কথাটি মানবে? **اللہ نزّل احسن الحدیث** আল্লাহ্ তায়ালাই সবচে উত্তম কালাম (বাক্য) অবতীর্ণ করেছেন। **ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم** এমন কিছু মানুষ আছে যারা অজ্ঞতা বশতঃ অন্যকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে নেয়।''

দেখুন, তৃতীয় আয়াতে নোবেল-উপন্যাসের কল্প কাহিনীগুলোকেও 'হাদীস'

নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শরীয়তের ভাষায় হুযূর সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র বাণী, আমল ও সমর্থন এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজ সম্বলিত বাক্য ও বর্ণনাকে 'হাদীস' বলা হয়। এখন 'আহলে হাদীস'দের প্রশ্ন করুন, তারা কোন হাদীসের উপর আমল করে, আভিধানিক হাদীসে না পারিভাষিক হাদীসে?

যদি বলে আভিধানিক হাদীসে আমল করে তাহলে তো সকল নোবেল-ঐপন্যাসিকও এসব সত্য-মিথ্যা কল্প কাহিনীতে যারা বিশ্বাসী ওরাও 'আহলে হাদীস' হবে।

যদি বলে শরয়ী পারিভাষিক হাদীসে আমল করে তা হলে প্রশ্ন করুন তারা কি সব হাদীসে আমল করে? না কোন কোন হাদীসে। যদি বলে আমরা সব হাদীসে আমল করি না বরং কিছু কিছু হাদীসে আমল করি; তাহলে তাদের নামের বিশেষত্বই নেই। কারণ এই যে কিছু কিছু হাদীস সব মুসলমানই মানে। এমন কি প্রিয়নবীর পবিত্র বাণী 'সত্যেই মুক্তি আর মিথ্যেয় ধবংস' সব কাফির-মুশরিকরাও মানে। এরা হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের 'আহলে হাদীস' বলে মানে না কেন? এরাওতো প্রিয় নবীর সহস্রাযুত হাদীসে আমল করে।

আর যদি উত্তর দেয় তারা, সব হাদীসে আমল করে তা হবে জ্বলন্ত মিথ্যা এবং ভ্রান্ত। কারণ, সব হাদীসে বিশ্বাস করা যায়, আমল করা যায় না। কেননা প্রিয় নবীর হাদিস সমূহে কিছু নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) রয়েছে। আবার এমন কিছু হাদীস রয়েছে যাতে প্রিয়নবীর এমন বিশেষ বিশেষ আমল শরীফের বর্ণনা এসেছে যেগুলো প্রিয় নবীর জন্যই বৈধ ও ফরজ, উম্মতের জন্য হারাম। যেমন মিম্বরের উপর নামায পড়া, উটের উপর আরোহন করে তাওয়াফ করা, সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কারণে সিজদাকে দীর্ঘায়িত করা, হযরত উমামাহ্ বিনতে আবিল আসকে কাঁধে নিয়ে নামায আদায় করা, একই সাথে ৯/১১ জন স্ত্রী রাখা, মহর বিহীন নিকাহ্ বৈধ হওয়া, আযওয়াজে মুতাহ্হাতরাগণের মাঝে আদল অর্থাৎ সমাধিকার প্রদান ওয়াজিব না হওয়া ইত্যাদি হাদিসে বর্ণিত রয়েছে।

হাদীসে এমনও বর্ণিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কালিমা পড়তেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইন্নী রসূলুল্লাহ্। কোন গায়রে মুকাল্লিদ আহলে হাদীস এভাবে কালিমা পড়ুন না, দেখা যাবে কাদিয়ানীদের মত তাদের প্রতিও কেমন জুতা পেটা চলে। মোদ্দাকথা হাদীসে এমন বিষয়াদির বর্ণনাও আছে যা রসূলে পাকের জন্যই খাছ ও বৈধ, উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়।

এতদ্ ভিন্ন কোন কোন হাদীসে প্রিয়নবীর এমন আমল শরীফের বর্ণনা রয়েছে যেগুলো পূর্ণ মনযোগিতা না থাকা কিংবা ইজতিহাদী খতার কারণে হয়েছে। এখন আহলে হাদীসদের বলুন তারা যেন প্রিয়নবীর এ সকল হাদীসের উপর আমল করে দেখান। অতএব সব হাদীসে আমল করা এটাও কারো দ্বারা সম্ভব নয়। তাই এ দৃষ্টিকোণেও কেউ 'আহলে হাদীস' কিংবা আমেল বিল হাদীস নাম ধারণ করতে পারে না। প্রমাণিত হল এদের নাম যেমন ভুল কাজও ভ্রান্তিপূর্ণ হবে নিশ্চয়। এ ক্ষেত্রে প্রিয়নবীর ঐতিহাসিক বাণীটি প্রণিধানযোগ্য। এরশাদ হচ্ছে- **عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين** ''আমার এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এর সুন্নাতের উপর আমল করাই তোমাদের কর্তব্য।''

এটা বলেন নি যে আমার হাদীসের উপরই আমল কর। কারণ, প্রত্যেক হাদীস উম্মতের জন্য আমলযোগ্য নয়। হ্যাঁ, নবীজীর প্রতিটি সুন্নাত আমলযোগ্য। রসূলে পাকের যেসব পুত পবিত্র বরকতময় আমল যা মানসূখ বা রহিত হয়নি, নবীজীর জন্যে খাছও নয়, এমনকি খতা ও নিসয়ানযুক্তও নয়, সেগুলোই সুন্নাত নামে খ্যাত।

তাই আমাদের নাম 'আহলে সুন্নাত' এটাই হক ও যথার্থ। আল্লাহর শোকর আমরা প্রত্যেক সুন্নাতের উপর আমল করি যেহেতু প্রতিটি সুন্নাত আমলযোগ্য। পক্ষান্তরে ওয়াহাবী-নজদী, নদভী, লা-মাযহাবীদের নাম 'আহলে হাদীস' হওয়া একশ' ভাগ ভ্রান্ত ও গলত। যেহেতু প্রত্যেক হাদীসে আমল করা কখনও সম্ভব নয়।

এখন হাদীসমূহে পর্যালোচনা অর্থাৎ নাসেখ-মানসূখ কিংবা খাছায়েছ সম্বলিত কোনটা, কোন হাদীস আমলযোগ্য আর কোনটা নয়। ছারা-হাতান, কিংবা ইশারাতান, দালালাতান বা ইক্বতিযাআন, কোন হাদীস থেকে কিভাবে মাসআলা উৎসারিত হয় তা নিরূপন করা আমাদের মত সাধারণ আওয়াম কিংবা আলেম দ্বারা সম্ভব নয়। এসব নির্ধারণ করে হাদীস সমূহের উপর আমল করানো ইমাম ও মুজতাহিদের কাজ। তাঁরাই এ পথে আলোকবর্তিকা। ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআনে মজীদের সঠিক সমঝের জন্য পবিত্র হাদীসে রসূল আলোর দিশারী তেমনি হাদীসে পাকের সঠিক অনুধাবনে মুজতাহিদগণের পথ প্রদর্শন অনস্বীকার্য। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে করীম সম্পর্কে এরশাদ ফরমান- **يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا** মহান আল্লাহ্ এ কোরআন দ্বারাই অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে হেদায়ত করেন। হেদায়ত কাদের করেন? উত্তর পেতে হলে সূরা 'শুরা' শরীফের ৫২নং

আয়াতে করিমার শেষের এ ঘোষণাটি তিলাওয়াত করুন- **وانك لتهدى الى صراط مستقيم** হে নবী আপনি নিশ্চিতরূপে সরল-সঠিক পথেরই দিশা দান করেন। আইম্মায়ে দ্বীন ও মুজতাহিদীনে এজামের গুরুত্ব অনুধাবনে সূরা নিসা শরীফের ৮৩নং আয়াতে করিমার এ অংশটুকু তিলাওয়াত করুন।

ولوردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم অর্থাৎ যে সব কোরআনী মাসআলায় তাদের সমস্যা হয় তা নিয়ে যদি রসূল কিংবা তাদের মধ্যে যারা ইজতিহাদী ক্ষমতার অধিকারী তাদের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা এর যথার্থতা নির্ণয়ে সক্ষম হত। বস্তুতঃ আহলে কোরআনরা হাদীস বাদ দিয়ে আর 'আহলে হাদীস'রা ইমাম মুজতাহিদীনগণের শিক্ষা বাদ দিয়ে পথহারা হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ্ আহলে সুন্নাত কুরআন-সুন্নাহ ও উলূল আমর মুজতাহিদগণের শিক্ষার সমন্বয়ে সঠিক ও অভ্রান্ত পথে রয়েছে। শেষ কথা হচ্ছে, আহলে হাদীস হওয়া মিথ্যা ও অবান্তর। আহলে সুন্নাত হওয়াই যথার্থ ও হক। আর আহলে সুন্নাত তারাই যারা কোন ইমাম ও মুজতাহিদদের মুকাল্লিদ বা অনুসারী হবে। হাশরের ময়দানে মানুষদের ইমামদের সাথে সম্পৃক্ত করেই ডাকা হবে। ইরশাদ হচ্ছে- **يوم ندعوا كل اناس بامامهم** সেদিন আমি সবাইকে ইমামের নামানুসাইে আহ্বান করব।

সাবধান বাণী

বাঁচাওরে ঈমানখানা,
শেষ যামানা দাজ্জালের দল
তাড়ারে জলদি তাড়া
জাগরে জাগো এবার
মুসলিম সমাজে আজি
চলছে শত ধোঁকার মেলা,
আহলে হাদীস ওয়াহাবীবাদ
নিত্য নতুন চলছে খেলা
সুন্নীয়তের মশাল হাতে
ভণ্ডবাজীর দূর্গ শালা
কোরআন ও সুন্নাহ মতে
বাঁচাও সবে আঁধার হতে

ওরে ও মুমিন জনা
দেখ ঐ আসছে ধেয়ে।
নইলে হবি ঈমান হারা
মুনাফিকদের চল এড়িয়ে
হাজারো কারসাজি
নতুন নতুন পন্থা নিয়ে
মার্কস-লেনিন, মওদূদীবাদ
মুসলমানের ঈমান নিয়ে
ইমাম মুজতাহীদের মতে
চল মাড়িয়ে দাও উড়িয়ে
নবী অলীদের পথে
নবীপ্রেমের দীপ জ্বালিয়ে।